তাফছীরে রেজভীয়া
ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

সুরায়ে নাস হইতে সুরায়ে ফিল পর্যন্ত

মাওলানা আবদুর আলী রেজভী
ছুন্নী-আল্‌ক্বাদেরী
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশীর, নেত্রকোনা।

বড়পীর গাউছুল আজম শাহ্ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর স্মরণে ৪২তম বার্ষিক 'ওরশ' মোবারক উপলক্ষে তা'লিমুচ্ছুন্নাতে ওয়াল জমাআত্, রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটির শুভেচ্ছা উপহার

প্রকাশনায় ঃ রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটি।
১৮৯ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন- ৯৩৪২৪৮১

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ কাল-জিলক্বদ-১৪২২ হিঃ
ফেব্রুয়ারি -২০০২ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ
ম্যাক প্রিন্ট
৭৬/সি, নয়াপল্টন, ঢাকা।

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায়
আল-ঈমান প্রিন্টিং প্রেস, মোক্তারপাড়া, নেত্রকোনা।

শুভেচ্ছা বিনিময় - ৩০/- টাকা।

সূচীপত্র

সূরাহ্ আন্নাস	পৃঃ-১
সূরাতুল ফালাক্ব	পৃঃ-১৪
সূরাহ্ ইখলাস	পৃঃ-২৮
সূরায়ে লাহাব	পৃঃ-৩৪
সূরাতুন্ নসর	পৃঃ-৪৫
সূরায়ে কাফেরুন	পৃঃ-৫৭
সূরাতুল কাওসার	পৃঃ-৬১
সূরায়ে মাউন	পৃঃ-৬৭
সূরায়ে কোরায়েশ	পৃঃ-৭৪
সূরায়ে ফীল	পৃঃ-৭৭

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লিআলা রাসুলিহি ওয়া হাবীবিহিল কারীম।
আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামিনের প্রতি অসংখ্য শোকরিয়া ও তদীয় মাহবুব নূরে খোদা, নূরে মুজাচ্ছাম, রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে অগনিত দরূদ ও সালাম। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মাঝেও যাবতীয় দুঃখ-কষ্টকে অগ্রাহ্য করে সর্বস্তরের পাঠকবৃন্দের হাতে তাফছীরে সুরায়ে নাস হইতে সুরায়ে ফীল পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে দিতে পেরে আনন্দিত।
বর্তমানে বাংলাভাষায় সঠিক কোন তাফছীর নাই। আছে শুধু কোরআনের তরজমা। যাহা পাঠ করে সাধারণ মানুষের ঈমান বরবাদ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন "ওয়া ওয়া জাদাকাদাল্লান ফাহাদ" অর্থ লিখেছে-আল্লাহ, নবীজীকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়েছেন, পরে হেদায়েতদ করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। এখানে জানা দরকার আরবী ভাষায় মুশতারিক ও মুরাদিফ দুইটি শব্দ আছে। মুশতারিক উহাকে বলে, শব্দ একটি কিন্তু উহার অর্থ বিভিন্ন রয়েছে। মুরাদিক হল শব্দ একটি এবং সর্বদাই উহার এক অর্থ হইবে। দাল্লান শব্দটি হল মুশতারিক। উহার এক অর্থ পথভ্রষ্ট, অন্য অর্থ হয়রান-পেরেশান। আয়াতে কারিমায় দাল্লানের অর্থ পথভ্রষ্ট নিলে ঈমান চলে যাবে। কাজেই এখানে ঈমানী অর্থ হয়রান-পেরেশান হতে হবে। তরজমার ঐ সমস্ত ঈমান নাশকমূলক অর্থ দেখে আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও তাফছীর লিখতে বাধ্য হলাম। আল্লাহ পাক যেন আমাকে সম্পূর্ণ তাফছীর লিখার ও প্রকাশের তওফিক দান করে। আমার প্রকাশিত সুরায়ে নাস হতে সুরায়ে ফীল পর্যন্ত তাফছীরে মানুষের দুষমনদের পরিচয়, নবীজীর দুষমনদের শেষ পরিনতি এবং আত্মার উন্নতি সাধনের বিভিন্নদিক পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। উক্ত তাফছীর পাঠে যদি সাধারণ মানুষের ঈমান মজবুত হয় তবে আমার এই বৃদ্ধ বয়সের শ্রমকে সার্থক মনে করব।
আমার বড় জামাতা মাওলানা আব্দুল মোস্তফা মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম রেজভী ছুন্নী, আলকাদেরী পাণ্ডুলীপি রচনায় সহায়তা করেন। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন। নানাবিধ প্রতিকূল ও অবস্থার সহিত মোকাবেলা করা সত্বেও যাহারা অশেষ শ্রম ও সক্রিয়ভাবে শারীরিক ও আর্থিক সহযোগীতা দ্বারা কিতাবখানা প্রকাশ করতে উৎসাহীত করেছো তাদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট। তাদের প্রতি রহিল আমার আন্তরিক মোবারক বাদ। পরিশেষে, দরবারে-ইলাহীয়ায় ও দরবারে মোস্তফায় কিতাবখানা কবুলিয়তের প্রার্থনা করি। মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ ও অসতর্কতার সারণে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। শ্রদ্ধেয় ও স্নেহভাজন পাঠকদিগকে সেগুলি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বিনীত আরজ করছি। পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনের আশ্বাস দিতেছি।

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী, আল-ক্বাদেরী

তা'লিমুচ্ছুন্নাতে ওয়াল জমায়াত রেজভীয়া দরবার শরীফ ঢাকা মহানগর কমিটির কিছু কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অগনিত শোকরিয়া আল্লাহ রাসুলের পাক দরবারে। বর্তমান ফেৎনা-ফাসাদের যুগে পাঠকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে "তাফছীরে সুরায়ে নাস হইতে সুরায়ে ফীল পর্যন্ত মুদ্রণ ও প্রকাশ করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা জেনে আরও খুশী হবেন, "তা'লিমুচ্ছুন্নাতে ওয়াল জামাআত" ঢাকা মহানগর রেজভীয়া দরবার কমিটি, জগদ্বিখ্যাত আলেম, আল্লামা রেজভী সাহেব হুজুর কেবলা ও ক্বাবার লিখিত মহা মূল্যবান গ্রন্থ সমূহও তাফছীর গ্রন্থ সমূহ প্রকাশের অঙ্গীকার পালনে সর্বদা সচেষ্ট। বড়পীর গাউছুল আজম শাহ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর "৪২তম বার্ষিক ওরশ মোবারক" উপলক্ষে আমাদের উদ্যোগে তাফছীরে সুরায়ে নাস হইতে সুরায়ে ফীল পর্যন্ত একখণ্ডে কিতাব আকারে প্রকাশ করা হল। আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ, দোয়া ও আর্থিক সহযোগিতা একান্তভাবেই কাম্য। ঢাকাস্থ দনিয়া, বাড্ডা, মিরপুর, মহাখালী ও অন্যান্য স্থানের পীর ভাইদের মধ্যে যাহারা এ কাজে আর্থিক সাহায্যের মুক্তহস্ত প্রসারিত করেছেন সত্যই আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এমনিভাবে যে কেহ আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসলে সানন্দে আমরা গ্রহণ করব। সে মর্মে সকলের প্রতি আমাদের বিনীত আরজ রহিল। আল্লাহ রাসুলের পাকদরবারে প্রার্থনা, আমাদের প্রকাশনা কবুল করত যেন পরকালের নাজাতের উছিলা বানায়। আমাদের পীর ও মুর্শিদ, বর্তমান জাহানার মুজাদ্দেদ আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী ছুন্নী, আল-ক্বাদেরী (মাঃ জিঃ আঃ) সাহেবের দীর্ঘায়ু ও সুন্দর স্বাস্থ্য কামনা করছি।

আমিন-ছুম্মা-আমিন।

আরজ গোজার
তা'লিমুচ্ছুন্নাতে ওয়াল জামায়াত
ঢাকা মহানগর রেজভীয়া দরবার কমিটি

তারিখ ৯-২-২০০২ ইং
ফকিরাপুল, ঢাকা।

তাফসীরে রেজভীয়া সুন্নীয়া

(সুরায়ে নাস হইতে সুরায়ে ফীল পর্যন্ত)

سُوْرَةُ النَّاسِ - مَكِّيَّه

সুরাহ আন্নাস্

১১৪ নং সুরা (মাদানী) ত্রিশতম পারা।

আয়াত-৬, রুকু-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ

অর্থ ঃ- পরম করুনাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে।

(১) হে প্রিয়নবী! আপনি বলুন, আমি তাঁহারই আশ্রয় চাই, যিনি সমস্ত মানব জাতির পালনকর্তা।

(২) যিনি মানব জাতির বাদশাহ্।

(৩) যিনি সকল মানুষের প্রকৃত মা'বুদ বা উপাস্য।

(৪) তাহার অনিষ্ট হইতে যে অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয় এবং আত্মগোপন করে।

(৫) যে মানুষের অন্তরসমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে।

(৬) কুমন্ত্রণাকারী একদল জ্বিন জাতি এবং একদল মানব জাতি হইতে।

আলেমানা তাফসীর

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

হে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলুন! আমি মানবজাতির প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই। অর্থাৎ যিনি মানবজাতির যাবতীয় বিষয়ের মালিক এবং মানব জাতির প্রভু। মানব জাতির যাবতীয় মঙ্গল অনুযায়ী যিনি অনুগ্রহ প্রদান করে থাকেন এবং মানুষকে সর্বাধিক বিপদাপদ হইতে রক্ষা করে থাকেন। হজরত কাশানী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন رَبِّ النَّاسِ দ্বারা আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর জাত ও সিফাত অর্থাৎ মহান সত্ত্বা ও গুণাবলীকে বুঝায়। কারণ, মানব এমন এক সৃষ্টি যাহার মধ্যে সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই, মানবের খালিক ও মালিক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের মধ্যেও রহিয়াছে সর্ব প্রকার গুণাবলীর সমাবেশ, যাঁহার সুমহান আসমায়ে জালালিয়া ও জামালিয়ায়।

আশ্রয় প্রার্থনা করা হইতেছে। লক্ষ্যণীয় যে, সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের গুণাবলী উল্লেখ পূর্বক আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে। এইজন্যে, এই সুরাহ প্রথম মুয়াব্বেজা সুরার শেষ বা পরবর্তী করা হইয়াছে। কেননা, ইহাতে 'তাউজ' (আশ্রয় প্রার্থনা) রহিয়াছে। জায়গায় জায়গায় আল্লাহ্ পাকের গুণবাচক নাম উল্লেখ পূর্বক হেদায়াতের সহিত উহাকে ঐ মহিমান্বিত জাতে পাকের দিকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

হাদিস শরীফ حديث شريف

اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ

অর্থ ঃ- আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার গজব বা ক্রোধ হইতে তোমার সন্তুষ্টির প্রতি; এবং তোমার শাস্তি অপেক্ষা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

হাদিস শরীফের ব্যাখা-বিশ্লেষণ

হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর রেজামন্দী বা সন্তুষ্টি, সাহায্য কামনা করিয়াছেন। এইহেতু যে, সন্তুষ্টি আল্লাহ পাকের বিশেষ গুণ যাহা জাতে পাকের সহিত নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত। অতঃপর, আল্লাহ পাকের মার্জনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা এই, কর্মের সহিত জড়িত ও অবিচ্ছেদ্য। আবার যখন অতিরিক্ত বা সুদৃঢ় বিশ্বাস উদয় হইবে তখন গুণের উল্লেখ ব্যতীতই কেবল জাতে পাক বা মহীয়ান গরীয়ান সত্তার মুখাপেক্ষী হইয়া আবেদন করা যায়। এই জন্যে হাদিস শরীফে ইরশাদ হইয়াছে - اَعُوْذُ مِنْكَ কতিপয় উলামা 'মার্জনা'কে সন্তুষ্টির পূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ, নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে যাত্রা করার আদর্শরীতি অবলম্বনের জন্যে। কেননা, মার্জনা কর্মের গুণ (কর্মফল) এবং রেজামন্দী বা সন্তুষ্টি জাতে পাকের অনুপম গুণ।

ফায়দা

কতক পীর-মাশায়েখ বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহতে মগ্ন বা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে তাহার উচিত আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা। অতঃপর, যে ব্যক্তি তাওহীদের সমুদ্রে ডুব দিয়াছে, সে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই বুঝেনা। অতএব, আল্লাহ ব্যতীত কাহারও শরনাপন্ন না হইয়া কেবল 'আল্লাহ পাকই যথেষ্ট' এই দৃঢ় ধারনায় অটল-অনড় থাকা অবশ্য করণীয়। 'মাকামে ওয়াহদাত' বা আল্লাহর একত্ববাদের ইহা প্রথম শ্রেণী মাত্র। হুজুর সরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেহেতু এই মাকাম অতিক্রম করা হইয়াছে সেইহেতু ইরশাদ করিয়াছেন اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ হে প্রভু! তোমারই আশ্রয় চাই।

نکتہ সূক্ষ্মকথা

তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফের প্রণেতা আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন যে, এই সুরায় আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনার সহিত সুরাহ শেষ বা সমাপ্তি করার দলীল এই বিষয়বস্তুর উপর যে, 'তিনিই আদি, 'তিনিই অন্ত' '(তিনিই প্রথম','তিনিই শেষ') এবং যাবতীয় কাজকর্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে আরম্ভ ও তাঁহারই উদ্দেশ্যে শেষ হওয়া উচিত।

ফায়দাঃ- এই সুরায় আশ্রয় প্রার্থনা দ্বারা রোজে আযলের 'ভুলের' প্রতি ইশারা রহিয়াছে। কেননা, মানুষ যদি উহা ভুলিয়া না যাইত তবে তাঁহার দিকে ফিরিয়া যাওয়ার দরকার হইত না। সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যেই কাটাইত। আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য হারা হওয়া সে ভুলেরই মাশুল এবং আল্লাহ পাকের শরনাপন্ন হওয়া তাঁহার রেজা মন্দি বা সন্তুষ্টি অর্জনের ও নৈকট্য লাভের উপায় স্বরূপ।

مَلِكِ النَّاسِ

অর্থঃ- সমস্ত মানব জাতির বাদশাহ্।

এই স্থানে 'আত্ফে বয়ানের' উদ্দেশ্য হইল যে, কোনক্রমেই যেন আল্লাহ পাকের প্রতিপালনকে অপরাপর রাজা-বাদশাহ-র লালন-পালনের ন্যায় মনে করা না হয় এবং সহজেই যেন উপলব্ধি করা যায় যে আল্লাহ পাকের লালন-পালন অতুলনীয়। বরং আল্লাহ পাকের লালন-পালনের অন্তর্ভূক্ত সকলেই রহিয়াছে, সকলেরই উপর আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান।

কতক উলামা বলেন, مَالِك (মা-লিক) এবং مَلِكُ (মালিক)-এর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বুঝানো হইয়াছে এবং مَالِك কে ملك এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং উহা ঐ অর্থে যে, مالك العبد এবং ইহাতে ব্যাপকতা রহিয়াছে যাহা ملك এর বিপরীত। কেননা, ইহাতে কহর ও ছিয়াছাত ملك এর সম্পৃক্ততা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ বিষয় যে, কিয়াস আল্লাহ পাকের জন্য ছহীহ নহে এবং আল্লাহ পাকের জন্যে কিয়াস জারি হইতে পারে না। কেননা, এই পার্থক্য সৃষ্টির জন্য আল্লাহ পাক তো সমস্ত সৃষ্টিরই মালিক। আল্লাহ পাকই এক মাত্র স্রষ্টা- এই হিসাবে মানা ফরজ।

ملك کی مالك پر ترجیح মালিককে মা-লিকের উপর প্রধান্য দেওয়া ঃ-

হাদিস শরীফ প্রমাণিত হয় যে, مالك কে ملك এর প্রাধান্য

দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, ইহা কোরআনুল কারীমের রহস্য বা ভেদ-তত্ত্ব জ্ঞাপক এবং ইহাতে তাম্বি বা সতর্কতা সংকেতও রহিয়াছে। যেমন, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা বা অঙ্গীকার রহিয়াছে-

لَكَ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكُهٗ

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্যে, তুমি ব্যতীত অন্য কোন (মা'বুদ) প্রভূ নাই; প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক প্রভূ এবং মালিক।

تفسير صوفيانه সুফীয়ানা তাফসীর

مَلِكِ النَّاسِ এর মধ্যে ফানাফিল্লাহর অবস্থার দিকেও ইশারা করা হইয়াছে। যেমন পূর্বেও আমি ইশারা করিয়াছি। আবার, اِلٰهِ النَّاسِ ----- এর মধ্যে বাক্বাবিল্লাহর দিকে ইশারা রহিয়াছে। কেননা, اِلٰه (ইলাহী) ঐ 'মা'বুদ' যাহার জাতে পাক সমস্ত ছিফাতের সহিত মওসুফ গুনান্বিত। বান্দা যখন ফানার মাকামে উপনীত হয় তখন আল্লাহ পাকের মালিক হওয়ার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়। আবার আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু মাকামে উবুদিয়াতের জন্যে তাহাকে পুনরায় ওজুদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেন। এই কারণে, ঐ সময় শয়তান লায়ীনের ওয়াছ্ওয়াছা বা কুমন্ত্রণার জন্য আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করিতে হয়। কোরআনুল কারীমে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

অর্থঃ হে শয়তান! নিশ্চয়ই আমার খাছ বান্দার উপর তোমার ক্ষমতা খাটিবে না। একটি রহস্য ঃ আল্লাহ পাকের নিকট মানুষ যদি আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা না হইত তবে কালামে ইলাহী কোরআনুল কারীমে মানুষের প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক উহার সমাপ্তি করিতেন না।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ মিন শার্‌রিল ওয়াছওয়াছ

تفسير عالمانه আলেমানা তাফসীর।

ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রণা বলিতে ঐ ধরনের গোপনীয় আওয়াজকে বুঝায় যাহা অনুভব করা যায় না। অথচ উহা হইতে রক্ষাও পাওয়া যায় না। হাদিস শরীফে ইরশাদ হইয়াছে- مَنْ رَاٰنِىْ قَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِىْ

অর্থঃ- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে আমাকে দেখিয়াছে অবশ্যই আমাকে দেখিয়াছে; নিশ্চয়ই শয়াতান আমার সুরত ধারন করিতে জানে না। অনুরূপ ভাবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ওলিগনের সুরত ও শয়তান ধরিতে পারে না। এই জন্যে আওলিয়ায়ে

কেরাম হেদায়াতে মুতাআলেকার প্রকাশক হইয়া থাকেন।

مسئلہ **মাসআলাঃ-** ওয়াছ ওয়াছের দ্বারা শয়তানকে বুঝায়। কেননা, শয়তান গোনাহের আমন্ত্রন জানায় গুপ্তকথা বা কু-প্ররোচনা দ্বারা। القاء। (এল্কা) দুই প্রকারঃ- ১নং ছহীহ্ বা বিশুদ্ধ এবং ২নং ফাছেদ বা মন্দ। সহীহ্ বা বিশুদ্ধ এলকা ও দুই প্রকার ঃ- ১নং এলকায়ে রাব্বানী যাহা জ্ঞান ও ইরফান বা তত্ত্ব জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক রাখে। ২নং এলাকায়ে রুহানী, মালাকী। এ জাতীয় এলকা বন্দেগী তথা বিশুদ্ধ নেক আমলের ফলাফল যাহাতে অপরিসীম মঙ্গল নিহিত থাকে, উহাকে ইলহামও বলা হয়। এলায়ে ফাছেদ আবার দুই প্রকারঃ- ১নং এলকায়ে নফ্ছানী, যাহাতে নফ্ছের কু-প্রভাবের দখল রহিয়াছে। ২নং এলকায়ে শয়তানী, যাহতে গোনাহের প্রেরণা দেওয়া হয়। ইহারই নাম ওয়াছওয়াছ বা কু-প্ররোচনা। 'আহ্কামুল মারজান' নামক কিতাকে আছে যে, শয়তানী এলকা দ্বারা যে যে বিষয়ে গোনাহের আমন্ত্রন বা অনুপ্রেরনা দেওয়া হয় উহা ছয় প্রকার । যথা - (১) কুফর ও শিরক, আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে দুষমনী যখন মানুষের কাছে কাবু হইয়া পড়ে তখন শয়তানের দৌড় কমিয়া যায়, বরং শাস্তি পায়। কাজেই, শয়তানের প্রধান কর্মই হইল, কি উপায়ে মানুষকে পরাস্ত করা যায় সে চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। (২) বেদআতে ছাইয়্যেআ- ইহাই শয়তানের নিকট সমস্ত গোনহের কর্ম হইতে সব চেয়ে বেশী প্রিয়। মানুষ সাধারন গেনাহের কার্য হইতে তৌবা করিয়া থাকে-ইহা নিঃসন্দেহে বেদআতের বিপরীত। কিন্তু বেদআত সম্পর্কে মানুষ ভ্রান্ত ধারনা পোষণ করিয়া বরং উহাকে শরীয়ত সম্মত আমল মনে করিয়া তৌবা করা হইতে বিরত থাকে। যখন আল্লাহর কোন খাছ বান্দা ঐ কর্ম হইতে অর্থাৎ বেদআত হইতে দূরে অবস্থান করেন তখন শয়তান ব্যর্থ হইয়া সাড়িয়া পড়ে। অত:পর তৃতীয় কোন অপকৌশল অবলম্বন করিতে তৎপর হয়।

(৩) কাবায়ের বা কবীরা গোনাহ সমূহ। (৪) ছাগায়ের বা ছাগীরা গোনাহ সমূহ। ছগীরা গোনাহের পরিমান যখন বৃদ্ধি পাইয়া যায়, তখন মানুষকে একেবারে বরবাদ করিয়া ছাড়ে। যেমন- শুষ্ক কাঠের মোকবেলায় অগ্নি-স্ফুলিংগ। অগ্নি-স্ফুলিংগ যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন শুষ্ক-লাকড়ীর সাক্ষাৎ পাইবা মাত্র সে তখন বিকট আকার ধারন করে এবং রাশি-রাশি স্তুপীকৃত শুষ্ক কাঠকে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভষ্মীভূত করিয়া ফেলে।

(৫) মুবাহাত্–মুবাহ বা হালাল কার্যাবলী যাতে গোনাহ কিংবা ছওয়াব অথবা আজাব কিছুই নাই বরং কঠিন হৃদয়ের মানুষ যখন মুবাহ কার্যে লিপ্ত হয় তখন সওয়াব প্রাপ্ত হইবে। কেননা, শয়তান ইহাতে অপারগ হইয়া যায়। অনেক কাজে

লিপ্ত হওয়া, যাহাতে উত্তম কার্য হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। ইহাতে অধিকাংশ ছওয়াব বিনষ্ট হইয়া যায়।

شیطان کے اقسام শয়তানের শ্রেণী

বিতারিত ও অভিসপ্ত শয়তানের নানা প্রকার কু-প্ররোচনা ও কুমন্ত্রনা অনুযায়ী শয়তান ও তার শিষ্যদের কতিপয় উপনামে আখ্যায়িত করা হয়। যথা- شیطان الوضوع শায়তানুল ওজু। 'শায়তানুল ওজু' উহাকে বলে, যে মানুষকে ওজু করিবার সময় বেশী পানি ব্যয় করিতে অন্তরে কুমন্ত্রনা দিয়া থাকে। হাদিস শরীফে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন

تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ وَسْوَسَةِ الْوُضُوْعِ

অর্থঃ- তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর ওজুর ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রনা হইতে। خنزب খান্‌যাব। খান্‌যাব্ নামক শয়তানের কাজ হইল নামাজীকে নামাজ হইতে গাফেল রাখা এবং কেরাত পাঠের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করা।

الخناس। খান্নাছ। শয়তানের শিষ্যদের মধ্যে খান্নাছ উহাকেই বলে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা বা কুধারনা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

মানুষ যখন আল্লাহ পাকের জিকির করে তখন খান্নাছ শয়তান পিছনে সড়িয়া পড়ে।

حکایت হেকায়াত বা একটি কাহিনী

একদা কোন একজন বুজুর্গ ওলি, আল্লাহ পাকের নিকট আরজ করিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা! আমাকে মরদুদ শয়তানকে দেখাও; সে কেমন করিয়া আসে এবং মানুষকে কিরূপে কুমন্ত্রনা দেয়, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিব। তখন আল্লাহ পাক ঐ বুজুর্গ ব্যক্তির প্রার্থনা অনুযায়ী শয়তানকে মানুষের আকৃতিতে দেখাইলেন, যার কাঁধের মধ্যবর্তী অংশে কাল বর্ণের এক পোকার পাখার ন্যায় পাখা রহিয়াছে। খান্নাছ শয়তান প্রথমতঃ চারিদিক দিয়া মানুষকে সুঙ্গিতে থাকে। তখন তার সুরত বা আকৃতি শূকরের মত হয়। তার একটি শুঁর হাতির শুঁরের মত বিস্তার করিয়া দেয়। আবার মানুষের কাঁধের উপর বসিয়া সেই শুঁরটি মানুষের বক্ষস্থলে দীলের মধ্যে বিস্তার করিয়া দেয় এবং এইরূপে, কুমন্ত্রনা দিতে থাকে। মানুষ যখন আল্লাহর জিকির করে তখন সে পলায়ন করে। সে পশ্চাৎ দিকে সড়িয়া পড়ে বলিয়াই তাকে খান্নাছ বলা হয়। খান্নাছের পলায়নের কারন এই যে, জিকিরকারী বান্দার দীলের মধ্যে আল্লাহর জিকিরের নূর সে দেখিতে পায়।

نكته নুকতা- সুক্ষকথা

উপরিবর্ণিত কারণে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই কাঁধ মুবারকের মধ্যবর্তী স্থানে 'মুহরে নবুওয়াত' শরীফ বিদ্যমান ছিল। ইহাতে এই ইশারা ছিল যে, হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম শয়তানী ওয়াছওয়াছা হইতে মাছুম বা পবিত্র ছিলেন। হাদিস শরীফে হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক আমাকে সাহায্য করিয়াছেন যে, যেই শয়তান আমার নিকট আসিয়াছিল সে মুসলমান হইয়াছে 'মুহরে নবুওয়াতের' দ্বারা এবং শরহে ছুদুরের দ্বারা। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু স্বীয় মাহবুব সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্পূর্নরূপে মাছুম অর্থ্যাৎ নিস্পাপ ও নিষ্কলংক ও পবিত্র করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। (ছোব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ছোব্হানাল্লাহিল্ আজীম)।

ফায়দা ঃ- আদি মানব, আদি পিতা হজরত আদম আলাইহিস্ সালামকে ও তাঁহার সংগীনী মানব জাতির আদি মাতা হজরত হাওয়া আলাইহিস্ সালামকে ইবলিস শয়তান ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রনা দিয়াছিল।

مسئلة মাসআলা

শয়তান লায়ীন মানুষের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। এইহেতু যে, সে সূক্ষ্ম দেহের অধিকারী। যদিও শয়তান আসল অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি তথাপি সে অগ্নির মত জ্বালায় না। কেননা, অগ্নি এবং বাতাসের মিশ্রন দ্বারা একটা খাছ বা বিশেষ কৌশলে তাকে তৈয়ার করিয়াছেন; মানুষের সৃষ্টি কৌশলেরই ন্যায়।

تفسير صوفيانه সুফীয়ানা তাফসীর ও
عالمانه تفسير আলেমানা তাফসীর

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ

অর্থাৎ, যে মানবদিগের দীল সমূহে ওয়াছওয়াছা দিয়া থাকে। অর্থ্যাৎ , কু- প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া থাকে। যখন মানব আল্লাহর জিকির হইতে গাফেল হইয়া যায়। 'তাবিলাতে নাজমিয়ার' মধ্যে আছে, যে ব্যক্তি স্বীয় কাল্ব্ বা অন্তরে দেমাগ বা মস্তিষ্কে এবং রুহ বা আত্মায় আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের জিকির ভুলিয়া যায়, শয়তানী ওয়াছওয়াছা তার উপর গালিব হইয়া যায়, প্রবল হইয়া যায় যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ

অর্থাৎ ঐ দিন (কিয়ামত দিবসে) আহ্বানকারী আহ্বান করিবেন।

مسئلة মাসআলা

الخناس এর উপর ওয়াক্ফে নাই। অথবা মানছুব অথবা মারফু আলান্নছব । ঐ সময় ওয়াক্ফে মুস্তাহাব।

ফায়দাঃ- প্রথমতঃ আল্লাহ পাক শয়তানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পুনরায়,

ওয়াছওয়াছার স্থান صُدُوْرِ النَّاسِ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু فِىْ قُلُوْبِهِمْ বলেন নাই। গভীর চিন্তার বিষয় এই জন্যে যে, صدر মানুষের অন্তরের অন্তস্থল ছদর অন্তরের অন্তস্থল বা মজবুত ঘর বা বাসস্থান। ইহাতে ধারনা বা কল্পনার উদয় হয় এবং সিনায় বা বক্ষঃস্থলে স্থিতিলাভ করিয়া অন্তরে অনুপ্রবেশ করে। তাই, সে (শয়তান) ক্বালব্ বা অন্তরের দরজা দ্বারা ভিতরে প্রবেশ পূর্বক কু-প্রবৃত্তি জাগ্রত করত সীনা বা বক্ষস্থলে পৌছে । আবার তথা হইতে এদিক সেদিক সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ফলকথা, শয়তান লায়ীন অন্তরের মজবুত ঘরে অনুপ্রবেশ করতঃ যাহা খুশী কুমন্ত্রনা ঢালিতে থাকে। আর ঐ কুমন্ত্রনা অন্তরে স্থিতিলাভ করিবামাত্র পাপের কর্ম ঘটাইতে সক্ষম হইয়া থাকে।

ফায়দা বা উপকারিতা

فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ এর দ্বারা বুঝায় যে, শয়তান কেবল মানব জাতির অন্তরেই কুমন্ত্রণা দিয়া থাকে; জ্বিন জাতির অন্তরে নহে।

'আহ্কামুল্ মারজানের' মধ্যে রহিয়াছে যে, কোনও দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, শয়তান জ্বিন জাতিকে ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রণা দিয়া থাকে। অথচ শয়তান জ্বিন জাতিরই একজন। আর মানুষই কেবল তার চীর দুষমন।

تفسير عالمانه আলেমানা তাফসীর

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

অর্থঃ জ্বিন্ ও মানব জাতি হইতে।

অর্থাৎ, কুমন্ত্রণা দাতা শয়তান বা খান্নাছ জ্বিন ও মানবদের মধ্য হইতে।

ফায়দা বা উপকারিতা

ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান দুই প্রকার। যথা- (১) জ্বিন জাতি এবং (২) মানব জাতির মধ্য হইতে। যেমন-আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন

شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

অর্থঃ- শয়তানের দলবল মানব ও জ্বিন জাতির (দ্বারা গঠিত)।

আর-যাদের কুমন্ত্রণা দেওয়া হয় তাহারা কেবল মানব জাতির অন্তর্ভূক্ত। তবে, জ্বিন শয়তান যেমন কুমন্ত্রণা দিয়া পিছনে সড়িয়া যায়, কারণ সে বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করিতে উৎসাহিত করে এবং অপকর্ম ঘটাইতে কু-প্রবৃত্তি জাগ্রত করে; অনুরূপভাবে, মানব জাতীয় শয়তান নসিহত বা উপদেশ-দাতা হিসেবে আগমন করিয়া থাকে। এই দ্বিতীয় শয়তান শত্রুর বেশে নহে, বন্ধুর বেশে উপদেশ-দাতা সাজিয়া আসে।

যেমন-বর্তমান যুগের প্রচলিত ছয়-উছুলী তাবলীগ জামায়াত। তাহাদের বিছানা-

পত্র মসজিদে অবস্থান লক্ষ্য করিয়া ধমক দেওয়া হয়, তখন তাহারা পিছনে সড়িয়া পড়ে; কুমন্ত্রণা দিতে পারে না। আবার, যদি তাহাদের ফিস্ ফিস্ কথাবার্তা যে সমস্ত অজ্ঞ ও নিরহ লোকেরা মানিয়ালয় তাহাদিগকে অতিরিক্ত দাওয়াত দেয়। যেমন- দেওবন্দী-তাবলীগ জামায়াত ওয়ালাদের রীতি-যখন যারা তাদের কথা মানে, তাহাদিগকে চিল্লা-কাশীর দাওয়াত দেয়-এক চিল্লায় ৭(সাত) হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যায়, চিল্লায় গিয়া ১ (এক) রাকাত নামাজ পড়িলে ৭ (সাত) লাখ রাকাতের ছওয়াব মিলে এবং ১(এক) টাকা খরচ করিলে ৭(সাত) লাখ টাকার ছওয়াব পাওয়া যায়। এই জামায়াতে নাম লিখাইয়া এক কদম দিলে ৪০ (চল্লিশ) বছরের গোনাহ মাফ হইয়া যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

নসিহতের নামে শয়তানী-কুমন্ত্রণা দ্বারা সরল ও নিরীহ মুসলমানদিগের ঈমান হরণ করিয়া পথভ্রষ্ট করাই ছয় উছুলী ইলিয়াসী তাবলীগের মূখ্য উদ্দেশ্য। (উপরন্তু), দেওবন্দী-তাবলীগী মোল্লাদের ছয়-উছুলী তাবলীগের ছদ্ম আবরনে তাদের নজদী গুরুর কুখ্যাত ওয়াহাবী মতবাদ প্রচারের এক অভিনব কৌশল ও বটে। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু ইরশাদ ফরমান-

وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ অবগত আছেন যে নফছ ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রণা দিয়া থাকে।

تفسير صوفيانه সুফীয়ানা তাফসীর

مِنَ الْجِنَّةِ এর মধ্যে ইশারা রহিয়াছে বাতেনী বা গোপনীয় শক্তির প্রতি। জ্বিনকে এই জন্যেই 'জ্বিন' বলা হয় যে, সে গোপনে অবস্থান করে এবং النَّاس এর মধ্যে জাহেরী শক্তি প্রকাশ পায়। মানুষকে এই জন্যেই 'নাস' বলা হয়। النَّاس শব্দটি اَلْاِيْنَاس হইতে উৎপন্ন; যাহার অর্থ প্রকাশ। যেমন- আল্লাহ পাক اَنَسْتُ نَارًا (অর্থাৎ - মানুষের জন্য অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছি) বলিয়াছেন।

نكته একটি সূক্ষ্মকথা

এই স্থানে একটি সূক্ষ্ম কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যাহা বর্ণনা করা আবশ্যক। তাহা এই যে, পূর্ববর্তী সুরায় (যাহা প্রার্থনা সূচক) প্রথম আশ্রয় যাহাতে প্রার্থনা করা হইয়াছে উহা একটি গুণ। যেমন আয়াতে কারিমায় ইরশাদ হইয়াছে بِرَبِّ الْفَلَقِ 'বিরাব্বিল ফালাক্ব'। আবার مُسْتَعَاذ مِنْهُ যাহা অর্থাৎ যে বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে উহা তিনটি আপদ-বিপদ। যথাঃ- (১) غَاسِق (২) نَفَّاثَات এবং (৩) حسد। আর এই সুরাহ الناس এর মধ্যেও আশ্রয়

বা সাহায্য প্রার্থনার তিনটি গুণ রহিয়াছে। যথাঃ- (১) الرب (২) الملك এবং (৩) اله এবং যাহা হইতে আশ্রয় বা সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। উহাও একটি আপদ। অর্থাৎ ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রনা, যাহার অকল্যাণে ঈমান বিনষ্ট হইয়া যায়।

হাদিস শরীফ حديث شريف

হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন যে, হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের বিছানা মুবারকে আসিতেন তখন প্রত্যেক রাত্রিতেই হুজুরে পাক আলাইহিস্ সালামের অভ্যাস ছিল যে, তদীয় মুবারক দুই হাত একত্র মিলাইয়া قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এর اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (সুরায়ে এখলাছ, সুরায়ে ফালাক ও সুরায়ে নাস) এ তিনটি সুরাহ্ পাঠ করত: হাত মুবারকের তালুতে ফুঁক দিতেন এবং সমস্ত শরীর মুবারকে মলিতেন। আরম্ভ করিতেন মাথা মুবারক হইতে চেহেরা মুবারক পর্যন্ত অত:পর, সমস্ত দেহ মুবারকে মলিতেন। প্রথমত: সামনের দিক হইতে এবং তৎপর পিছনের দিকে-এ অবস্থায় হাত মুবারক দ্বারা ৩ বার মলিতেন।

উল্লেখ্য যে, হুজুর নূরে খোদা নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের এ নূরানী আমল কেবল উম্মতের শিক্ষার জন্যেই। কেননা, হুজুরে পাক ইরশাদ করিয়াছেন- আমি মুয়াল্লেম বা শিক্ষক রূপে আগমন করিয়াছি।

'কওয়্যাতুল কুলুব' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যদি কেহ কোরআন তেলাওয়াতের ছবক গ্রহণ করে কিংবা কালামে পাকের তেলাওয়াত আরম্ভ করে, তখন দোয়া পাঠ করিবে। قُوَّتُ الْقُلُوْب

ফায়দা বা উপকারিতা

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে অবগত করুন, কোরআনে মজীদ কিরূপে আরম্ভ হইয়াছে এবং কিরূপে শেষ হইয়াছে। ইহার উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন - আরম্ভ হইয়াছে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির্ রাহ্মানির রাহীম) হইতে এবং শেষ হইয়াছে
(সাদাকাল্লাহুল্ আজীম) দ্বারা। صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ
তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিলেন صَدَّقْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (সাদকতা ইয়া রাসুলাল্লাহ) হে আল্লাহ্র রাসুল! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন।

مسئلہ মাসআলা

'খরিদাতুল আজায়েবের' মধ্যে রহিয়াছে যে, ক্বারী অর্থাৎ কোরআন পাঠকারীর প্রতি ওয়াজিব যে, কোরআন মজীদ খতম করিয়া উপরোল্লিখিত দোওয়া পাঠ করা। তাহা হইলে 'কোরআন' ও 'সিন' পর্যন্ত যেন খতম হইয়াছে।

نکتہ নুকতা বা সূক্ষ্মকথা

কোরআন মজীদকে بسم الله (বিস্‌মিল্লাহ্‌র) ب (বা) হইতে আরম্ভ করিয়া والناس (ওয়ান্নাছ) এর সীন্ এর উপর খতম করায় بس (বস্) - এর দিকে ইশারা হইয়াছে। যাহার অর্থ - যথেষ্ট। অর্থাৎ, ইহার মর্ম এই যে যেন আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু ইঙ্গিতে বলিতেছেন এই কোরআন তোমার উভয় কালের জন্য যথেষ্ট। যাহা আমি তোমাকে দুই হরফের মধ্যে দান করিয়াছি।

হাকিম ছুনায়ী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিয়াছেন "কোরআনে কারিমের প্রথম ও শেষ ب ও س এর দ্বারা হইয়াছে; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ধর্মের রাস্তায় তোমাদের জন্য কোরআনই যথেষ্ট হইয়াছে ।

تفسیر صوفیانہ সুফীয়ানা তাফসীর

সুফীয়ানা তাফসীর হইতে একটি কথা উল্লেখ করিতে হয় যে, হাদিস শরীফে আসিয়াছে -

خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ

অর্থ ঃ- আল্লাহ পাক আদম আলাইহিস্ সালামকে নিজের মনোনীত ছুরতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

পবিত্র ইসলামকে আদম সন্তানের জন্যে মনোনীত দ্বীন রূপে পছন্দ করিয়াছেন। কোরআনুল কারীমকে আদম সন্তানের জন্যে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান স্বরূপ দান করিয়াছেন। হুজুর মাহবুবে খোদা নূরে খোদা নূরে মুজাচ্ছাম মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহেবে কোরআন রূপে, হাদী ও মুরশিদ রূপে, এবং পাপী তাপীর কান্ডারী শাফীউল মুজনেবীন রূপে, সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামিন রূপে এ ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন। হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস্ সালাতু ওয়াসসালাম দ্বীন ও ঈমানের মূল। তাঁহাকে সর্বাঙ্গীন মানার নামই ঈমান। তাঁহার প্রতি সর্বাধিক মুহব্বত বা প্রেম- ভালবাসা ঈমানের মূল। তাঁহার সুন্নতের পাইরুবী বা অনুসরন-অনুকরন নাজাতের উপায়। অত:পর, হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুহব্বত সহকারে অধিক পরিমানে দরুদ ও সালাম পাঠ করা ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্যের পরশমনি তূল্য।

আঁকা ও মাওলা সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত শরীফের তাজকেরা ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান ও জশ্নে জুলুস পালন করা, উরস্ শরীফ ও গিয়ারভী শরীফের অনুষ্ঠান করা এবং আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা ঈমানদার সুন্নী মুসলমান তথা নবী প্রেমিক ও আওলিয়ায়ে কেরামের ভক্ত অনুরক্তদিগের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে, উক্ত মুবারক অনুষ্ঠান সমূহ খারেজী- ওয়াহাবী-লা-মজহাবীরা পছন্দ ও সমর্থন তো করেই না বরং উক্ত অনুষ্ঠান সমূহের নাম শোনা মাত্রই হিংসা ও বিদ্বেষের আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইতে থাকে। ইহারা দুষমনে রাসুল ও দুষমনে আউলিয়া ইহাতে মোটেও সন্দেহ নাই। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত মুমীন মুসলমানদিগের এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার হওয়া ও সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোরআনে কারিমের খতমের মাহফিলে হাজির হইবে, সে যেন শুহাদাগণের ও মুজাহিদগণের মাহফিলে হাজির হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি কোরআনে কারিম তেলাওয়াত আরম্ভের সময় হাজির হইবে, সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জয়যুক্তগনের (গাজীগণের) মাহফিলে হাজির হইয়াছে।

যখন কেহ কোরআনে মজীদ খতম করে, তখন ফেরেস্তা তাহার দুই চক্ষুর মাঝখানে চুম্বন করে। যে ব্যক্তি কোরআন খতম এর সময় তাহার গোনাহ খাতা মার্জনা হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, তাহার জন্য অবশ্যই মার্জনা নাই। ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন-কোরআন খতমের সময় আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে রহমত বরকত নাযিল হয়; এবং এই সময় দোওয়া করা মুস্তাহাব। এই সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বহু দলীল পেশ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে, সল্‌ফে সালেহীন উলামায়ে দ্বীন বহু দলীল পেশ করিয়াছেন।

مسئله মাসআলা

দোওয়ার সময় মনের নেক-বাসনা যাহা খুশী প্রার্থনা করিবে, কিন্তু, দোওয়ায় কেবলামুখী হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ, দুই হাত উর্ধ্বমুখী (সিনা বরাবর) উঠাইয়া দোওয়া করিবে। ইহা সুন্নত ও মুস্তাহাব।

আল্লাহ পাক জাল্লা জালালুহুর দরবারে অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সহিত দোওয়া-মুনাজাত করিলে দোওয়া কবুল হইবে-এ দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে স্থান দিবে।

مسئله মাসআলা

দোওয়ার সময় প্রথমতঃ আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিবে, তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

مسئله মাসআলা

দোওয়া সমাপ্ত করিয়া উভয় হাত মুখমন্ডলে ফিরাইবে।

دعا نبوی ختم القران

খতমে কোরআনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনে মাজীদ খতম করিয়া নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিতেন اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِیْ فِیْ قَبْرِیْ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ وَاجْعَلْهُ لِیْ اِمَامًا وَّ نُوْرًا وَّهُدًی وَّرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِیْ مِنْهُ مَا نَسِیْتُ وَعَلِّمْنِیْ مِنْهُ

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّه

সুরাতুল ফালাক্ব

১১৩ নং সুরা, (মক্কী)-রুকু-১, আয়াত-৫

ত্রিশতম পারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۧ

অর্থ ঃ (১) হে প্রিয় হাবীব! আপনি বলিয়া দিন, আমি তাঁহারই আশ্রয় নিতেছি, যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা, (২) তাঁহার সৃষ্টিকূলের অনিষ্ট হইতে, (৩) এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট হইতে, যখন সেইটা অস্তমিত হয়, (৪) এবং ঐ সব নারীর অনিষ্ট হইতে যাহারা গ্রন্থিসমূহে ফুৎকার দেয়, (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হইতে যখন সে আমার প্রতি হিংসাপরায়ন হয়।

সুরায়ে ফালাক মক্কা মুয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সুরায় ৫ (পাঁচ) খানা আয়াত রহিয়াছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ হে প্রিয় হাবীব। আপনি বলুন, আমি উষার অধিপতির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

حل لغات আভিধানিক বিশ্লেষণঃ-

اَلْفَلَقِ অর্থঃ اَلصُّبْحِ বা উষা এই জন্যে ইহাতে রাত্রি বিদীর্ণ হয় ছিন্ন হয়।

اَلْاِيْصَال এর বাব (অধ্যায়) হইতে بَابُ الْحَذْف এবং فعل অর্থ হইল মাফউল -এর। আর ইহা ঐ সময় যথার্থ হয় যখন কোন বস্তু গোপনে বা পর্দার অন্তরালে থাকে এবং অপর কোন বস্তু দ্বারা গোপনীয় পর্দা অপসারিত করিয়া উহাকে প্রকাশ করা হয়। সেই সময় হইতে গোপনীয় বস্তু প্রকাশিত হইয়া যায়, উহার যাওয়ালের দ্বারা। আর অপসৃতি পর্দা যাহাকে অপসারণ করা হইয়াছে উহাকে 'মাফলুক' বলা হয়। আর ঐ পরদা যাহা অপসৃত হওয়ায় অন্ধকার রাশি দূরীভূত হয় উহা অপসারণকারী উষা বা ভোর বেলাকে 'মাফলুক আনহু' বলা হয়। কেননা, যাওয়াল হইতে রাত্রি অন্ধকারের পর্দায় ছিল। এই কারণে, যে জিনিষ অধিক আলোকিত হয় উহাকে বলা হয়-

هو ابين من خلق الصبح

نكته নুকতা-

উলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন-উষার আলো উদয় হওয়ায় অন্ধকার দূরীভূত হয়। আনন্দের দ্বারা চিন্তা ভাবনা ও দুঃখ বেদনা বিদূরীত হয়।

এ সুরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাককে সেই আলোকের নিয়ন্ত্রনকারী ও অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করা রজনীর ঘাঢ় অন্ধকার রাশিকে বিদীর্ণ করতঃ দূরীভূত করে। এখানে এই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, অন্ধকার যতই ঘনীভূত হউক না কেন এবং তাহার অন্তরালে অনিষ্টকারী শক্তি যতই বেশি পরিমাণে লুকায়িত থাকুক না কেন। আল্লাহ পাকের শরণাপন্ন হইলে তাহার নূরের জ্যোতিঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া সেই অন্ধকার রাশিকে অপসারিত করিয়া দিবে।

حكايت হেকায়াত বা একটি কাহিনী-

হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম ও হজরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের কিস্সা বর্ণিত আছে যে, যখন হজরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে তাঁহার ভাইয়েরা কুপের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন তখন তিনি হাটুতে আঘাত লাগায় ব্যথা পাইয়াছিলেন। যার ফলে, হজরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সমস্ত রাত্রি ব্যথার কারণে অশান্তিতে কাটান। তিনি আরাম করিতে পারেন নাই। রাত্রি ভোর হইবার আগেই জিবরাঈল আমিন আগমন করতঃ হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে আরজ করেন; যেন তিনি সুস্থ হন এবং আরাম বোধ করেন। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলিলেন, 'হে জিবরাঈল! আপনি দোয়া করুন, আমি আমীন বলিব।' তখন জিবরাঈল আমিন দোয়া করিলেন এবং হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আমীন বলিলেন। তাহাতে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আরোগ্য লাভ করিলেন। আবার জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দোয়া করিতে বলিলেন। তিনি দোয়া করেন জিবরাইল আমীন, আমীন বলেন। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আরজ করেন, হে আল্লাহ! এই সময় যত লোক ব্যথায় ভুগিতেছে সকলেরই ব্যথা দূর করিয়া দাও। ইহাতে পরীক্ষিত প্রমাণ রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি রাত্রির প্রথমভাগে অসুস্থ থাকে সে ব্যক্তি শেষ রাত্রিতে আরাম বোধ করিয়া থাকে।

حكايت হেকায়াত বা একটি কাহিনী ঃ-

জনৈক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুলকে শ্যাম (সিরিয়া) হইতে তশরিফ আনয়ন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি আহলে জিম্মিদের (জিম্মি কাফের) একটি কুড়ে ঘর দেখিতে পাইলেন যাহাতে কোন আরম-আয়াশের ব্যবস্থা কিংবা নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় না। সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করিলেন-ইহার পিছনে কি

'ফালাক' নাই? প্রতি উত্তরে জিজ্ঞাসিত হইলেন যে, ফালাক কোন্ বস্তুর নাম। তিনি বলিলেন, জাহান্নামের একটি ঘরের নাম ফালাক, যার দরজা উন্মুক্ত করিলে জাহান্নাম বাসিদের চিৎকার বাহির হইয়া যাইবে।

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ তিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অপকার হইতে।

تفسير عالمانه আলেমানা তাফসীর ঃ-

সমুদয় সৃষ্টিকুল তথা সাকালাইন বা মানব ও জ্বিন জাতি এবং দরিন্দা-পরিন্দা অর্থাৎ পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সর্ব প্রকার অনিষ্টের সৃষ্টি নিশ্চয় যাহার অনিষ্ট ও অমঙ্গল হইতে আল্লাহ্ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করিতে আদেশ হইয়াছে।

মু'তাজেলা ফের্কার তৌহিদ-পরস্তীর নমুনাঃ-

মুতাজেলা সম্প্রদায় شر (শার্র)-কে আল্লাহর দিকে নিছবত করা নাজায়েজ ধারনা করে।

কেননা, তাদের আকীদা হইল আল্লাহ তায়ালা شر (শার্র)-এর স্রষ্টা নহেন। এই জন্যে তাহারা شر (মান্নুন) কে منون পড়ে এবং مَاخَلَقَ 'র মানাফীহ্ মানে। অথচ এই কেরাত সম্পূর্ণ বাতিল। আর মু'তাজেলা সম্প্রদায়ও বাতিল ও ভ্রান্ত ফেরকার অন্তর্ভূক্ত। ইহাদের ভ্রান্ত ধারনা কোরআনে কারিমের সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছে-

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْئٍ অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সমস্ত কিছুরই স্রষ্টা।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ এবং ঘন-ঘোর অন্ধকার রাত্রির অপকারিতা হইতে।

شر (শার্র) বা অনিষ্টতা ও অপকারীতাকে খাছভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু, ইহা হইতে বারংবার আশ্রয় চাওয়া দরকার, এই কারণে ইহা বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে। রাত্রির অনিষ্টতা যাহা ভয়ংকর অন্ধকারের মধ্যে আপতিত হয়। আর শফক্ব গায়েব অর্থাৎ আলোর আভা অদৃশ্য হওয়া মাত্রই রাত্রি আরম্ভ হয়। اِذَا وَقَبَ যখন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

আভিধানিক অর্থ

اَلْوَقْبُ (আল ওক্বাব) কোন জিনিস গোপন হইয়া যাওয়া। যেমন পাথর গোপন হইয়া যায় পানির মধ্যে।

وَقَبَ অর্থ دخل فى

ইহা হইতে وَقَبَتِ الشَّمْسُ অর্থ غَابَتْ সূর্য অস্তমিত হইয়াছে। وقب الظلم অন্ধকার দাখেল হইয়াছে। এখন

অর্থ হইতেছে যে, অন্ধকার যখন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দাখেল হইয়া যায়, ইহাতে এ বিষয়টি শর্তারোপ করা হইয়াছে।

এই জন্যে আধিকাংশ সময় شر (শার্র) ঐ সময়ে পতিত হয় এবং উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যে বলা হয় اخفى للويل (আল লাইল) الليل

কেননা, অন্ধকার যখন ভয়ানক বেশী হয় তখন হইতে অপকার বা অনিষ্ট বেশী হয়। কিন্তু, আশ্রয় কিংবা ক্ষমা প্রার্থনাকারী খুবই কম।

مسئله মাসআলা

যদি কেহ রাত্রিকালে হাতিয়ার নিয়া চলা ফেরা করে এবং অপরকেহ তাহার হাতিয়ার কাড়িয়া লইয়া তাহাকে হত্যা করে; তবে তাহার কেসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা) নাই। যদি দিনের বেলায় এইরূপ ঘটে তবে কেসাস্ ওয়াজিব হইবে। তাহা এই জন্যে যে, দিনের বেলা আশ্রয়কারী বেশী বেশী থাকে। আবার, ফাসাদকারী লোক রাত্রিতেই বেশী চলা ফেরা করে। অপরদিকে অনিষ্টকারী দুষ্ট জ্বিনসমূহ এবং অনিষ্টকর হিংস্রপ্রাণী, সাপ-বিচ্ছু, পোকা-মাকড় প্রভৃতি রাত্রিকালেই বাহির হয় ও চলাচল করিয়া থাকে।

حديث شريف হাদিস শরীফ

হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রির প্রথম অংশে সফরে যাইতে বারণ করিয়াছে, বাসন-পত্র ঢাকা রাখিতে এবং দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে এবং পানির মশকসমূহ বন্ধ রাখিতে, শিশুদের ঘর হইতে বাহির না হইতে আদেশ করিতেন।

ف উপকার

ইহা কেবল অনিষ্ট এবং বালা- মুছিবত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে।

حديث شريف হাদিস শরীফ

উম্মুল মুমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দুইটি হাত ধরিয়া আকাশের চাঁদের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, আল্লাহ পাকের নিকট ঐ চাঁদের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা, ইহা غَاسِق অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দেয় যখন ইহা অস্তমিত হয়। উহার অনিষ্ট ঐ অনিষ্টতা হইতেও রক্ষা পাওয়া দরকার যাহা মানুষের দেহের উপর ক্রিয়া করে। অর্থাৎ, ঐ আপদ যাহার কারণে, প্রকাশ হয় এবং দিনের বেলায়ও তার অনিষ্টতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ চন্দ্র পূজকরা দিনের বেলায় সূর্যের পূজায় লিপ্ত হয়।

কতক উলামা বলিয়াছেন যে, غَاسِق দ্বারা 'চন্দ্র' তাবির করা হইয়াছে, এই জন্যে যে চাঁদের শরীর অন্ধকার এবং ইহার আলো সূর্য হইতে। আবার চন্দ্র ডুবিয়া যায় শেষ রাত্রিতে ২৭/২৮/২৯ তারিখে কেবল অন্ধকারই প্রবল হইয়া থাকে। জ্যোতিষিরা ঐ রাত্রিসমূহকে দোষারোপ করিয়া থাকে। এই কারণে যে, এই তারিখ গুলোতে যাদু কররা কাহাকেও রুগ্ন বানাইতে যাদু করিত না। কথিত আছে, এই রাত্রি সমূহকে মন্দ বা দোষী জানিতে নাই।

অন্ততঃ চন্দ্র ডুবিয়া যাওয়ার কারণে এই সমস্ত বিষয় বুঝায়। জগদ্বিখ্যাত আরবী অভিধান "আল কামুছ" গ্রন্থে রহিয়াছে যে, غَاسِق জিকির এবং وقب বান্দার ইবাদতের জন্য কিয়াম করা বুঝায়। ইহাই হজরত ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহুম এক জামায়াতের অভিমত নকল (উদ্ধৃত) করা হইয়াছে।

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ এবং ঐ সমস্ত নারীদের অনিষ্ট হইতে যাহারা ফুৎকার দিয়া থাকে। অর্থাৎ ফুৎকারের অনিষ্ট হইতে।

اَلنَّفّٰثٰتِ النَّفْخ এর সঙ্গে সম্পর্ক ঐ ফুঁক যাহা মন্ত্র পাঠের সময় দেওয়া হয়। ইহা থুথু বাহির হয় না। যদি থুথু বাহির হয় তবে তাহা تفل তাফুল বলা যায়, فِى الْعُقَدِ গিরা বা গ্রন্থিসমূহ। এখন এই অর্থ হইল যে, ঐ সমস্ত যাদুকর নারীদের অনিষ্ট হইতে যাহারা সুতার গিরো বা গ্রন্থিসমূহে ফুঁক দিয়া থাকে।

হুজুর আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালামের উপর যাদুঃ-

হজরত ইবনে আব্বাস ও সাইয়্যেদা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহুম হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদী ছেলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিত। সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চিরুনী মুবারক হইতে কয়েক খানা কেশ মুবারক ঐ ইহুদীকে দিয়াছিল, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু করিত।

হেকমতের কথা

নখ কাটিয়া টুকরা করিয়া জমিনে দাফন করা যায়। তদ্রুপ, মাথা দাঁড়ির চুল কতক বা সম্পূর্ণ জমিনে দাফন করা যায়, যেন কেহ ইহা উঠাইয়া কাহারও উপর যাদু করিতে না পারে। লুবায়েদ বিন আছেম এক ইহুদী মেয়ে গিরোর উপর ফুঁকিত এবং উহা মাটির নীচে দাফন করিয়া রাখিত।

ফায়দা

'আইনুল মুনির' নামক কিতাবে আছে যে, উহা নদীতে দাফন করিত। উহার নাম

'জারোয়ান'ও বলা হয়। ইহার ফলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিমার (অসুখ) হইয়াছিল।

শানে নযুল বা নাযিল হইবার কারণ

বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছয় মাস অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন।

অতঃপর জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম 'মুয়াব্বিজাতাইন' অর্থাৎ সুরায়ে ফালাক্ব ও সুরায়ে নাস নিয়া আসিলেন। লোগাত আলমুয়াব্বিজাতাঈন' বিফাছবিল ওয়াও আল কামুস্ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যাদুর জায়গা, যে যাদু করিয়াছে এবং কেন করিয়াছে সেই দিয়াছেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলী মুর্তাজা এবং হজরত জোবায়ের ও হজরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকিলেন এবং তাহাদিগকে কুয়ার নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা ঐ কুয়ার নীচ হইতে খুঁদিয়া একটি পাথর বাহির করিয়া আনিলেন। ঐ পাথরের নীচে ছিল এক ভগ্ন চিরুনী যাহাতে সাতটি সুতা এগারটি গিরো ছিল। উহাতে একটি সুইও সংযুক্ত ছিল। উহা হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির করা হইল। অতঃপর হুজুরে পাক আলাইহিস সালাম 'মুয়াব্বিজাতাইন' সুরাহ দুইটি পাঠ করিলেন। এক একটি আয়াত পাঠ করিয়া ফুঁক দিতেই এক একটি গিরো খুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে উভয় সুরাহ শেষ পর্যন্ত পাঠ করা হইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং আরাম বোধ করিলেন।

হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম পাঠ করিতেন-

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ
وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ عَيْنٍ وَحَاسِدٍ

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালার নামে পাঠ করিতেছি (ফুঁকিতেছি) আল্লাহ তায়ালাই আপনাকে আরোগ্য দান করিবেন, ঐ সমস্ত বস্তু হইতে যাহা আপনাকে কষ্ট দিয়া থাকে।

এইজন্যে, কালামুল্লাহ শরীফ হইতে কিছু পাঠ করতঃ ঝাড়-ফুঁক দেওয়া শরীয়ত সম্মত। কিন্তু আল্লাহ ও রাসুলের বাণী ব্যতীত ইবরানী, সুরইয়ানী কিংবা হিন্দি প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ কোনক্রমেই জায়েজ নাই। যদি ঐ সমস্ত ভাষার অর্থ না জানা থাকে বা দূর্বোধ্য হয়, অথবা ঐ সমস্ত শব্দ যাহাতে শির্ক রহিয়াছে। এবং যাহার মধ্যে কোন প্রকার এতেকাদ না হইবে।

যাদুকরকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আরজ করিলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কি ঐ খবিসকে (যাদুকর) কাতল করিব না? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা সুস্থতা দান করিয়াছেন। এখন আমি চাইনা যে, মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হউক।'

سِيْرَةُ النَّبَوِىْ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

সিরাতুন নবুবী আলা সাহেবুহা আসসালাতু ওয়াস্‌সালাম।

উম্মুল মুমেনীন হজরত সাইয়্যেদা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা বলিয়াছেন যে, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য বদলা লওয়া বা প্রতিশোধ গ্রহণ করা পছন্দ করিতেন না। এবং হুজুরে পাক আলাইহিসসালাতু ওয়াস সালাম কাহারও উপর নারাজও হন নাই। হুজুরে পাক যদি নারাজ (অসন্তুষ্ট) হইতেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন তবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যেই। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের (কার্য-কলাপে) প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন।

হুজুর সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর গুণে গুণান্বিত। কেননা, হুজুরে পাক মজহারে জাতে জুল্ জালালে ওয়াল ইক্‌রাম।

ফায়দা

কতক উলামা বলিয়াছেন যে, نَفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ দ্বারা বুঝায় সম্মান হানিকর বা অসম্মান জনক কিছু যাহা দ্বারা মানুষ চক্রান্ত করতঃ ক্ষতিগ্রস্থ করা যায়।

নাফ্‌ফাছাতের দ্বারা নারী জাতি বুঝায়। যাহা দ্বারা বদ স্বভাবের নারীদের স্বভাব ও রীতি নীতির প্রতিও ইশারা করা হইয়াছে। উহারা নিজ নিজ স্বামীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে নানা-প্রকার ছলনা ও চক্রান্ত দ্বারা তাহাদের সৎকাজে ও ধ্যান-ধারনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে তৎপরতা চালায়। ইহাতে ঐ সমস্ত রমনীগণ অন্তর্ভূক্ত নহেন, যাহারা নিজ নিজ স্বামীর ধর্মীয় কাজ ও সদাচারের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। এখন, আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়াইল যে, পুরুষলোকের দীলের মধ্যে নারীর ভালবাসা স্থায়ী হওয়ায় নারীগণ পুরুষদিগের উপর কু-প্রভাব ফেলিয়া তাহাদিগকে সৎকার্য হইতে দূরে সড়াইয়া রাখে এবং অসৎ কার্যের প্রতি অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিয়া থাকে। এইহেতু, আল্লাহ তায়ালা ঐ প্রকৃতির নারীদের অপকর্ম হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। যাহাতে, আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত সতর্কতা অবলম্বন করে।

যাদু কি?

মোতাজেলা সম্প্রদায়ের মতে যাদু বলিতে কিছুই নাই। ইহা একটি কল্পনা মাত্র। এইজন্যে, কতক বদ-মজহারের লোক অর্থাৎ বাতিলপন্থী যাদুকে অস্বীকার করিয়া

থাকে। আবার কতিপয় বাতিল পন্থী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাদু সম্পর্কীত হাদিসসমূহও অস্বীকার করিয়া থাকে।

وَ الْبَشَرُ حَقٌّ বাশার সত্য

হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাশারিয়্যাতে মুস্তাফা সত্য। বাশরিয়াত মুবারক অনুসারে এবং ইনসানিয়াত মুবারক অনুসারে মানবীয় চাহিদা যেমন স্বাভাবিক ছিল তেমনই ছিল দুঃখ বেদনা ইত্যাদির অনুভূতি। অর্থাৎ, হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবিক গুণাবলী ও চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য মানুষের মতই ক্ষুধা তৃষ্ণা, পানাহার, পেশাব-পায়খানা এবং হায়াত-মউত ইত্যাদির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতেন বটে। কাজেই, যাদুর প্রভাবও অনুরূপ কার্যকর বুঝিতে হইবে। তবে, যাদুর মাধ্যমে যাদুকরদের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া যে কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে, ইহা বাস্তব ও স্বীকার্য। উল্লেখ্য যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে, হুজুরে পাকের বাশারিয়াত মুবারকের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মানুষের ন্যায় পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত আলাইহিসালাতু ওয়াস্‌সালামের যাবতীয় গুণাবলী-ই সুমহান, অনুপম এবং অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের আধার।

আলোচনা সম্মুখে পেশ করা হইবে। ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতানুসারে ইহা এক প্রকার রোগ বা ব্যাধি। যেমন, জ্বলন্ত কয়লা মুখে রাখিবার পর মুখ হইতে এক ধরনের ধোঁয়াযুক্ত হাওয়া নির্গত হয়; উহার ফুঁক (কু-প্রভাবযুক্ত) যাহার উপর পতিত হয় সেই যাদুগ্রস্থ হয়। রুহুল বয়ান শরীফ প্রণেতা বলেন-আমাদের মতে, যাদু এমনই এক দ্রুতগতি সম্পন্ন ভঙ্গি (নড়চড়) এবং সূক্ষ্মতম কাজ যাহা বুঝিতে পারা বড়ই মুশকিল।

مسئلہ মাসআলা

কেহ কেহ বলেন- যাদু এক প্রকার ভেল্কিবাজি স্বরূপ বিশেষ প্রভাব লক্ষ্যবস্তুর উপর নিপতিত হয়; যেমন ফেরাউনের যাদুকরদের লাঠিসমূহের তৈলের উপর সূর্যের প্রভাব (আকর্ষণ) পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

মোতাজেলা পারভেজি ভাই ভাই

মোতাজেলা সম্প্রদায়ের অনুরূপই হইল পারভেজি ও চকড়ালুভী সম্প্রদায় (৭২ বাতিল দলের অন্তর্ভুক্ত)। অর্থাৎ, ইহারাও ঐ সমস্ত হাদিস শরীফের রেওয়ায়েতের মুনকির (অমান্যকারী) যাহাতে হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু করার বিবরণ রহিয়াছে।

প্রশ্নঃ- "কাশফুল আসরার" নামক গ্রন্থে আছে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদুর আছর (প্রভাব) কার্যকর হইবার মূলে কী

এমন রহস্য নিহিত রহিয়াছে?

আল্লাহ তায়ালা মক্করবাজের মক্করবাজিকে কেমন করিয়া হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর কার্যকর হইতে বা প্রভাব বিস্তার করিতে দিলেন? যাদুকরের যাদুর প্রভাবকে, মক্করবাজের মক্করবাজি বা প্রবঞ্চনাকে কী হেতু বাতিল বা নস্যাৎ করিয়া দিলেন না?

উত্তর ঃ ইহাতে হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদাক্বাত ও মু'জেজাত অর্থাৎ তদীয় রেসালাতের সত্যতা প্রতিপাদন এবং আলৌকিক ক্ষমতা ও ক্রিয়াকর্মের সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে প্রকাশ করাই ছিল মূখ্য উদ্দেশ্য। কেননা, কুফ্ফার ও মুশরেক সম্প্রদায় হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদুকর কিংবা গণক (ভবিষ্যৎ বক্তা) বলিয়া ধারনা পোষণ করিত এবং হুজুরে পাকের প্রতি যাদু বা গণক বৃত্তির অপবাদও প্রদান করিত। অথচ সেই যাদুই হুজুর সরকারে দো-আলমের উপর আছর করিল। অতঃপর, যাদুকরের আমল হুজুরে পাকের দেহ মুবারকে যথারীতি কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিল। এই বিষয়ে হুজুরে আনোয়ারকে কিছুই অবগত করান হয় নাই এবং হুজুরে পাক নিজেও তাহাতে মনোনিবেশ করেন নাই। ঐ সময় পর্যন্ত যখন হুজুরেপাক আল্লাহ'র দরবারে প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। অতঃপর, হুজুর সরকারে দো-আলমকে যাদুর ব্যাপারটি অবগত করান হয়।

কাফের মুশরেকদের ধারনা ও উক্তি অনুযায়ী রাসুলে পাকের মু'জেজাসমূহ তথা অলৌকিক ক্ষমতা ও অস্বাভাবিক কার্যাবলী (যাহা তাদের গোচরীভূত হইত; সত্যই যদি যাদুর ন্যায় কিংবা উহার সমতূল্য হইত), (মাআজাল্লাহ) তবে হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবতঃই তাহা অবগত হইতেন। যেহেতু, প্রত্যেক বিষয় উহার বিশেষজ্ঞ ও পারদশীতার নিকট সুস্পষ্ট, সুবিদিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, হুজুরে আনোয়ারের মুবারক বাশারিয়াতে চক্রান্তকারীদের যাদুর ক্রিয়া আপাততঃ আছর করিলেও নূরানী দেহ মুবারকে প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। মুবারক জ্ঞান-বুদ্ধির উপর তথা নবুওয়ত রেসালাতের উপরতো প্রশ্নই চলিতে পারে না।

অতএব, ঘটনার প্রেক্ষিতে একথা দিবা লোকের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, কুফ্ফারদের মিথ্যা ধারনা ও উক্তি তথা চক্রান্ত ও দূরভিসন্ধি সবই নিষ্ফল ও ব্যর্থতায় পর্যবষিত।

নুকতাঃ সূক্ষ্মকথা

হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য বিবিগণ ব্যতীত কেবল উম্মুল মুমেনীন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকেই সর্ব

প্রথম এই খবর অবগত করিয়াছেন। কারণ, কতক লোকের ধারণা ছিল যে, (মাআজাল্লাহ) যাদু হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পক্ষ হইতে হইয়াছে।

سحر کی اطلاع 'যাদু'র খবরঃ

ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামর হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক কয়েকদিন বাধা প্রাপ্ত হন। এক রাত্রিতে নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় রাসুলে পাকের নিকট দুইজন ফেরেশতা আগমণ করেন। এক ফেরেশতা হুজুরে আনোয়ারের শীর মুবারকের পার্শ্বে এবং দ্বিতীয় ফেরেশতা কদম মুরাবকের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। প্রথম ফেরেশতা যিনি শীর মুবারকের পার্শ্বে ছিলেন কদম আকদাসের উপবিষ্ট ফেরেশতাকে তাহার অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ফেরেশতা দ্বিতীয়জন উত্তরে বলিলেন-যাদু। প্রশ্ন করিলেন যাদু কে করিয়াছে? উত্তর হইল লবীদ আলম নামক ইহুদী। পুনরায় প্রশ্ন করা হয় যাদুর। ক্রিয়া কোথায় করা হইয়েছে? ফেরেশতা উত্তরে বলিলেন অমুক স্থানে কুপের নীচে পুনরায় ইহার চিকিৎসা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে ফেরেশতা উত্তরে বলিলেন ঐ কুপের পানি সিঁচিয়া ফেলিলে পানির নীচে একটি পাথর পাওয়া যাইবে। উক্ত পাথরটি উল্টাইলে যাদু-ক্রিয়ার সরঞ্জামাদি বাহির হইয়া আসিবে। অতঃপর, হুজুর সরকারে দো-আলম হজরত আলী মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে পাঠাইলেন। তিনি উক্ত কুপের পানি সিঁচিয়া পাথরটি উঠাইলেন এবং উহার নীচ হইতে খেজুরের কচি পাতার তৈরী একটি থলি উদ্ধার করিলেন। ইহার মধ্যে ছিল, হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চুল মুবারক, যাহা চিরুনী হইতে বাহির হইয়াছে। হুজুরে আনোয়ারের চিরুনী মুবারকের কয়েকখানা দাঁত ও একটি চামড়ার সুক্ষ্ম রশি (ধনুকের রশি) যাহাতে এগারটি গ্রন্থি বা গিরো দেওয়া হইয়াছিল। আর একটি মোমের তৈরী পুতুল যাহাতে এগারটি সুই গাঁথা ছিল। এই সমস্ত সরঞ্জামাদি বাহির করিয়া হুজুরে পাক আলাইহিসসালাতু ওয়াসসাল্লামের দরবারে উপস্থাপন করা হইল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তায়ালা এই সুরাহ দুইটি নাযিল করিলেন। সুরাহদ্বয়ের আয়াতের সংখ্যাও এগার। সুরাহদ্বয়ের এগার আয়াত পাঠ সমাপন করিবা মাত্রই গ্রন্থিসমূহ খুলিয়া গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠেন। ইহার বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত আছে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের শরীর মুবারকে কোন প্রকার অসুস্থতা অনুভব করিতেন, তখন সুরায়ে ইখলাস (আশ্রয় প্রার্থনা জ্ঞাপক)

সুরাহ সমূহই পাঠ করিয়া ফুঁক দিতেন-অর্থাৎ, সুরায়ে ফালাক ও নাস পাঠ করতঃ ডাইন হাত মুবারকে ফুঁক দিয়া যথাস্থানে বুলাইতেন।

তাফসীরে সুফীয়ানা

ইহাতে ইশারা হইতেছে, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এবং শয়তানী প্ররোচনা যাদু-মন্ত্রের কু-প্রভাবের প্রতি যাহা পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও পবিত্র দীল বা অন্তঃকরণের দৃঢ় বিশ্বাসের উপর জ্ঞান পাপীদের জ্ঞান-পাপ বা বুদ্ধি ভিত্তিক পাপ কর্মের অপবিত্র পঙ্গিলতা এবং সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রবঞ্চনামূলক ফুৎকার করিতে থাকে (আল্ ইয়াজু বিল্লাহ!)।

তাফসীরে আলেমানা

وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

অর্থঃ- এবং হিংসুকের অনিষ্ঠ হইতে যখন সে আমার প্রতি হিংসা পরায়ন হয়-জ্বালাতন করে। 'হাসাদ'-এর উপর ওয়াক্‌ফে কর। ইহার পর 'আল্লাহু আকবার'-তাকবির ধ্বনি করিতে হয়। এই জন্যে যে, ওয়াছলের হালাত বদ-গুমানী হইতে খালি নহে। অর্থাৎ, যখন উহা হিংসুকের সীনা (বা বক্ষঃস্থল) হইতে হিংসার ফলে প্রকাশ হইয়া যায়, আর ঐ আমল যাহা হিংসার পাত্রকে কথা ও কাজের দ্বারা জ্বালাতন করিবার নিমিত্ত ভূমিকা পালনের পদ্ধতি বা অপ-কৌশল স্বরূপ (আলইয়াজু বিল্লাহ-আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিতেছি)।

(১৪৭)------- নুক্‌তাঃ একটি সূক্ষ্ম কথা

ইহাতে মুকাইয়্যাদ বা অভিযুক্ত করার মধ্যে ইশারা হইতেছে যে, হিংসার অনিষ্টতা স্বয়ং হিংসাকারীকে পরিবেষ্টন করিয়া লয়, অপরকে নহে।

প্রশ্ন ঃ- 'আলকাশ্বাফ'-এর মধ্যে রহিয়াছে যে, আয়াতে কারিমায় আশ্রয়-প্রার্থনার বিষয়বস্তু কতক মা'রেফা বা নির্দিষ্ট এবং কতক নাকেরা বা অনির্দিষ্ট; ইহার কারণ কি ?

উত্তর ঃ- (১৪৮)---------- (আন্নাফ্‌ফাছাত) কে এই কারণে মা'রেফা বা নির্দিষ্ট লওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক (১৪৯)---------- বা ফুৎকারকারী মন্দ ও অনিষ্টকারী হইয়া থাকে এবং (১৫০)---------- বা আচ্ছাদনকারীকে নাকেরা বা অনির্দিষ্ট এই জন্যে যে, প্রত্যেক (১৫১)---------- বা আচ্ছাদনকারী মন্দ ও অনিষ্টকর হয় না। কতিপয়ের মধ্যে অনিষ্টতা পাওয়া যায় এবং কতিপয়ের মধ্যে নহে। অনুরূপভাবে, প্রত্যেক হাসেদ বা হিংসাপরায়নের মধ্যে মন্দ ও অনিষ্টতা থাকে না। বরং কোনও কোন হিংসার মধ্যে কল্যাণ ও উপকারিতা নিহিত থাকে। যেমন-উত্তম কিছু লাভ করিতে প্রতিযোগিতা সহকারে চেষ্টা করা।

ফায়েদা বা উপকারিতা

হাসেদ বা হিংসুক হিসাবে কাবিলকে ধারনা করাও জায়েজ বা সংগত। কেননা সে তাহার ভাই হাবিল-এর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়াছিল।

মাসআলাঃ অপরের মঙ্গলাদি দেখিয়া আফসুস করাও হাসাদ বা হিংসা যাহাকে পরশ্রীকাতরতা বলা হয়।

'ফতহুর রহমান' গ্রন্থে আছে-কাহারও ধন-সম্পদের অনিষ্ট কামনা করা; অথচ সে আল্লাহর অনুগ্রহে সে সম্পদের ন্যায্য হকদার, উহা অবশ্যই হাসাদ বা হিংসা-বিদ্বেষ। হউক না সে সম্পদ দ্বীনি (ধর্ম সম্পর্কিত) কিংবা দুনিয়াবী (পার্থিব)

১নং হাদিস শরীফ ঃ- মুমিন-মুসলমান শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন; আর মুনাফিক হিংসা পোষণ করে।

২নং হাদিস শরীফঃ হিংসা জিন্দেগীর যাবতীয় নেক-আমল অর্থাৎ পূর্ণকর্মসমূহ গ্রাস করিয়া ফেলে। যেমন-অগ্নি শুষ্ক কাঠকে জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে।

ফায়দা

সর্ব প্রথম যে গোনাহের কর্ম হইয়াছিল উহা আসমানের উপর সংগঠিত হইয়াছিল। এবং উহা ছিল এহেন হিংসা যাহা ছিল ইবলিস কর্তৃক হজরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি। এই হিংসার পরিনামে হজরত আদম আলাইহিস সালামকে বেহেশত হইতে অবতরণ করিতে হইল। আর ইবলিস মরদুদ, শয়তান বনিয়া বিতাড়িত হইয়া দুনিয়ায় আসিল।

আর দুনিয়ার বুকে এই মারাত্মক গোনাহের কর্ম সর্বপ্রথম কাবিল করিয়াছিল, আপন ভ্রাতার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতঃ। আর ইহার শেষ পরিণতিতে আপন ভাইকে হত্যা করিল।

হজরত হোসাইন ইবনুল ফজল রাহেমাহুল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন- আল্লাহ্ তায়ালা এ সুরায় অনিষ্টকর বিষয়বস্তুর আলোচনার শেষে হাসাদ বা হিংসা প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। যাহাতে এ বিষয় সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত ও প্রমানিত হয়। হিংসা-বিদ্বেষের চরম পরিণতি কি রকম এবং সংক্রামক ব্যাধি সমতূল্য; এই হিংসা হইতে মানুষ যেন সহজ উপায়ে পরিত্রাণ পাইতে সমর্থ হয়।

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা ফরমাইয়াছেন ঃ-

اگر در عالم از حسد بد تر * ختم ایں سورہ بدان کردے

حسد آتشی دان کہ چوں بر فروخت * حسود لعبن را ہماں لخطے سے

گرفتم بصورت ہمہ دین شوے * حسد کے گزارد کہ حق بیں شوے

অর্থ ঃ-

১। যদি এই দুনিয়ায় হিংসার চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি কিছু থাকিত তবে, এই সুরাই উহার দ্বারাই শেষ করা হইত।

২। হিংসা একপ্রকার অগ্নিতুল্য, যখন উহাকে জ্বালান হয়; তখন উহা অভিসপ্ত হিংসুককে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দেয়।

৩। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কেহ যদি পূর্ণ ধার্মিক হইতে চায় তবে যেন হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে; এবং সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

تفسير صوفيانه সুফীয়ানা তাফসীর

ইহাতে নফছে আম্মারা বা কু-প্রবৃত্তির প্রতি ইশারা হইতেছে, যখন উহা অন্তরে পোষণ করা হয়। এবং উহার লক্ষ্য হইতেছে যেন অন্তরের নূর জ্বলিয়া যায় এবং অধঃপতন ঘটাইয়া কুফুরীতে পতিত করিতে সচেষ্ট হয়; যাহাতে আল্লাহর নেয়ামতের হ্রাস ও বিলুপ্তি ঘটে।

فضيلت معوذتين ফজিলতে মুয়াব্বাজাতাইন

হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উতবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলিলেন-'তুমি কি দেখ নাই যে, অদ্য রজনীতে কতিপয় আয়াত নাজিল হইয়াছে যাহা তুলনাবিহীন? যথা-কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউজু বিরাব্বিন্ নাস্।

ফায়াদা ঃ উপকারিতা

اَلَمْ تَرَ (আলাম তারা) তুমি কি দেখ নাই; এ কথা আশ্চর্য্যবোধের বাক্ রীতি স্বরূপ কথিত হয়। অতঃপর, আশ্চর্য্যবোধের কারণ বর্ণনা করা হয়। যেমন-বর্ণিত দুইটি সুরার প্রত্যেক আয়াতেই তাহা রহিয়াছে। আর এ উভয় সুরাহ ব্যতীত অন্য কোন সুরায় অনুরূপ বর্ণনা নাই।

ফায়দা

হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, মুয়াব্বেজাতাইন্ সুরাহদ্বয় কোরআনের অংশ। ইহাতে হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র উক্তির রদ(প্রতিবাদ) হইতেছে যাহা তাহার প্রতি নিছবত করিয়া বলা হইয়াছে যে মোয়াব্বেজাতাইন কোরআনের অংশ নহে।

মাসআলা

'আইনুল মাআনীতে' রহিয়াছে যে, "বিশুদ্ধ অভিমত ইহাই যে, মুয়াব্বেজাতাইন কোরআনের অংশ।

প্রশ্নঃ- হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে এ উভয় সুরাহ কোরআনের অংশ হইবার ব্যাপারে অস্বীকৃতির কারণ কি?

উত্তর ঃ- হজরত ইবনে মাসউদের প্রতি নিসবতই গলত্ব। কেবল তাহার মাসহাফ এর মধ্যে উক্ত সুরাহ্ দ্বয় উল্লিখিত না থাকায় উহা অস্বীকার প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ, হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ উভয় সুরাহ কোরআনের অংশ নহে একথার পক্ষপাতি ছিলেন না।

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ - مَكِّيَّه

সুরাহ ইখলাস

১১২ নং- সুরা, (মক্কী) - আয়াত -৪- রুকু-১

(১৫৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

অর্থ :- (হে নবী) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ তিনি একক সত্তা। আল্লাহ পরমুখাপেক্ষী নহেন । তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই, এবং তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। বস্তুত: তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। পরম করুনাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি ।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

হে প্রিয়নবী ! আপনি বলুন আল্লাহ এক ও অনন্য - (যাহার দ্বিতীয় নাই)।

শানে নুযুল বা নুযুল প্রসংগ

বর্ণিত আছে যে, আরবের একদল মুশরেক আসিয়া হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল আপনার প্রভুর কিছু ছিফাত বা গুণাবলীর বর্ণনা করুন। ইহারা অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আল্লাহ পাক তাবারাক ওয়া তায়ালা সম্পর্কে কিছু অশোভন ও অলীক প্রশ্নও উত্থাপন করিয়াছেন - অর্থাৎ আপনার প্রভু কিরুপ, তিনি কি কি পানাহার করেন, তিনি কাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন; এবং তাঁহার অবর্তমানে কে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে আর তিনি কোথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন-ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু এই সুরা নাযিল করত: স্বীয় পরিচয় ও গুনাবলী কালামে ইলাহীর মাধ্যমেই বর্ণনা করেন।

সুফীয়ানা ব্যাখ্যা صوفيانه معنى

হজরত কাশানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলিয়াছেন যে, সুফীয়ানে কেরামের নিকট জাত বা সত্তা হইল

مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ এর ইছিম,

অর্থাৎ ঐ জাতে পাক যাহা সদা সর্বদা হক। যেমন আল্লাহ পাক জাল্লা জালালুহু ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু ইরশাদ করিয়াছেন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (কোল্ হুয়াল্লাহু আহাদ) اِنَّ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (ইন্না ইলাহুকুম ইলাহুঁও

ওয়াহিদ) নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভু এক ও অনন্য।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ (আল্লাহুস্ সামাদ) আল্লাহ পাক বে -নেয়াজ مبتدا - خبر ফেইল বমানি মাফউল। যেমন - কবজ বমানি মাকবুজ।

সাহেবে রুহুল বয়ান শরীফ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, একদা এশরাকের নামাজের পর এক ফকীরের বাতেনী যবানে বে-এখতিয়ার নিম্নলিখিত কালেমা সমূহ বাহির হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হইল যেন আমি তাহা পাঠ করি । কালেমা সমূহ এই ঃ- ازلى - ابدى - احدى - صمدى আযালী, আবাদী, আহাদী, সামাদী। অর্থাৎ, আমার আল্লাহ আযালী, আবাদী, আহাদী সামাদী।

لَمْ يَلِدْ **(লাম্ ইয়ালিদ)**- আল্লাহপাক কাহাকেও জন্ম দেন নাই। কুফ্ফার ও মুশরিকীনদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল ফেরেশতা খোদা তায়ালার কন্যা সন্তান এবং হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম খোদার পুত্র। সুরায়ে ইখলাস নাযিল হওয়ায় এ আয়াতে কারিমায় বেদ্বীন ও কুফ্ফারদের স্পষ্ট প্রতিবাদ হইল। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু কাহাকেও জন্ম দেন না বা জন্ম দেন নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক সোব্হানাহু ওয়া তায়ালা কাহারও হাম্জিন্স্ বা একজাত নহেন-অর্থাৎ আল্লাহ পাক স্বয়ং স্বয়ম্ভু, স্বনির্ভর। এইহেতু, তিনি কোন কিছুর সমগোত্রীয় নহেন তাঁহার কোন জোড়া নাই, তিনি অদ্বিতীয়, একক ও অনন্য পরওয়ারদেগার জাল্লা শানুহু, আল্লাহ পাক বে-নেয়াজ-পরমুখাপেক্ষী নহেন যে, তাঁহাকে কেহ সাহায্য করিতে হইবে। আল্লাহ পাকের কোন কিছুর প্রয়োজনও নাই। আল্লাহ পাকের জন্ম মৃত্যু, লয়-ক্ষয় বলিতে কিছুই নাই। ফেরেশ্তাদের জন্ম-মৃত্যু আছে। হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালামেরও জন্ম-মৃত্যু আছে।

প্রশ্নঃ- এই স্থানে, এ আয়াতে বলা হইয়াছে لَمْ يَلِدْ (লাম ইয়ালিদ) এবং বনি ইসরাঈলরা বলিয়াছে لَمْ يَتَّخِذْ (লাম ইয়াত্তাখিজ) ইহার কারণ কি?

উত্তর ঃ নাসারা বা খৃষ্টান সম্প্রদায় দুই দলে বিভক্ত। এক দল বলিয়া থাকে যে, হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহপাকের প্রকৃত সন্তান।

لَمْ يَلِدْ (লাম ইয়ালিদ) -এর মধ্যে ইহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় দল দাবীকরে যে, আল্লাহ তায়ালা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে মৌখিকভাবে সন্তান বানাইয়াছেন তাঁহার সম্মান এবং বুজুর্গীর কারণে। যেমন- হজরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে তাঁহার সম্মান ও মর্যাদার কারণে তাঁহাকে

'খলীল' বানাইয়াছেন। দ্বিতীয় দলে প্রতিবাদে কালামে পাকে ইরশাদ হইয়াছে لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا (লাম্ ইয়াত্তাখিজু ওয়ালাজা) আল্লাহ তায়ালা কোনও সন্তান গ্রহণ করেন নাই।

وَلَمْ يُوْلَدْ (ওয়ালাম্ ইউলাদ্)

অর্থ ঃ এবং তিনি কাহারও জাত নহেন-অর্থাৎ আল্লাহপাক কাহারও হইতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। জন্মদান কিংবা জন্ম গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর শানে উলুহিয়াতের মধ্যে নাই। উহা মহাল বা অসম্ভব।

ফায়দা-উপকারিতা

কাশফুল আস্‌রারের মধ্যে আছে لَمْ يَلِدْ (লাম ইয়ালিদ) মুকাদ্দাম বা অগ্রবর্তী আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ, এই বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কারণে যে, কুফ্‌ফাররা দাবী করিত যে, আল্লাহপাকের সন্তান আছে। কিন্তু তাহাদের এই দাবী ছিলনা যে, তিনি কাহার জন্ম। ফারসী তাফসীরে উল্লিখিত আছে যে, لَمْ يَلِدْ (লাম ইয়ালিদ)-এর মধ্যে ইহুদীদের প্রতিবাদ হইয়াছে। কেননা, ইহুদীরা বলিত হজরত উজাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র (নাউজুবিল্লাহ্) এবং وَ لَمْ يُوْلَدْ (ওয়ালাম্ ইউলাদ)-এর দ্বারা নাসারা বা খৃষ্টানদের ভ্রান্ত আক্বীদার রদকরা হইয়াছে, বাতিল ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের অন্যতম বাতিল ধারনা হইল-God the Holy son-অর্থাৎ, ঈসা আলাইহিস্‌সালাম খোদা। (নাউজুবিল্লাহ্)

ফায়দা উপকারিতা

হজরত আবুল্লাইস আনসারী আলাইহির রাহমাত বলিয়াছেন لَمْ يَلِدْ অর্থাৎ তাঁহার কোন সন্তানাদি নাই যে, তাঁহার ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) হইবে এবং وَلَمْ يُوْلَدْ অর্থাৎ, তাঁর কেহ পিতা নাই যে, তিনি কাহারও ওয়ারিস (উত্তারাধিকারী) হইবেন।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুআন আহাদ)

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক জাল্লাশানুহুর সমকক্ষ কেহই নাই। হজরত কাশাফী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করিয়াছেন যে, এ আয়াতে কারিমায় মাজুছী বা অগ্নিপূজক এবং আরবের মুশরিকদের রদ বা প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কেননা, ইহারা বলিত 'আল্লাহ পাকের সমকক্ষ আছে।' নাউজুবিল্লাহ! মুফাসসেরীনে কেরাম ফরমাইয়াছেন- এই সুরার প্রত্যেকটি আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীর হইতেছে। যথা-কেহ যদি বলে هو কে? তখন তুমি বলিবে احد (আহাদ)। আবার যদি প্রশ্ন করে احد কে?

তখন তুমি বলিবে صمد (সামাদ), যদি প্রশ্ন করে صمد কে? তখন উত্তর দিবে لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ)।

আবার যদি জিজ্ঞাসা করে لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ কে? তখন উত্তরে বলিবে وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুআন্ আহাদ)।

عجائبات التفاسير

কতক উলামা বলিয়াছেন- এর কাশ্‌ফ هو এবং عارفين الله (মুয়াহ্‌হেদীন) গনের কাশ্‌ফ موحدين (আরেফনী) দিগের কাশ্‌ফ احد আর উলামা গণের কাশ্‌ফ لم يلد (লাম ইয়ালিদ)। صمد জ্ঞানীগণের কাশ্‌ফ لم يولد (লাম ইউলাদ)-এর মধ্যে তাওহীদুল আওয়াম অর্থাৎ সাধারণ একত্ববাদের প্রতি ইশারা করা হইতেছে। উক্ত সুরাহ নিঃসন্দেহে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের অস্তিত্ব ও সুমহান গুণাবলীর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

হাদিস শরীফ ঃ- হাদিস শরীফে ইরশাদ হইয়াছে যে, সুরায়ে ইখলাস কোরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান।

সুরায়ে ইখলাসের ফজিলত

একদা হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সুরায়ে ইখলাস পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন وَجَبَتْ অর্থাৎ ওয়াজিব হইয়াছে। তখন এক ব্যক্তি আরজ করিলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্! কি ওয়াজিব হইয়াছে ? হুজুরে পাক উত্তরে বলিলেন وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ অর্থাৎ তাহার জন্য বেহেশ্‌ত ওয়াজিব হইয়াছে।

হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন সাত আসমান ও সাত জমীনের বুনিয়াদ বা স্তম্ভ (খুটী) সুরায়ে ইখলাস। অর্থাৎ , আসমান জমীনের সৃষ্টি আল্লাহ পাকের তাওহীদ এবং তাহাঁর মারেফাত (পরিচিতি) এবং তাঁহার সুমহান গুনাবলীর দলীল বা প্রমানের জন্যে। আর যাহা কিছু সৃষ্টি জগতে রহিয়াছে এই সুরায় সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে।

হজরত সোয়াইল বিন সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুজুর সারোয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আক্বদাসে এক ব্যক্তি হাজির হইয়া তাহার নিজের অভাব অনটনের অভিযোগ করিলেন। তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন যখন তুমি নিজের ঘরে প্রবেশ কর তখন প্রথম اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলিবে; তারপর আমার উপর

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ (আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু) পাঠ করিবে, তারপর তিন বার সুরায়ে ইখলাস (ক্বোল্ হুয়াল্লাহু আহাদ) পাঠ করিবে উক্ত সাহাবী এই আমল করিলেন। অত:পর, আল্লাহ পাক তাহার উপর রিযিকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার অভাব-অনটন দূর করিলেন এবং এক ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়া গেলেন, তাহাঁর ধন-সম্পদের দ্বারা প্রতিবেশীরাও যথেষ্ঠ উপকৃত হইতে লাগিল (সাআদাতে দ্বারাইন)।

وظيفهٔ سورهٔ اخلاص ঃ সুরায়ে ইখলাসের ওজিফা

হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন ঃ-

مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ اَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً لَمْ يَلْحَقْهُ ذَنْبٌ

অর্থ ঃ- যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর ১১ (এগার)বার সুরায়ে ইখলাস পাঠ করিবে, সে গোনাহগার হইবে না; যদিও শয়তান চেষ্টায় থাকে।

حديث شريف হাদিস শরীফ

ايعجز احدكم ان يقرأ القران فى ليلة واحدة فقيل يارسول الله

من يطيق ذالك قال ان يقرأ قل هو الله احد ثلاث مرات

অর্থঃ- তোমাদের মধ্যে কি কেহ এক রাত্রে পূর্ণ কোরআন খতম করিতে সক্ষম নহে? জনৈক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! এই শক্তি কাহার আছে। হুজুরে পাক ইরশাদ করিলেন, 'শুধু ক্বোল হুয়াল্লাহু আহাদ (বা সুরায়ে ইখলাস) তিন বার পাঠ করিবে, তবেই পূর্ন কোরআন খতমের ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে।

হাদিস শরীফ

হজরত মাবিয়া ইবনে মাযানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জানাযা মদীনা শরীফে এবং হুজুর সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবুকে অবস্থান করিতেছেন। এই সময় হজরত জিবরাঈল আমিন তবুকে হাজির হইয়া আরজ করেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! মদীনা মুনাওয়্যারায় হজরত মাবীয়া বিন মাযানী ইন্তেকাল করিয়াছেন; যদি আদেশ করেন তবে জমীনকে উল্টাইয়া আনিয়া আপনার সম্মুখে হাজির করিব, এবং আপনি তাহার জানাজার নামাজ পড়িবেন। হুজুরে পাক আলাইহিসালাতু ওয়াস্‌সালামের অনুমতি পাইয়া জিবরাঈল আমীন তাহার পাখা জমীনে মারিলেন এবং হজরত মাবিয়া ইবনে মাযানীর জানাজা হুজুরে আনোয়ার আলাইহিস সালামের সম্মুখে হাজির করিলেন। হুজুরে পাক তাঁহার জানাযার নামাজ পাঠ করিলেন। হুজুরে পাকের পিছনে দুই কাতার ছিল ফেরেশতাদের। প্রতি কাতারে ফেরেশতাদের সংখ্যা ছিল ৭০ (সত্তর) হাজার। ফেশেতাগণ চলিয়া যাইবার পর হুজুরে পাক জিবরাঈল আমিনকে হজরত মাবিয়া

রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ সম্মান ও মরতবা লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিবরাঈল আমিন উত্তরে বলিলেন - ক্বোল্ হুয়াল্লাহু আহাদ হইতে। অর্থাৎ এই সুরায়ে ইখলাসকে তিনি খুবই মুহব্বত করিতেন। তিনি আসা যাওয়া চলা-ফিরা এবং উঠা-বসা প্রভৃতি অবস্থায় সর্বদা সুরায়ে ইখলাস পাঠ করিতেন।

হাদিস

ইমাম তিবরানী রেওয়ায়েত (বর্ননা) করিয়াছেন। সুরায়ে ইখলাস যখন নাজিল হয় তখন ৭০ (সত্তর) হাজার ফেরেস্তা ও অবতীর্ন হইয়াছিল। আসমানবাসী (ফেরেশতাদের) নিকট হইয়া আগমন করিবার সময় তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তোমাদের সঙ্গে কি! ফেরেশতা উত্তর দিয়াছিল نسبت الرب (নিসবাতুর রাব্) । এই জন্যে এই সুরার অপর নাম نسبت الرب (নিসবাতুর রাব্) অর্থাৎ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে নিসবাত বা সংযোগ স্থাপনকারী (কাশফুল আসরার)।

এই সুরার নাম সুরায়ে ইখলাস এই জন্যে বলা হয় যে, এই সুরাহ শিরক হইতে রক্ষা করে; এবং আজাব হইতে খালাস বা মুক্তি দান করে। উপরন্তু, এই সুরাহ তাওহীদের উপর বিশুদ্ধ চিত্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়।

ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন-

عفو ربى و ثيقتى بالخلاص * واعتصامى بسورة الاخلاص

অর্থঃ- আমার প্রতি পালকের অনুগ্রহে আমার মুক্তি এবং আমার মুক্তির উপায় সুরায়ে ইখলাস।

সুরায়ে ইখলাসের নামকরণ এই কারণেও যথার্থ যে, এই সুরাহ্ খালেসভাবে আল্লাহ পাকের জন্যে। আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন আলোচনাই ইহাতে নাই। না দুনিয়ার প্রসংগ ইহাতে স্থান পাইয়াছে, না পরকালের আলোচনা।

এই সুরাহ পাঠকারী পরকালের কষ্ট হইতে এবং সাক্রাতুল মাউত (মৃত্যুর ভয়াবহ যন্ত্রনা) হইতে এবং কিয়ামত দিবসের দুর্দশা ও শোচনীয় পরিনাম হইতে মুক্তিদান করে।

হজরাত কাশানী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন এই সুরার নাম ইখলাস এই জন্যে যে, ইহাতে হাক্বীকতে আহাদিয়াত কে দুনিয়ার আবর্জনা হইতে মুক্ত ও বিশুদ্ধ করিয়া দেয়।

سُوْرَةُ الْمَسَدِ - مَكِّيَّه

সুরাতুল্ মাসাদ বা সুরায়ে লাহাব

১১১ নং সুরা, রুকু-১, আয়াত-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

অর্থঃ- পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। ধ্বংস হউক আবু লাহাবের দুই হস্ত, আর বস্তুতঃই সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাহার ধন-সম্পদ, যাহা সে উপার্জন করিয়াছে তাহার কোন কাজে আসে নাই। শীঘ্রই, শিখাযুক্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে সে এবং তাহার স্ত্রী, লাকড়ির বোঝা বহনকারিনী। তাহার গলদেশে খেজুরের ছালের নির্মিত রশি রহিয়াছে।

تفسير عالمانه আলেমানা তাফসীর।

تبت (তাব্বাত) অর্থ-ধ্বংস হউক।

تبات অর্থ الهلاك। অর্থাৎ, হালাক, ধ্বংস বা বরবাদ হইয়া যাওয়া। يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ আবু লাহাবের উভয় হস্ত। يدا (ইয়াদা) يد (ইয়াদুন)-এর لهيب এবং لهب অর্থ অগ্নিশিখা।

شان نزول শানে নুযুল বা নুযুল প্রসংগ

যখন হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ (ওয়াআনজির্ আশিরাতাকা)-এ আয়াত শরীফ নাযিল হইল; তখন হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম সাফা পর্বতের উপরে আরববাসীদিগকে আহ্বান করিলেন। তখন চতুর্দিক হইতে লোক জন সাফা পর্বতের পাদদেশে আসিয়া সমবেত হইল। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বিশ্বস্ততা ও সত্যতার সাক্ষ্য গ্রহণ করতঃ ইরশাদ ফরমাইলেন, "আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পশ্চাতে একদল শত্রু সৈনিক তোমাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়া আছে; তোমরা কি তাহা বিশ্বাস করিবে? তখন সকলেই সমস্বরে বলিল, "হা, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিব। কেননা, আপানি কখনো মিথ্যা বলেন নাই। আপনিতো আমাদের নিকট 'আল-আমীন' ও 'আস্-

সাদীক্ব'- বিশ্বাসী ও সত্যবাদী।

অতঃপর, হুজুর সরকারে দো-আলম স্বীয় নবুওয়ত ও রেসালাতের ঘোষণা প্রদান করিয়া তাহাতে স্বীকৃতি লাভের জন্যে ইরশাদ ফরমাইলেন-

اِنِّیْ لَکُمْ نَذِیْرٌ بَیْنَ یَدَی عَذَابٍ شَدِیْدٍ

অর্থাৎ, "হে আরববাসীগণ! জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী।" তোমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করিয়া এক আল্লাহর উপাসনা কর এবং বল, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' তৎপর নাযাত লাভ কর।' ইহার জবাবে, আবু লাহাব হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তুমি ধ্বংস হইয়া যাও তুমি কি এই জন্যই আমাদিগকে একত্র করিয়াছ?' (নাউজুবিল্লাহ)। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহপাক এই সুরাহ্ নাযিল করিলেন। আল্লাহ পাক জাল্লা মাজ্দাহুল কারীম স্বয়ং তদীয় মাহবুব সরকারে আলমের পক্ষ হইতে জবাব প্রদান করেন।

ফায়দা ঃ উপকারিতা

আবু লাহাব শুধু ঐ ধরনের প্রলাপোক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; পাথর উঠাইয়া হুজুরে পাকের প্রতি নিক্ষেপ করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহপাক জাল্লাশানুহু তাহা রোধ করিলেন। যেহেতু, আবু লাহাব দুই হাত দ্বারা পাথর উঠাইয়াছিল, সেই হেতু, আল্লাহপাক ঘোষণা দিলেন

تَبَّتْ يَدَا اَبِیْ لَهَبٍ (তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব) অর্থাৎ, আবুলাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হউক।

نكته عجيبه নুকতায়ে আজিবা

'তাবিলাতে মাতুরিদীয়া' গ্রন্থে আছে যে, আবু লাহাব বড়ই পরোপকারী ছিল। হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও বহু খেদমত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য দেখা দিল, হুজুর সারোয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের ঘোষণার পর পরই। যখন সে নবী পাকের পরম দুষমণে পরিনত হইল। সে বলিয়া বেড়াইত, 'যদি হজরত মুহাম্মাদ (মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন মুয়ামেলা (ব্যাপার) উল্লেখ করা হয় সেখানে আমারও সাহায্যের হাত রহিয়াছে। যদি কোরায়েশ দিগের উপর তাঁহার কোন সাহায্য-সহযোগিতা থাকে তবে, ইহাতে আমিও কম নই।' আল্লাহপাক জাল্লা মাজ্দাহুল কারীম তাহাকে খবর প্রদান করিলেন-'আবু লাহাব, তুমি যে যে সাহায্য আমার মাহবুব রাহমাতুল্লিল আলামিনের প্রতি করিয়াছ, সমস্তই নিষফল ও বরবাদ হইয়া গিয়াছে-আমার প্রিয় নবীর বিরোধীতা ও দুষমনীর কারণে'

وَتَبَّ (ওয়া তাব্বা)-এবং সাকুল্যই বরবাদ হইয়া গিয়াছে। ইহা

হইতেছে খবরের পর খবর। এবং ইহাতে মাজীর ছিগা বা অতীত কালের ক্রিয়ারূপ ব্যবহারের কারণ ঐ খবরকে জোরদার ও দৃঢ়-ধারণার সহিত সন্দেহ মুক্ত করা।

ফায়েদা-উপকারিতাঃ কোন কোন আলেমের অভিমত এই যে, প্রথম খবর দ্বারা বুঝায় তাহার সম্পূর্ণ রূপে বা সার্বিকভাবে ধ্বংস হওয়া। যেমন- আল্লাহপাকের ইরশাদ ইহারই প্রেক্ষিতে রহিয়াছে-

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ অর্থাৎ 'এবং তোমরা তোমাদের হাতকে ধ্বংসের দিকে বাড়াইও না।' এতদ্ব্যতীত, হাত দ্বারা বিশেষ অর্থে তাহার সম্পূর্ণ অস্তিত্বকেই বুঝায়। ইহার মর্ম ওয়া তাব্বা-অর্থাৎ, অনিবার্য ধ্বংস তাহার উপর কার্যকর হইয়া গেল।

প্রশ্নঃ- তাহাকে কুনিয়াত বা পদবীমুক্ত উপনাম দ্বারা কেন উল্লেখ করা হইল; অথচ পদবীযুক্ত নাম দ্বারা সম্মান প্রদর্শন হইয়া থাকে।

উত্তরঃ- এই স্থানে কুনিয়াত উল্লেখ সম্মান প্রদর্শনের জন্যে নহে বরং কুনিয়াত বা উপাধিযুক্ত নাম দ্বারা সংবাদ বহুল প্রচার লাভ করিবে-এ উদ্দেশ্যেই। অথবা তাহার নামোল্লেখের মধ্যে ঘৃণাবোধ ব্যক্ত করাও অন্যতম কারণ। কেননা, তাহার নাম কুবীহ্ বা খুবই মন্দ ও নিন্দাপূর্ণ, যাহা ভূতের সহিত সম্পর্কযুক্ত। অথবা ইহাতে কটাক্ষপাত রহিয়াছে যে, সে জাহান্নামী অতি শীঘ্রই সে লেলিহান শিখাযুক্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। আবু লাহাব নিজের নাম ও ব্যক্তিত্বের সমন্ধসূচক তাৎপর্যের ফলেই গ্রহণ যোগ্যতাও লাভ করিয়াছিল। সে ছিল তার অবস্থারই রূপক দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ, আবু লাহাবের জাহান্নামী হওয়া তার অবস্থার সম্বন্ধসূচক তাৎপর্যের অনুকূলেই উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আবুল খায়ের, আবুল হরব প্রভৃতি। কাজেই, আবুল খায়ের ও আবুল হরব-এর স্বাভাবিক ভাবেই যথাক্রমে খায়ের ও হরব মিলিয়া যাওয়া বিচিত্রনহে। কেননা, ইহা সম্বন্ধ সূচক সফলতা। আবু লাহাব অর্থ অগ্নিশিখার পিতা। অতএব, আবু লাহাবের অন্তিম পরিণতি জাহান্নামের অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে।

ফায়েদা-উপকারিতা

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, আবু লাহাবের প্রকৃত নাম উল্লেখ করিয়া তাহার উপাধি উল্লেখ করা সম্মানের জন্যে নহে; বরং তাহাকে অপমান ও অপদস্ত করাই মূল উদ্দেশ্য। ইহাতে এ প্রশ্নও দূরীভূত যাহাতে বলা হয় আবু লাহাব কোরআনে উল্লিখিত হওয়া রীতি-বিরুদ্ধ ও ফাসেকদের ও কুফ্ফারদের কুনিয়ত বা উপাধিসহকারে আহ্বান করা হয় না। ফেৎনার আশংকা হইলে কেবল আসল নামেই ডাকা যাইতে পারে।

কায়েদা-কানুন

বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থ 'আল ইতকানেন্ন আছে-কোরআন মজীদে শ্রেফ আবু লাহাবকেই কুনিয়াত (পদবী)সহকারে উল্লেখ করা হইয়েছে।

مسئلة মাসআলা

তাহার নামোল্লেখ না করার কারণ ইহাও যে, তার নাম ছিল আব্দুল উজ্জা; এবং উজ্জা ভূতের নাম। আর ঐ নাম হারাম। ঐ নাম ছিল প্রচলিত ও বাহ্যিক, ব্যবহৃত নহে। কাহারও মতে, মন্দনামও ব্যবহারে আনা ও ডাকা হারাম। তবে হ্যাঁ, যদি কেহ মন্দ নামেই পরিচিত হইয়া যায় তাহা হইলে উহা ব্যবহার দূরস্ত আছে। যেমন-আ'মাশ্ এ ধরনের নগন্য গুণ বিশিষ্ট নামে ঐ ব্যক্তিকেই প্রয়োজন অনুসারে ডাকা যায়, যিনি এ নামেই পরিচিতি লাভ করিয়াছেন।

ফায়দাঃ উপকারিতা

সুরায়ে তাব্বাত ইয়াদা নাযিল হইবার পর আবু লাহাবের জাহান্নামী হওয়া সম্পর্কে কোনও মুসলমানের কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না, কেবল ঐ সমস্ত অন্যান্য কুফ্ফারদের ব্যতীত যাদের সম্পর্কে জাহান্নামী বলা হয় নাই। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে এ ধারনা পোষণ করা হইত না। কেননা, তাহারা হয়ত ইসলাম কবুল করিতে পারে এ সম্ভাবনা ছিল।

تعليم ادب আদাব বা শিষ্টাচারের তালিম

আল্লাহপাক তাবারাক ওয়া তায়ালা قل تبت বলেন নাই। কেননা, ইহাতে আবু লাহাবের মুখা-মুখি বলা হইত অশালীন আচরণ প্রকাশ হইত। আবু লাহাব হুজুর পাক আলাইহিস সালামের চাচা ছিল। অথচ চাচাকে সামনা-সামনি গালি দেওয়া উচিত নহে যদিও চাচা শত বার গালিদেয়। এই জন্যে যে, চাচার সম্মান পিতার মতই। এতদ্ব্যতীত, হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল্লিল আলামিন রূপে দুনিয়ায় শুভাগমন করিয়াছেন। উপরন্ত, হুজুরে পাক আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালাম خلق عظيم (অতি উত্তম চরিত্রের) অধিকারী। এই কারণে, আবু লাহাবের অশালীন আচরণের জবাব স্বয়ং আল্লাহপাক রাব্বুল আ'লামীন প্রদান করিয়াছেন।

اعجوبه لغت و نحو

আবু লাহাবও পড়া হইয়াছে-অর্থাৎ, ওয়াক্ত-এর সহিত।

যেমন বলা যায়, معاويه بن ابو سفيان এবং على بن ابو طالب (আলী বিন আবু তালেব এবং মাবিয়া বিন আবু সুফিয়ান) রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

অথচ কিয়াস 'ইয়া'র সহিত। কেননা, মুযাফ্ ইলাইহি শুধু এই জন্যে যে, ইছিম

আসলে পরিবর্তন হয়না; এবং শ্রোতার উপর সন্দেহ হয়না। পরিষ্কার কথা এই যে, উপাধি এলমের স্থলবর্তী এবং আলাম কোন অবস্থায় পরিবর্তন হয় না।

اعجوبه اسماء عرب

এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল, উভয়ের নামই আবদুল্লাহ ছিল কিন্তু পার্থক্য এই ছিল যে, এক জনের নামে 'দাল' হরফের মধ্যে জবর; এবং অপর জনের নামে দাল হরফের মধ্যে জের ছিল অর্থাৎ, একজনকে 'আবদাল্লাহ্' এবং আরেক জনকে 'আব্দিল্লাহ' বলিয়া ডাকা হইত।

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

অর্থঃ- তাহার কোন কাজে আসে নাই, তাহার সম্পদ এবং তাহার জীবনে যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছে এবং কিছুই রক্ষা পায় নাই, যখন ধ্বংস অবতীর্ন হইয়াছে। তাহার সবকিছুই ধ্বংস হইয়াছে। উহাতে তাহার কোনই উপকার হয় নাই।

কারুনের চেয়ে বড় মালদার কেহই ছিল না; কিন্তু তাহাকে ও তাহার মাল রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহার ধ্বংস (মৃত্যু) এবং আজাব হইতে। হজরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালামের চেয়ে বড় বাদশাহ কেহ ছিল না; কিন্তু তিনিও দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন। কেহ তাহার সম্পর্কে বলিয়াছেন।

نه برباد رفتی سحرگاه وشام * سریر سلیمان علیه السلام

بآخر ندیریکه برباد رفت * خنک آنکه بادانش وداد رفت

অর্থঃ- হজরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালামের তখ্ত কি সকাল বিকাল আকাশে উড়িত না?

অবশেষে, তুমি লক্ষ্য করিয়াছ যে, সবকিছুই বিনষ্ট হইয়াছে। ধন্য তাহারাই যাহারা জ্ঞান ও সুবিচারের সহিত দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন।

ফায়দা- উপকারিতা

মাল দ্বারা ঐ সম্পদ বুঝায় যাহা সে তাহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছে; এবং ঐ সম্পদ যাহা সে নিজে উপার্জন করিয়াছে। অথবা তাহার ঐ সম্পদ যাহা সে হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুষমনী করিতে ব্যয় করিয়াছে; অথবা ঐ আমলকে ও বুঝায় যাহা তাহার ধারনায় নেক আমল বা পূন্য কাজ ছিল এবং উহা তাহার উপকারে আসিবে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا (قران)

অর্থঃ- আল্লাহ পাক বলেন এবং আমি তাদের সকল আমলকে ধূলিরাশির ন্যায় বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছি।

কাহারও অভিমত ইহাতে মালের উপকারিতা বুঝাইয়াছে।

ফায়দা-উপকারিতা

হজরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন مَا كَسَبَ অর্থাৎ যাহা সে উপার্জন করিয়াছে; ইহা দ্বারা তাহার আওলাদ (সন্তানাদি) বুঝাইয়াছে।

ابو لهب کی ڈینگیں। আবুলাহারের অহংকার

আবুলাহাব যখন প্রথম আয়াত শ্রবণ করিল তখন বলিতে লাগিল, যাহা কিছু আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিতেছে যদি উহা সত্য হয় তবে আমি আমার জানের বিনিময়ে মাল ও আওলাদকে ফিদিয়া বা কুরবান করিয়া দিব। এই আয়াতে ইহার রদ বা প্রতিবাদ করা হইয়াছে ইহা তাহার ভ্রান্ত ধারনা মাত্র। এ সময় কোন বস্তুই তাহার কাজে আসিবার মত নহে। যেমন- তাহার পুত্র উতবা শামদেশের রাস্তায় বাঘের হাতে প্রাণ দিয়াছে।

منہ سے جو نکلی بات وہ ہوکے رہی - মুখে যাহা বলেন তাহাই ঘটিয়া থাকে

উতবা বিন আবি লাহাবের নিকট হুজুরে পাক আলাইহিস্ সালামের একজন শাহজাদী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। সে শামদেশে রওনা করিতে ছিল, তখন বলিয়াছিল, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়া তাঁহাকে শক্ত ভাবে নির্যাতন করিব। কাজেই সে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া বলিল - আমি (উতবা) اَلنَّجْمُ اِذَا هَوٰى دَنَا فَتَدَلّٰى কে মানিনা। অত:পর রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে থুথু নিক্ষেপ করিল, এবং হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদীকে তালাক দিয়া হুজুরে পাকের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে হুজুরে পাক বলিলেন

اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِّنْ كِلَابِكَ

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্য হইতে একটি কুকুরকে তার উপর জয়যুক্ত করিয়া দাও। উতবা ঘরে ফিরিয়া সমস্ত ঘটনা তাহার পিতা আবু লাহাবকে শুনাইল। অত:পর আবু লাহাব তাহার বেয়াদব পুত্রকে লইয়া এক কাফেলার সহিত শামদেশে রওয়ানা হইয়া গেল। রাস্তায় এক জায়গায় রাত্রি যাপন করিতে হইল। তখন ঐ স্থানে এক রাহেব বা খৃষ্টান ধর্ম যাজক তার উপাসনালয় হইতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিল। হে লোকসকল! হুশিয়ার থাকিও, এই স্থানে অধিক পরিমাণে হিংস্র জন্তু রহিয়াছে।

আবু লাহাব উক্ত রাহেব বা ধর্ম যাজকের হুশিয়ারী সংকেত পাইয়া বলিল-

اَعِيْنُوْنِىْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَاِنِّىْ اَخَافُ عَلٰى اِبْنِىْ دَعْوَةَ مُحَمَّدٍ ـ

অর্থঃ- হে কোরাইশ বংশের লোকজন! আমাকে সাহায্য কর, আমি আমার পুত্রের ব্যাপারে মুহাম্মাদ মোস্তফার দোয়াকে অত্যন্ত ভয় পাইতেছি।

বড়ই চিন্তার বিষয়! এক বদবখত কাফের সেও একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান হইতে যাহা বাহির হয় তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু এক বদ বখত দেওবন্দী ওয়াহাবী দলের পেশওয়া মৌঃ ইসমাঈল দেহলুভী বলিতেছে محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا (تقویۃ الیمان) অর্থাৎ মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ইচ্ছায় কিছুই হয় না। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

عتبہ کو کوئی نہ بچاسکا উতবাকে কেহই রক্ষা করতে পারে নাই

আবু লাহারের আবেদন ক্রমে কোরায়েশ তথা কাফেলার লোকজন সমস্ত উটকে চারিদিকে বসাইয়াছে এবং নিজেরা উতবাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু গভীর রাত্রিতে এক বাঘ আসিয়া উটের কাতারের ভিতর প্রবেশ করিয়া সকলের মুখ সুঙ্গিয়া উতবার নিকট পৌছিল এবং তাহার ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল।

ابو لهب کا انجام بد আবু লাহাবের অপমৃত্যু

বদর যুদ্ধের পর কুখ্যাত আবু লাহাব ৭ দিনের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক গুটি বষন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার সমস্ত শরীরে মশুর ডালের ন্যায় এক প্রকার গুটি বাহির হয় এবং ইহা বসন্ত রোগেরই অংশবিশেষ। ইহাতে অধিকাংশ লোকেরই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আবু লাহাবের মৃত্যুর পরে তাহার বাটিস্থ লোকেরা তাহার শরীরে হাত লাগায় নাই। এই কারণে যে, ইহা একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ যে স্পর্শ করিবে সেই এই রোগে আক্রান্ত হইবে। এই অবস্থায় মৃত্যুর পর কোন লোকের সাহায্য ব্যতীত কয়েকদিন পড়িয়া রহিল। তাহাতে মৃতদেহ হইতে ভীষণ দূর্গন্ধ বাহির হইল। অবশেষে, বাড়ির লোকজন কতক মজদুরকে টাকা দিয়া তার ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য মৃতদেহকে ঘর হইতে বাহির করিয়া একটা গর্তের ভিতর নিক্ষেপ করত: মাটি-চাপা দেয়। আবু লাহাবের -মৃত্যুর ইহাই এজমালী (বিস্তারিত) খবর।

ফায়দা-উপকারিতা

'ইন্‌সানুল্ উয়ুন' গ্রন্থে আছে-আবুলাহাবের জন্য গর্ত খনন করা হয় নাই; বরং দেওয়ালের পিছনে ঠেস দিয়া বসাইয়া দিয়া পাথর নিক্ষেপ করিয়া পাথর চাপা দিয়াই লাশ ঢাকিয়া দিয়াছে।

ফায়দা-উপকারিতা

হজরত সাইয়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখনই এই স্থান দিয়া গমণ করিতেন তখনই কাপড় দিয়া চেহারা মুবারক ঢাকিয়া ফেলিতেন।

ازله وهم একটি সন্দেহ নিরসন

ঐ কবর বর্তমান যুগে বিদ্যমান নাই। বাবুশ শাবিকার বাহিরে এবং এই স্থানে পাথর মারা হয়। আবু লাহাবের কবর নহে বরং ঐ দুই ব্যক্তির কবর যাহারা বনু আব্বাছের খেলাফতের যুগে কাবা শরীফে নাপাক বস্ত নিক্ষেপ করতঃ পলায়ন করিয়া ছিল। অতঃপর, তাদের তালাশ করতঃ এইস্থানে পাওয়া গিয়াছিল এবং তাদেরকে শূলিতে চড়াইয়া মৃত্যু দন্ড দেওয়া হইয়াছিল। অদ্যাবধি, তাদের কবরের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে।

سَيَصْلٰى এখন নিক্ষেপ করা হয় ঐ আজাবে যাহা বর্ননা করা হইয়াছে। আর আখেরাতের আজাব এই যে, সে প্রবেশ করবে

نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ লেলিহান শিখাযুক্ত অগ্নিতে যাহা গ্রাস করিবে এবং দগ্ধ করিবে। ইহাতে জাহান্নামের অগ্নি বুঝায়। আর একথা সুনিশ্চিত হইয়া গেল যে, আবু লাহাব কখনো ঈমান আনিবে না।

وَامْرَاَتُهٗ এবং তাহার স্ত্রী। ইহা سَيَصْلٰى (ছাইছলা)-এর জমীরে মুস্তাক্বীনের উপর আত্ফ হইতেছে এবং ইহা জায়েজ এই জন্যে মধ্যখানে মফউলের দূরত্ব মাত্র। অর্থাৎ, তাহার স্ত্রী ও তাহার সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

আবু লাহাবের স্ত্রী'র পরিচয়

আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম উম্মে জামিল বিন্তে হারব্ বিন উম্মিয়া হজরত আবু সুফিয়ানের বোন এবং হজরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফুফী; এবং তাহার নাম ছিল আউরা।

كانٹے بچھانے والی عورت কাঁটা বিছানেওয়ালী আউরাত

যে স্ত্রীলোকটি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাস্তায় কাঁটা বিছাইয়া রাখিত সে হুজুরে পাকের প্রতিবেশী ছিল। সে কাঁটাদার বৃক্ষের লাকড়ী সংগ্রহ করতঃ লাকড়ীর বোঝা বহন করিয়া আনিত এবং হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাস্তায় বিছাইয়া রাখিত, যেন হুজুরে পাক চলার সময় (নাউজুবিল্লাহ!) হুজুরে পাকের কদম মুবারকে কাঁঠা বিঁধে এবং হুজুরে পাকের কষ্ট অনুভূত হয় (নাউজুবিল্লাহ)।

كانٹے پھول گلاب یا ریشم کا گچھہ

অভিশপ্ত উম্মে জামিল রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে কাঁটা

বিছাইতে দ্বিধাবোধ করিতনা; কিন্তু আল্লাহ পাক জাল্লামাজদাহুল কারীম আপন মাহবুবের মুবারক পদতলে সেই কাঁটাসমূহকে মাহবুবের সৌজন্যে ফুলসম কিংবা রেশমের গুটিতুল্য কোমাল করে দিতেন; যাহার উপর দিয়ে মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিব্যি আরামে চালিয়া যাইতেন।

ফায়েদা ও উপকারিতা

"তাফসীরে আবুল্লাইস" গ্রন্থে আছে, হুজুর সারোয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দীর্ঘদিন যাবৎ কুফ্ফারে মক্কার তরফ হইতে বহু দুঃখ-কষ্ট ও প্রবল বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছেন। "তাফসীরে কাশেফীতেঃ রহিয়াছে যে, হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজের উদ্দেশ্যে কাবা গৃহের দিকে যাইতেন তখন কুফ্ফার সকল রাস্তার মধ্যে হুজুরে পাক আলাইহি ওয়াস্সালামকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লইত। অতঃপর হুজুর আলাইহিস সালাম তাহাদিগকে কোমল কণ্ঠে বলিতেন, 'প্রতিবেশীর হক কি ইহাই, যাহা তোমরা আমার সহিত করিতেছ?

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ **(হাম্মা-লাতাল হাত্বাব)**

অর্থাৎ, লাকড়ীর বোঝা মাথায় উঠাইত।

الْحَطَبِ যেসব লাকড়ীর বোঝা তৈয়ার করা যায়। জমখ্শরী বলিয়াছেন, আমি ঐ কেরাত পছন্দ করি উহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি উত্তম ওয়াছিলা (মাধ্যম) গ্রহন করে এবং উম্মে জামিলকে গালি দেয়। কথিত আছে, কিয়ামতের দিন উম্মে জামিল লাকড়ীর বোঝা মাথায় নিয়া উঠিবে এবং তাহার গলায় আগুনের জিন্জির (শিকল) থাকিবে; যেন অপরাধীকে তার অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়। হজরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, সে লাকড়ী কুড়াইয়া বোঝাপ্রস্তুত করত: মাথায় বহন করিয়া আনিত। কৃপন হওয়ার কারণে সে মালদার বা সম্পদশালী হইয়াছিল। কৃপনতার দরুন তাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (হাম্মালাতাল্হাতাব) বলা হইত।

কতক জ্ঞানীবৃন্দ বলিয়াছেন-সে গীবত ও চোগল খুরীতে (পরনিন্দায়) ও লিপ্ত ছিল।

দুইয়ের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বাঁধান এবং অগ্নি জ্বালান জ্ঞানীলোকের কর্ম নহে; ইহাতে নিজেই জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে হয়।

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

অর্থঃ- তাহার গলায় ছিল খেজুরের ছালের রশি। খবর মুক্বাদ্দম এবং মুবতেদা মুওয়াখ্খার এবং জুমলায়ে হালিয়া।

گلے کی رسّی میں لٹک گئی

'মারাতুল্ হাম্‌দানী'-তে আছে যে, উম্মে জামিল প্রত্যেক দিন কাঁটাদার লাকড়ী সংগ্রহ করিয়া বোঝা বাঁধিয়া আনিত এবং মুসলমানদিগের রাস্তায় পুঁতিয়া রাখিত; মুসলমানদিগের পায়ের তলে কাঁটা বিদ্ধ হইলে যেন কষ্ট পায়। এক রাত্রিতে সে কাঁটা আনিবার সময় বড়ই ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য একটি পাথরের উপর বসিয়াছিল। ইতিমধ্যে একজন ফেরেশ্‌তা তার পিছনের দিকে টানিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। লাকড়ীর বোঝার রশিটি যাহা ঐ স্ত্রী-লোকটির গলায় পেঁচানো ছিল, তাহাতে ফাঁস লাগিয়া মৃত্যু বরণ করে। এবং মৃত্যুর পরক্ষনেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

আবু সুফিয়ানের উপর অজগরের আক্রমণ এবং মু'জেজায়ে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন উম্মে জামিল অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া ও উত্তেজিত হইয়াছিল। সে তাহার ভাই আবু সুফিয়ানকে বলিল, হে আহ্‌মাস! (ব্যঘ্র বা বাহাদুর) তোমার কি লজ্জা হয় না, হজরত মুহাম্মদ (মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে গালি দিয়াছে? তখন আবু সুফিয়ন উত্তরে বলিল -"আমি যাইতেছি, এখনই তাহার মস্তক কাটিয়া আনিব।" (নাইজুবিল্লাহ) এই বলিয়া আবু সুফিয়ান একখানি তরবারী লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু অল্প সময় যাইতে না যাইতেই সে ফিরিয়া আসে। উম্মে জামিল জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি আমার দুষমন কে খতম করিয়াছ কি? (মাআ জাল্লাহ) আবু সুফিয়ান উত্তর করিল তুমি কি চাও তোমার ভাইয়ের মস্তকটি অজগরের আহারে পরিণত হউক? তখন সে বিস্তারিত ঘটনা খুলিয়া বলিল, 'যখন আমি তরবারী নিয়া বাহির হই, তখন একটি ভয়ংকর অজগর বা বিশালকায় সাপ মুখ খুলিয়া হা-করিয়া রহিয়াছে। যদি আমি হজরত মুহাম্মদ (মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নিকটবর্তী হইতাম; তখন ঐ সর্প আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। সবকঃ- আবু সুফিয়ান পরবর্তী সময়ে মুসলমান হইয়াছেন এবং সাহাবীর দরজা লাভ করিয়াছেন। আর তাঁহার ভগ্নির মৃত্যু হইয়াছে কুফুরীর উপর।

عجب رنگ ہیں زمانے کے * بہ سب تقدیر ربّانی کی کرشمے ہیں

سگ اصحاب کہف اور بلعم باعورا

আসহাবে কাহাফের কুকুর এবং বালআম বাউরা

কাশফুল আসরারের' মধ্যে আছে যে, আসহাবে কাহাফের কুকুরের রং ছিল কাল

এবং বালআম বাউরা দ্বীনের লেবাস বা ধর্মের পোশাকের দ্বারা সৌন্দর্য মন্ডিত । শাক্বাওয়াত বা দূর্ভাগ্য এ আযালী সাআদাত বা চির সৌভাগ্যের মাঝামঝি অবস্থায় নিজের কার্যোদ্ধার করিত। এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সংগোপনে বিদ্যমান ছিল। অত:পর, যখন কুকুরের সৌভাগ্য এখন বলন্দ হইল এবং তাহা উজ্জ্বল প্রজ্জলভাবে চমকিতে থাকিল তখন উহার গায়ের চামড়া খুলিয়া বালআম বাউরাকে পরিধান করান হইল এবং বালআম বাউরার বেলায়েত-এর লেবাস কুকুরকে পরিধান করান হইল। কোরআন মজীদে এই হেন কুকুরের প্রসংগেই বলা হইয়াছে - ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ

অর্থাৎ, তাহারা তিনজন এবং চতুর্থ হইল তাহাদের কুকুর।
মাসআলা-
মাসাদের ওয়াক্‌ফ করা যাইবে। অত:পর আল্লাহু আকবার বলা হইবে।

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّة

সুরাতুন্ নসর

১১০ নং সুরা, মাদানী, রুকু ১, আয়াত-৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۧ

পরম করুনাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে।

অর্থঃ- যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসিবে এবং আপনি লোকদিগকে দেখিবেন যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করিতেছে। অত:পর আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাকারী অবস্থায় তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করুন; এবং তাহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি পরম করুনাময় কৃপানিধান।

আলেমানা তাফসীর

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ এবং আল্লাহর সাহায্য যখন আসিয়া পড়িল। তাঁহার সাহায্য এবং উহার প্রকাশ কেবল তোমারই জন্যে, তোমার দুষমনদের উপর।

প্রশ্নঃ ফতুহ্ বা বিজয় তো মুসলমানদের দ্বারাই লাভ হইয়াছে। অতঃপর উহাকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিসবতের কারণ কি?

উত্তর ঃ সমস্ত কার্যাবলী আল্লাহ তায়ালার ইশারায় বা নির্দেশক্রমেই হইয়া থাকে। আর তাহা ক্ষণস্থায়ী। আর প্রত্যেক অস্তিত্ববানের জন্যে অপরিহার্য হইতেছে অস্তিত্ব দানকারীর। এবং এহেন অস্তিত্বদানকারী হইতেছেন আল্লাহপাক তাবারাক ওয়া তায়ালা।

ثبوت علم غيب للرسول صلى الله عليه وسلم

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমে গায়েবের প্রমাণঃ-

ইহাতে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্বাহ্নেই অর্থাৎ সময় আসিবার পূর্বে জ্ঞাত করা বা অবগত করা (জানাইয়া দেওয়া) ইহাও রাসুলে পাকের অন্যতম মুজেজাহ স্বরূপ। কেননা, অধিকাংশ মুফাসসেরীনে কেরামের অভিমত হইতেছে যে, এই সুরাহ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই নাযিল হইয়াছে।

وَالْفَتْحُ এবং বিজয় অর্থাৎ মক্কা-বিজয়।

ফায়দা উপকারিতা

ইজাফত বা সম্বন্ধ এবং নাম আহাদের। ইহাতে ফতেহ মক্কা বা মক্কা বিজয় বুঝাইতেছে। যার প্রতি মুবারক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়ছিল। এই জন্যেই ইহা 'ফাতহুল ফুতুহস্ব বলা হয়। আর ইহারই জন্যে এ সুরার প্রথমেই 'ওয়াদায়ে কারিমা' কেহ ইহাতে জাতিগত সাহায্য এবং সম্পূর্ণ বিজয় বলিয়াও মতামত পেশ করে থাকেন।

এতদ্ব্যতীত, ফাতহ্ ইজাফত এবং লাম ইস্তেগরাক-এর হইতেছে। এই জন্যে ফতেহ্ মক্কা 'মিফ্তাহুল ফুতুহ' বলা যায়; আর ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে সমস্ত ফুতুহ্ বা বিজয় সমূহ। যেমন- স্বয়ং মক্কা মুয়াজ্জেমা 'উম্মুল কুরা' সকল জনপদ সমূহের শীর্ষস্থানীয়। এই জন্যে হুজুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফাত্হ বা বিজয়ের মুয়ামেলা ইহারই (মুক্কা -মুয়াজ্জেমা) সহিত সম্পৃক্ত করা হইয়াছে এবং ইরশাদ হইয়াছে, ফাতহ্ ও নসর এ পর্যন্ত পৌঁছিবে এবং ইহাও সম্ভব যে, এ ব্যাখ্যায় ইশারা হইতেছে যে, মদদ (সাহায্য) আসিবে এক লস্কর (সৈন্যদল) আগমনের মাধ্যমে। হক এর সঙ্গেই রহিয়াছে নসর ও ফাতহ্ (সাহায্য ও বিজয়)।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম হইতে বর্ণিত আছে, এই সুরাহ 'হুজ্জাতুল্ বিদা' বা বিদায় হজ্জে, মিনা তে নাযিল হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ (আল্-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম) এ আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে কারিমা নাযিল হওয়ার পর মাত্র ৮০ (আশি) দিন হুজুর সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরানী হীন-হায়াতে ইহ-জগতে (জালোয়াগার) বিরাজমান রহিয়াছেন, তারপর আয়াতুল্ কালালাহ্ নাযিল হয়। ইহার পর, হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫০ (পঞ্চাশ) দিন দুনিয়ায় তাশরীফ রাখিয়াছেন। অত:পর, নাজিল হয়ঃ-

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ

ইহার পর, হুজুর নূরে খোদা নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহকালীন পবিত্র ৬৩(তেষট্টি) বৎসরের নূরানী হায়াতে ত্বাইয়্যেবা পরিপূর্ণ করিতে ২১ (একুশ) দিন কিংবা ৭ (সাত) দিন জালোয়াগার বা জোতির্ময় বিরাজমান রহিয়াছেন। এ সুরাহ অবতীর্ণ হইবার পর সাহাবায়ে কেরাম উপলব্ধি করিতে পারিলেন দ্বীন কামেলা বা পরিপূর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী দিন ধরাধামে তশরীফ রাখিবেন না। অনুরূপভাবে, হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সুরাহ্ শ্রবণ পূর্বক এ

কথা স্মরণ করত: ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এই সুরাহ অবতীর্ণ হইবার পর হুজুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাহ প্রদান কালে ইরশাদ ফরমাইলেন এক বান্দাহকে আল্লাহ্ তায়ালা এখতিয়ার দান করিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে দুনিয়ায় অবস্থান করিতে অথবা পরকাল গ্রহন করিতে পারেন; তিনি চিরস্থায়ী জিন্দেগী পরকাল গ্রহন করিলেন। এতদ্ শ্রবণে হজরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার উপর আমাদের জানমাল, আমাদের পিতামাতা, আমাদের সন্তানাদি সবকিছু কোরবান হউক।

কায়দা-কানুন

কালেমায়ে اِذَا (ইজা) এই স্থানে এ দৃষ্টিকোণ হইতে সার্থক প্রয়োগ যে, লোকদিগের ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ প্রদর্শণ করা; হুজুরে আনোয়ার সাহেবে কাওসার আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্ সালামের জন্যে শেষ হয় নাই বরং কিয়ামত অবধি এর ক্রমিকতা চালু থাকিবে। হজরত সা'দী আলমুফতী রাহেমাহুল্লাহ তায়ালা বলেন, এই রেওয়ায়েত বা বর্ণনায় কালেমায়ে ইজা মা নায়ে ইস্তেকবাল হইতে খারেজ বা পৃথক।

সুফিয়ানে কেরামের পরিভাষাসমূহ صوفيانه اصطلاحات

পরিভাষা সমূহের মধ্যে فتوح (ফতুহ্) এমন একটি পরিভাষা যাহা বান্দার উপর যে কোন বিষয় পর্যায়ক্রমে জাহেরী কিংবা বাতেনী নিয়ামত সমূহ (রিযিক, ইবাদত, উলুম ও মা'আরিফ ও মুকাশিফাত প্রভৃতি) ইহার বদৌলতে আল্লাহ্ পাকের তরফ হইতে উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ- ফত্হে কারীব বা নিকটবর্তী বিজয় উহাই যাহা বান্দার মাক্বামে কাল্ব্ ও জহুরে ছেফাত অর্থাৎ দীলের স্থান ও গুনাবলীর বিকাশ সাধন; এবং কামালাত বা পূর্ণতা দ্বারা উদ্ঘাটিত হইয়া যায়- নফ্ছের মনযিল সমূহ অতিক্রমের মাধ্যমে ইহারই প্রেক্ষিতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ-

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ (নাছরুম্মিনাল্লাহি ওয়াফাতহুন ক্বারীব)

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য এবং বিজয় নিকটবর্তী। তৃতীয়তঃ- فَتْحٌ مُّبِيْنٌ (ফত্হে মুবীন) বা উজ্জ্বল বা প্রকাশ্য বিজয় উহাই যাহা বান্দার উপর মাকামে বেলায়েত ও আনোয়ারে আসমায়ে ইলাহিয়া যাহা ক্বাল্বের কামালাত ও সিফাত সমূহ ফানা বা বিলোপসাধনকারী আর উহা তাজাল্লিয়াত (ঐশী জ্যোতি:র বিকাশ) দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়্য। ইহারই প্রেক্ষিতে ইরশাদে খোদাওয়ান্দী হইতেছে اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

নিশ্চয়ই, আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করিয়াছি।

চতুর্থতঃ- فَتْح مطلق (ফত্হে মুত্বলাক্ব) বা সার্বিক বিজয় উহাই যাহা উচ্চতর ও পরিপূর্ন বিজয়ের অন্তর্ভূক্ত। ইহার পটভূমিতে ইরশাদে রব্বানী হইতেছে- اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

تفسير صوفيانه - সুফীয়ানা তাফসীর

নাসর দ্বারা 'মদদে মালাকুতী' ও' তাঈদে কুদ্দুসী' (ঐশী সাহায্য) তাজাল্লিয়াতে আস্মা ও সিফাত বুঝায়। আর ফত্হের দ্বারা ফত্হে মুতলাক্ব (সার্বিকবিজয়) বুঝায়। অত:পর আর বিজয় বলিতে কিছুই নাই অর্থাৎ এ বিজয়ই হইতেছে ফতহে বাবে ইলাহিয়া আহাদীয়া এবং কাশ্ফে জাতির অমিয় পরশ ও বিকাশ সাধন।

সুফীগনের দৃষ্টিতে ফতুহাতের প্রকার-ভেদ

(১) সন্দেহাতীতরূপে ফত্হে আউওয়্যাল ঐ বিজয়, যাহা ঐ ফতহে মালাকুতে আফ্য়াল্ কালবের মাকামে কাশফুল হেজাব বা পর্দা উন্মোচন; যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা আপন আফ্য়াল্ (কার্যাবলী) কে আফয়ালে হকের মধ্যে ফানা বা বিলীন করিবার মাধ্যমে হাসিল হয়।

(২) ফত্হে জাবারুহে সিফাতঃ- রুহের ধ্যান-ধারনার পর্দাকে উন্মোচিত করত: আপনাপন সিফাত কে (নিজস্ব গুনাবলীকে) সিফাতে হক (হক তায়ালার গুনাবলী) এর মধ্যে ফানা বা বিলীন করার মাধ্যমে হাসিল হয়।

(৩) ফত্হে লাহুতে জাতঃ- ভেদ-তত্ত্ব বা রহস্যলোকে কল্পনা বা অনুমানের পর্দাকে উন্মোচিত করার মাধ্যমে নিজ অস্তিত্বকে হক ছোব্হানাহু তায়ালার জাত বা সত্ত্বার মধ্যে ফানা বা বিলীন করার মাধ্যমে হাসিল হয়।

ফায়দাঃ- যাহার এই জাতীয় বাতেনী সৌভাগ্য ও বিজয় নসীব হইয়াছে তাহার জাহেরী নসর ও ফাতাহ্ (বিজয়) ও নসীব হইবে। কেননা, নসর ও ফাতাহ 'বাবে রহমত' হইতে চরম সীমায় উপনীত হইবার পর রাগ-গোশ্বা সম্পূর্ণ বিদূরীত হইয়া যায়। রহমতের নিদর্শন জাহেরও বাতেনকে বেষ্টন করিয়া লয়।

تفسير عالمانه আলেমানা তাফসীর

وَرَأَيْتَ النَّاسَ - (ওয়ারাআইতান্নাসা)

অর্থঃ- এবং আপনি দেখিতে পাইবেন লোকদিগকে। এই দর্শন হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ চাক্ষুস দর্শন কিংবা অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা উভয়ই বুঝায়। আর লোক দিগকে বলিতে আরববাসী দিগকে বুঝায় এবং লাম আহাদের অথবা ইস্তেগরাকে উরফীর হইতেছে। মুফাস্সেরীনে কেরামগন এই খেতাব (সম্বোধন) কে হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যেই গ্রহন করিয়াছেন এবং সাধারণ ধারণায় প্রত্যেক মুমিন বান্দাও এ

খেতাবের অন্তর্ভূক্ত। এ আলোচনার দ্বারা ঐ কথার ও জওয়াব হইয়া যায় যে, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামকে ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার হুকুম কেন? যেহেতু, হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক গোনাহ খাতা হইতে সম্পূর্ণই মা'সুম বা পবিত্র; বরং যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতেও মুক্ত ও পবিত্র। জবাব এই পাওয়া গেল যে, এ খেতাব খাস বা বিশেষ ভাবে হুজুরে পাকের জন্যে নহে, বরং ইস্তেগফারের হুকুম, হুজুরে পাক ব্যতীত অপরাপর সকলেরই জন্যে প্রয়োগ হইয়াছে। আমর বা আদেশের, হুজুরে পাককে শামিল করা তা'লিমের অধিকার সূত্রে। কেননা, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের শিক্ষক রূপেই আগমন করিয়াছেন।

يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ - (ইয়াদ্‌খুলুনা ফিদীনিল্লাহ্‌)

অর্থঃ- আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে। ملت اسلام - মিল্লাতে ইসলাম, ইসলাম ধর্মে। ইহা এমন এক ধর্ম যে, ইহাকে আল্লাহ পাক নিজ নামের সহিত সম্পর্ক যুক্ত করিছেন; দীনুল্লাহ, আল্লাহর দীন বলিয়া ঘোষনা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কোনও ধর্মের ব্যাপারে এমন ঘোষনা উল্লেখ নাই।

افواجا - (আফ্‌ওয়াজা) - অর্থাৎ দলে দলে। ইহা ইয়াদ্‌খুলুনার ফায়েল বা কর্তা হইতে হাল (বর্তমান কাল বোধক)।

প্রতীয়মান হইল যে, দীনের মধ্যে বহু বড় বড় জামায়াত সমূহ শামিল হইতেছে। যথাঃ- মক্কাবাসী, তায়েফবাসী, ইয়ামান এবং হাওয়াযান। মোট কথা, সমগ্র আরবের বিভিন্ন গোত্র হইতে; নতুবা ইহার পূর্বে, প্রত্যেক গোত্র হইতে এক এক, দুই দুইজন করিয়া ধর্মের পথে আসিত।

ف ফায়েদা বা উপকারিতা

কথিত আছে, মক্কা- বিজয়ের পর আরববাসী একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাতে বলিতেন, হুজুর সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্‌লে হারাম বা মক্কাবাসীদের উপর জয়যুক্ত হইয়াছেন। ইহার পরে আর কেহ হুজুরে পাকের সহিত মোকাবিলা করিতে সাহস পাইবে না। কেননা, আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু মক্কা বাসীদিগকে আসহাবে ফীল (হস্তি-বাহিনী) হইতে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। তদ্রূপ, ইতিপূর্বে যাহারাই তাহাদের প্রতি খারাপ ধারনা পোষণ করিত তখন ও তাহারা নিরাপত্তা লাভ করিতেন। এইহেতু ফতহে মক্কারপর লোকজন দলবদ্ধ ভাবে বিনাযুদ্ধে ইসলামের শামিয়ানাতলে আশ্রয় গ্রহন করিতে লাগিল।

ف (ফায়দা) - উপকারিতা

হজরত কাশেফী রাহেমাহুল্লাহ্‌ তায়ালা লিখিয়াছেন যে, এই সুরাহ্‌ নাযিল হইবার বৎসর হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে

ধারাবাহিক ভাবে লোকজন হাজির হইতে লাগিল। যেমন- বনু আসাদ, বনু মার্রাহ্ বনু কালব্, বনু কেনানা ও বনু হেলাল প্রভৃতি অঞ্চল ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহ হইতে লোকজন হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন পূর্বক জীবন ধন্য করিত।

قاعده - কানুন

আবু উমর ও ইবনুল বার্র বলিয়াছেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত বা পরলোক গমনের পূর্বে সমগ্র আরব দেশে একটি লোকও কাফের ছিল না, সমস্ত আরববাসী মুসলমান হইয়াছিল। অর্থাৎ হুনাইনের যুদ্ধের পর সমস্ত আরবের লোকজন পৃথক পৃথক ভাবে কিংবা দলবদ্ধভাবে সকলেই ইসলাম গ্রহন করিয়াছিল।

ف -ফায়দা

ইবনে আতিয়া বলেন, ওয়াল্লাহু আলামু, আল্লাহ পাক ভাল জানেন, ইবনে আবদুল বার্র কেমন করিয়া এ কথা বলিল। হাঁ, যদি তাহার ধারনা ভূত- পূজারী কাফেরদের সম্পর্কে হইয়া থাকে; তবে কথা শুদ্ধ বটে, নতুবা বনু তাগলূবের নাসারা বা খৃষ্টান সম্প্রদায় তো হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হায়াতের কালে ইসলাম কবুল করে নাই। উহারা জিজিয়া (কর) দ্বারা নিজেরদের ধর্মেই অবস্থান করিয়াছিল।

আইনুল্ মআনীতে আছে যে, الناس (আন্নাস) দ্বারা বুঝায় اهل البحر (আহলুল্ বাহার) বা সমুদ্র উপকূলবর্তী লোকজন।

حديث شريف হাদিস শরীফ

হুজুর পোরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

اِيْمَان يَمَانِي وَ الْحِكْمَة يَمَانِيَّة

অর্থঃ- ঈমান ইয়ামানী এবং হেকমত ইয়ামানীয়্যাহ

فضيلت اويس قرنى رضى الله عنه হজরত উয়ায়েস করনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফজিলত

হুজুর সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইমাছেন

وَجَدْتُ نَفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ

অর্থঃ- "আমি রাব্বে রাহমান (দয়াময় প্রভুর) এর সুঘ্রান ইয়ামানের দিক হইতে পাইতেছি!" অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার দুঃখ- কষ্ট হইতে আসান করিয়া দেওয়া।

علم غيب رسول الله صلى الله عليه وسلم - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এলমে গায়েবের প্রমাণঃ- হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ক্রন্দন করিলেন। তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি

উত্তরে বলিলেন, আমি একদা হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি -

دَخَلَ النَّاسُ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا وَ سَيَخْرُجُوْنَ مِنْهُ اَفْوَاجًا

অর্থঃ- লোকজন যেভাবে দলে দলে আল্লাহর দীনের মধ্যে দাখিল হইতেছে; তদ্রূপ অচিরেই দলে দলে দ্বীন হইতে খারিজ (বহির্গত) হইয়া পড়িবে (রুহুল বয়ানশরীফ -১০ খন্ড ৫৩০ পৃঃ)। বস্তুতঃ খারেজী, রাফেজী, ওয়াহাবী প্রভৃতি ৭২ (বাহাত্তর) টি ফেরকায়ে বাতেলা সম্পর্কে এ হাদিস বচন রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট এলমে গায়েবের দলিল বহন করিতেছে।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ (**ফাসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রাব্বিকা**)

অর্থঃ- অত:পর আপনার প্রতি পালকের প্রশংসার সহিত তাহার পবিত্রতার বর্ণনা করিতে থাকুন। তসবিহ্ পাঠ আশ্চর্যজনক অবস্থা ও বিস্ময় বোধ হইতে রূপকার্থে কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পৃক্ত হইয়া থাকে। এই জন্যে কেননা, বিস্ময়কর বা আশ্চর্যজনক বিষয়াদি দেখিবামাত্রই মানুষ বলিয়া উঠে, সোব্হানাল্লাহ!

ف ফায়দা উপকারিতা

ইবনুশ্ শায়খ রাহেমাহুমাল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, আশ্চর্যবোধ বা বিস্ময় প্রকাশের সময় যথা ক্রমে আজকার সমূহে উল্লেখ রহিয়াছে যে, প্রত্যেক আর্শ্চয বোধে সোব্হানাল্লাহ পাঠ করিবার কারণ এই যে, মানুষের পক্ষে এমন এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর বিষয় বা বস্তুর প্রত্যক্ষণ করা যাহা তদীয় সাদৃশ্য দৃষ্টান্ত বহির্ভূত; এবং ইহার প্রকাশ বা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটিও সুনিশ্চিতরূপে ধারণার অতীত। উপরন্তু, ইহাতে আত্মা প্রভাবিত হইয়া উঠে স্বভাবত:ই তবে সে কুদ্রতে ইলাহীর নিতান্ত সামান্যই অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাজেই তাহার অন্তরে সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উদয় হইতে থাকে। এহেন অবতারণায় তৎক্ষনাৎ সে বলিয়া উঠে সোবহানাল্লাহ! অর্থাৎ, আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আমরে আজীব আশ্চর্যজনক বিষয়বস্তু সৃষ্টির দূর্বলতা হইতে পবিত্র। বরং, আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু কুদ্রতে কামালিয়ার মালিকইহার চেয়েও অধিকতর আজব ও বিস্ময়কর বস্তুর সৃষ্টিতেও আল্লাহ্ পাক মহা ক্ষমতাবান। ইহার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বদানেও কোন অসুবিধার কারন নাই। এ কথার সাব্যস্থকারী (ক্বায়েল) দীনহীন। এই অপরাধী তাই বলিতেছি, সোবহানাল্লাহ! আমার অবশ্যই দৃঢ়-বিশ্বাস রহিয়াছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান, সবকিছুর উপরেই তাঁহার ক্ষমতা রহিয়াছে।

نكته - নুকতা বা সুক্ষ্মকথা

হজরত ইমাম সোহাইল কুদ্দিসা সিররুহু বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহুর প্রশংসা সর্বক্ষণ তস্‌বিহ পাঠের সহিত হইতেছে। যেমন-

وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ এবং سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

অর্থঃ- (১) তোমার প্রভুর পবিত্রতা তাহার প্রশংসার সহিত বর্ণনা কর।

(২) এমন কোন বস্তু নাই যাহা তাঁহার প্রশংসার সহিত গুনগান না করে। - এইহেতু, মাম্ব রেফাতে ইলাহী দুই প্রকার। যথাঃ- (১) মা'রেফাতে জাত - আল্লাহ পাকের সত্ত্বাগত পরিচিতি।

(২) মা'রেফাতে আসমা ও সেফাত-আল্লাহ পাকের নাম সমূহের এবং গুনগত পরিচিতি।

একথা ধ্রুবসত্য যে, এতদুভয়ের মধ্য হইতে কোন একটি অপরটি ব্যতীত প্রমানিত করা যায় না। জাত বা সত্ত্বার অস্তিত্বের প্রমান জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা এবং আস্‌মা ও সিফাতের প্রমান শরয়ী বিধানের অনুসরনের মাধ্যমে। জ্ঞানের মাধ্যমে নামের ধারক সেই মহতো মহানের মারেফাত বা পরিচিতি ও গুপ্ত-রহস্য অবগত হওয়া যায়, এবং শরয়ী বিধান দ্বারা সেই মহীয়ান ও গরীয়ানের নাম সমূহ ও গুনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। আর আক্বল বা জ্ঞানের পরিসীমায় ইছাবাতে জাত বা মহান সত্ত্বারপ্রমানের কল্পনাও আসিতে পারে না, যে পর্যন্ত জ্ঞানানুশীলকারীর মধ্য হইতে অস্তিত্বের নিদর্শনাবলীর (আমিত্ব) নফী বা অস্বীকৃতি না হইবে। এহেন মহা অনুগ্রহের দান আল্লাহ পাক জাল্লা জালালুহু ওয়াআম্মা নাওয়ালুহুর অনুপম তাসবিহ্ ও তাহমিদ (প্রশংসা-স্তুতি) দ্বারাই হাসিল হইয়া থাকে। আর ইহা সুনিশ্চিত যে, মুক্‌তাদায়ে আকল (জ্ঞানে অনুশীলন) মুরতাদায়ে শরা' (শরয়ী বিধান অনুসরণ) এর মুক্বাদ্দম বা অগ্রগামী। কেননা, শরা' (শরীয়তের বিধান) যাহা মালক্বুল বা বর্ণিত; তাহাই হাসিল হয় দর্শন ও জ্ঞান লাভের পরে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে দর্শন বা অন্তর্দৃষ্টির উপরে সতর্ক কারী (নিয়ন্ত্রক) এবং প্রাধান্য দান করিবা মাত্র মা'রেফাত হাসিল হইবে। অত:পর ঐ পর্যন্ত ইলম্ হাসিল হইবে না, যে পর্যন্ত আস্‌মায়ে ইলাহী অবগত না হইবে। এইহেতু, আল্লাহ পাকের তসবিহ্ হামদ এবং সানা একসূত্রে গাঁথা। স্বয়ং আল্লাহ পাক ও এরূপ ইরশাদ ফরমাইয়াছেন "তস্‌বিহ্‌কে হামদ এর সহিত মিলিত কর।"

ফায়দা-উপকারিতা

কেহ বলেন, আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা কর, পরাজয় হইতে বিজয়লাভের বিলম্বিত সময় পর্যন্ত এবং বিজয় লাভের শেষে তাহার প্রশংসা কর। আর তাহার গুনাবলী বয়ান কর যে, প্রত্যেক কার্য উহার সঠিক ও নির্ধারিত সময়ে সংঘঠিত হওয়া আল্লাহ পাকের অপূর্ব ও অনির্বচনীয় রহস্য রাজির অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ পাক ব্যতীত কেহই তাহা অবগত নহে।

ফায়দা

ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, আল্লাহ পাকের স্মরণ কর তসবিহ্ পাঠ ও হামদ

বর্ণনার অবস্থায়। এবং আল্লাহ পাকের এবাদত (বন্দেগী) ও প্রশংসা স্তুতিতে অগ্রগামী হও। আল্লাহ পাক তোমাদিগকে অধিক হইতে অধিকতর নিয়ামতরাজি দান করিবেন। অথবা আয়াতে পাকের মর্মার্থ ইহাও হইতে পারে, নামাজ কায়েম কর, আল্লাহ পাকের প্রশংসা স্তুতি সহকারে তাঁহার নেয়ামত সমূহের শোকরিয়া জ্ঞাপন স্বরূপ।

صَلٰوةُ الشُّكْر (সালাতুশ্ শোকর)

শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার নামাজ

বর্ণিত আছে যে, হুজর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশ্তের সময় কাবা শরীফের দরজা উন্মুক্ত করাইয়া আট রাকাত নফল নামজ আদায় করিলেন।

ফায়দাঃ-

কেহ বলেন, এ নামাজ ফত্হে মক্কা বা মক্কা বিজয়ের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে ছিল,উহা চাশ্তের নামাজ ছিল না। কেহ কেহ বলেন, চার রাকাত নামাজ ছিল সালাতে দোহা এবং চার রাকাত নামাজ ছিল সালতে শুকরানা।

وَاسْتَغْفِرْهُ (ওয়াস্তাগ্ফিরহু)

অর্থঃ- এবং ক্ষমা প্রার্থনা তাঁহারই নিকট। অর্থাৎ আপনার উম্মতের ঈমানদারদিগের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এই বিষয়টি সুরায়ে মুহাম্মদের ঘোষনা অনুযায়ী। যথা- وَ اسْتَغْفِرْهُ لِذَنْبِكَ অর্থাৎ আপনার গোনাহ্গার ঈমানদার উম্মতের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

حديث شريف - হাদিস শরীফ

উম্মুল মু'মেনীন হজরত সাইয়্যেদাহ্ আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরলোক গমনের পূর্বে বেশী পরিমানে পড়িতেন

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ

(সোব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামাদিকা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা)

حديث شريف হাদিস শরীফ

হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমি দিবস ও রত্রিতে দৈনিক ১০০ (একশত) বার ইস্তেগফার বা তওবা করিয়া থাকি।

ফায়দা-উপকারিতা

ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, তওবা হইতে কখনও বিরত থাকা অনুচিত। এই কারণে যে, গোনাহ হইতে কোন মানুষ বাচিতে পারে না। এবং কোনও সময় গোনাহের খেয়াল বা ধারনা হইতে মুক্ত নহে।

حکایت হেকায়াত-কাহিনী

বর্ণিত আছে যে, হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই সুরাহ সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে পাঠ করিলেন, তখন হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ব্যতীত সকল সাহাবাই খুশী হইলেন এবং হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ফরমাইলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই সুরায়ে নসর তো আপনার ওফাত শরীফের সংবাদ দিতেছে-কাজেই আমি আপনার বিরহ ব্যথায় কাতর হইয়া কাঁদিতেছি।

ফায়দা-উপকারিতা

النعی অর্থাৎ মৃত্যুর সংবাদ। হুজুরে পাক ফরমাইলেন সত্য কথাই বটে, যেমন তিনি বলিলেন। ইহার পর, হুজুরে পাক আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম কে কখনো মুস্কি হাসি হাসিতে কিংবা কোন প্রকার আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। এই ঘটনা বর্ণনাকারী ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু। হুজুর সারোয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন لَقَدْ أُوتِىَ هٰذَا الْغُلَامُ عِلْمًا كَثِيْرًا অর্থাৎ, এ নওজোয়ান (যুবক) কে অধিক পরিমানে ইল্‌ম্ (জ্ঞান) দান করা হইয়াছে।

اهل علم کی تعظیم জ্ঞানবানের সম্মান

আহ্‌লে ইলম অর্থাৎ জ্ঞানবান বা জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মান আলাদা এইহেতু, হজরত উমর ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে যদিও তিনি যুবক ছিলেন, তবুও তাঁহাকে বদরী সাহাবাদের সঙ্গে আমীরুল মু'মেনীনের অতিশয় কাছাকাছি বসাইতেন। বলা বাহুল্য যে, আহ্‌লে বদর অর্থাৎ বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী সাহাবাগনের মর্যাদা সর্বাধিক ছিল; এবং হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আহ্‌লে বদর ছিলেন না। কিন্তু আহ্‌লে ইল্‌ম্ বা জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। এ কারণে হজরত ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁহাকে মুয়ায্‌যায্ ও মুয়াজ্জম জ্ঞান করিতেন।

ফায়দা

এই সুরাহ্ দ্বারা হুজুর সারোয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফ বা পরলোক গমনের আভাস পাওয়া যায়। এই জন্যে যে, সম্ভবত: ধর্মের পরিপূর্ণতা সাধিত হইয়াছে ইহারই সুসংবাদ স্বরূপ, যেমন-এই সুরাহ্ নাযিল হওয়ার অব্যবহিত পরেই নাযিল হয়

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ .... الخ

অর্থঃ- অদ্য তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতা দান করিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতরাজি পরিপূর্ণ করিলাম।

এ আয়াতে কারিমায় যাবতীয় কামাল ওরায তথা পরিপূর্ণতা রহস্যময় প্রসিদ্ধ বিধান জারী হইয়াছে।

ফায়দা

ইস্তেগফারের আদেশের মধ্যে তাম্বিহ্ রহিয়াছে আযল বা মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার। ইহাতে যেন এ কথাই এলান করা হইতেছে যে, আযল বা মৃত্যু সন্নিকটে। তোমার প্রভুর আদেশের প্রতি সর্তক হও প্রস্তুতি গ্রহন কর।

সবক-শিক্ষাঃ- জ্ঞানী ব্যক্তির করনীয় হইল যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন অধিক পরিমানে তওবা ইস্তেগফার করা।

যখন এই সুরাহ্ নাযিল হইল তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাহ পাঠরত ছিলেন। সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়াতে কারিমা শ্রবণ পূর্বক বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমাদের জ্ঞান, আমাদের পিতামাতা এবং আমাদের সন্তানাদি সবই আপনার জন্য কোরবান হউক। খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতোমাতুয্ যোহ্রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি সান্ত্বনা বানীঃ- হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমাতুয্ যোহরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে কাছে ডাকিয়া স্বীয় বেসাল শরীফের খবর শুনাইলেন। কবির ভাষায় তাহা এইঃ-

نامہ رسید ازاں جہاں بہر مراجعت برم

عزم رجوع میکنم رخت بچرخ مے برم

অর্থঃ- ঐ জগত হইতে পত্র আসিয়াছে আমি ঐ জগতে প্রস্থান করিব, পরপারের যাত্রী হওয়ার ইচ্ছায়-আমি উর্ধ্বজগতে পৌছিবার ছামান প্রস্তুত করিতেছি।

প্রথমতঃ হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা এ সংবাদ শ্রবণ করতঃ কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরক্ষনে, হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস্ সালাম খাতুনে জাল্লাতকে কানে কানে বলিলেন-আমার আহলে বাইতে এজামের মধ্য হইতে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সহিত মিলিত হইবে। এ সুসংবাদে খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং হাসিয়া উঠিলেন।

ফায়দা-উপকারিতা

হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই সুরার নাম সুরাতুত্ তাওদি' ও রাখা হইয়াছে। এইহেতু যে, এই সুরায় দুনিয়া হইতে বিধায় গ্রহণে দলীল পাওয়া যায়।

ফায়দা- উপকারিতা

সাইয়্যেদেনা হজরত আলী মুরতাযা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ফরমাইয়াছেন, এই সুরাহ নসর নাযিল হইবার পর হুজুরে পাক আলাইহিস সালাম অসুস্থ হইয়া পড়েন। একদা হুজুরে পাক বাহিরে গমন করিলেন এবং সাহাবা গণের সম্মুখে ভাষণ দিলেন। সাহাবাগণকে الوداع আল-বিদা অর্থাৎ, বিদায় বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। তারপর দৌলত খানায় তশরিফ নিয়া গেলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়াসাল্লাম বেছাল ফরমাইলেন-মাহবুবে হাকীকির দরবারে তশরিফ নিয়া গেলেন।

ফায়দা-উপকারিতা

হজরত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিয়াছেন, 'সুরায়ে নসর' এর বিষয়বস্তু দ্বারা হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্বদীয় বেছাল শরীফের নিকটবর্তী উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এইহেতু , তাহাকে তসবিহ্ ও ইস্তেগফারের আদেশ করা হইয়াছিল, যাহাতে প্রত্যেক মুসলামনের নেকআমল সহকারে 'খাতেমা বিলখায়ের' নসীব হয়।

سبق (সবক) শিক্ষা

ইহাতে সতর্ক সংকেত এই পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানমাত্রই নিজের খাতেমা বিল খায়ের বা উত্তম অন্তিম পরিণতির জন্য যেন আমালে সালেহ সহকারে সর্বক্ষন প্রস্তুত থাকে।

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (ইন্নাহু কানা তাওয়্যাবা)

অর্থঃ- নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তওবা কবুলকারী। আল্লাহ পাক যখন হইতে মুকাল্লেফীন (কষ্টদাতা) সৃষ্টি করিয়াছেন তখন তাদের তওবা ও বহুল পরিমানে কবুল করিয়া থাকেন।

সবক-শিক্ষা

প্রত্যেক তওবাকারী ও ইস্তেগফারকারীর উচিত তওবা কবুলিয়াতের আশা পোষণ করা। কেননা, আল্লাহ পাকের আদেশ রহিয়াছে تب (তুব্) তওবা কর।

وَاسْتَغْفِرْ (ওয়াস্তাগ্ফির) ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ পাকের আদেশ হইল আগে তওবা কর, পরে ইস্তেগফার কর অর্থাৎ প্রথমত: তওবা অনুতাপ অনুশোচনা কর, তারপর ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা কর।

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ - مَكِّيَّه

সুরায়ে কাফেরুন

১০৯ সুরা, মক্কীয়া, ১ রুকু ৬ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ؕ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۧ

অর্থঃ- পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। আপনি বলুন, হে কাফেরগন ! আমি তাহার ইবাদত করিনা যাহার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদত কারী নও আমি যাঁহার ইবাদত করি। এবং আমিও তাহার ইবাদতকারী নই যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।

تفسير عالمانه **আলেমানা তাফসীর**

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ

হে নবী আপনি বলুন,হে কাফেরগন!

قل ক্বোল' আমর (আদেশ), আমের-আদেশ দাতা আল্লাহ পাক এবং মামুর-আদেশ গ্রহিতা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব, আল্লাহ পাক আদেশ করিয়াছেন, হে প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি কাফেরদের সম্বোধন করতঃ বলুন, হে কাফের সম্প্রদায়! কাফেরদিগকে এ ধরনের সম্বোধন দ্বারা, তাদের গুণ কুফুরীর উল্লেখ পূর্বক, এ কথাই সুনিশ্চিতরূপে প্রমানিত হয় যে, হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুফ্কার দিগের দুষ্টামি ও কষ্ট প্রদান হইতে নিরাপদ রহিয়াছেন। ইতোপূর্বে, কুফফাররা হুজুরে আনোয়ার কে দুর্বল ধারনা করিত এবং তাহার সুমহান শান মর্যাদার প্রতি কোন প্রকার তোয়াক্কাই করিত না। এইহেতু, ইহাদের এহেন তুচ্ছ সম্বোধনে আহ্বান করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহাও হুজুর সারোয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম মু'জেজা স্বরূপ।

شان نزول **শানে নুযুল বা নুযুল প্রসংগ**

একদা কোরায়েশদিগের এক জমাত হুজুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিয়াছিল, আপনি আমাদের ধর্মের অনুসরণ করুন, আমরা আপনার ধর্মের অনুসরণ করিব। এক বৎসর আমাদের দেবতাগুলোর পূঁজা

করেন, আমরা ও "এক বৎসর আপনার প্রভূর ইবাদত করিব।" তখন সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন "আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি তাঁহার সহিত অন্য কাহাকে ও শরীক করা হইতে। তাহারা বলিতে লাগিল, "তাহা হইলে আপনি আমাদের উপাস্যগুলির গায়ে হাত লাগান, তবে আমরা আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব এবং আপনার প্রভূর উপাসনা করিব।" তখন এই সুরাহ নাযিল হয় এবং হুজুর সাইয়্যেদে আলম মসজিদে হারামে তশরিফ নিয়া গেলেন। কোরায়েশদের ঐজামাত ঐ স্থানে উপস্থিত ছিল। হুজুরে আনোয়ার তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে এই সুরা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। ইহাতে কাফেররা নিরাশ হইয়া গেল এবং হুজুরে পাক আলাইহিস্ সালাম এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রকাশ্য শত্রু হইয়া গেল।

সুফীয়ানা তাফসীর تفسير صوفيانه

ইহাতে ইশারা রহিয়াছে যে, যাহারা প্রকৃত যোগ্যতার নূরকে তাদের কু-প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া লইয়াছে; তখন আল্লাহ্ পাক পর্দা করিয়া দিয়াছেন।

আলেমানা তাফসীর تفسير عالمانه

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ আমি উপাসক হইব না তাহার তোমরা যাহার উপাসনা কর। ভবিষ্যৎকালে এই জন্যে যে, لا (লা) অধিকাংশ সময় হয় না; কিন্তু ঐ মুজারে (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল বোধক ক্রিয়াপদে) এর বেলায় যাহা মুস্তাকবেল বা ভবিষ্যৎ কালের হয়। যেমন ما (মা) হয় না; কিন্তু ঐ মুজারের যাহা যমানায়ে হাল বা বর্তমান কালও বুঝায়। ইহা অবশ্যই জানা কথা যে, لن (লান) ঐ لا (লা) -র তাকিদ স্বরূপ যাহার উপর لا (লা) দাখিল হয়।

وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ এবং তোমরাও তাহার উপাসনা করিবেনা, যাহার ইবাদত আমি করি।

অর্থাৎ, এখন তোমরা ইবাদতে ইলাহী ধারণা করিয়া করিতেছন, ভবিষ্যতে ও করিবে না। মোটকথা, ইবাদত যাহা প্রসিদ্ধ তাহাও তাহারা করিবে না। কেননা, শিরক বা শরীক স্থাপন করার সহিত ইবাদতে ইলাহী বেকার (নিষ্ফল)।

وَ لَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ এবং আমিও উপাসনা করিব না তাঁহার তোমরা যাঁহার উপাসনা কর। অর্থাৎ যমানায়ে মাজী বা অতীত কালে তোমরা যে সব দেবতার উপাসনা করিয়াছ, আমি সে উপাসনা করি নাই, এবং ভবিষ্যতে ও তোমরা কিরূপে আশা করিতে পার যে, আমি তোমাদের সাথী হইতে পারি?

وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ এবং তোমরা ও তাঁহার উপাসনা

করিবে না, আমি যাঁহার উপাসক বা ইবাদত গোজার হইতেছি। অর্থাৎ, তোমরা কখনো আল্লাহর ইবাদত করিবে না; কিন্তু জানিয়া রাখ আমি আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করিতেছি। এই সুরার মধ্যে পূনরুক্তি নাই। কেহ কেহ বলেন যে, এ দুইটি বাক্য বর্তমান কালের ইবাদতের নফী বা অস্বীকৃতি এবং পূর্বোক্ত দুইটি বাক্য ভবিষ্যৎ কালের ইবাদতের নফী বা অস্বীকৃতি বুঝাইতেছে।

প্রশ্নঃ- مَا عَبَدْتُّ (মা আবাদতু) কেন বলা হইল না, যাহাতে مَا عَبَدْتُّمْ (মা-আবাদতুম) এর অনুরূপ হইত?

উত্তরঃ- কাফেরের জন্যে ইহা মাজীর সিগার ওজনে বটে, কেননা কুফ্ফার পূর্বেও ভূত-পূজক ছিল ; এবং হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও যদি বা পূর্ব হইতে ইবাদত গোজার ছিলেন, কিন্তু ঐ সময় কালটি ইবাদতে ইলাহীর মওসুম বা কাল ছিল না, উপরন্তু ইবাদতরূপে উহা আখ্যায়িতও ছিল না আল্লাহ তায়ালা হুজুরে আনোয়ার কে যখন ইবাদতের জন্যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আল্লাহর আদেশ অনুসারে ইবাদত করিয়াছেন।

مسئله মাসআলা

'আল্‌ক্বামুসম্ব গ্রন্থে আছে হুজুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বি'সাত বা রেসালাত ইজহার হওয়ার পূর্বে স্বীয় কাওমের দ্বীনের উপর অবস্থান করিয়াছেন; যাহারা হজরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস্ সালামের দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত এবং তাঁহাদের উত্তারাধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তাহারা হজরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের দ্বীন অনুযায়ী দ্বীনের বিধি-বিধান তথা হজ্জ, বিবাহ শাদী এবং ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি অন্যান্য অনুষ্ঠানাবলী পালন করিতেন। তবে হ্যাঁ, তাহাদের অধিকাংশই তাওহীদকে বিকৃত করিয়াছিল। কিন্তু তাওহীদের ব্যাপারে হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস্ সালাম স্বীয় ক্বাওমের অনুরূপ জিন্দেগী যাপন করিতেন।

نكته - নুকতা - সূক্ষ্মকথা

مَآ اَعْبُدُ - এর মধ্যে مَنْ (মান) এর পরিবর্তে প্রাধান্য দ্বারা গুণ বুঝান হয় যেন ইশারা করা হইল যে, আমি যাহার ইবাদত (উপাসনা) করি তিনি আজীমুশ্বান মা'বুদ মহিয়ান-গরীয়ান প্রভু; যাহার মহত্ত্ব ও গৌরবের এবং পবিত্রতার সম্পর্কে কেহই অবগত নহে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ (লাকুম দ্বীনুকুম) তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম। ইহা 'লা-আবুদু মাতা'বুদুনা' এবং 'ওয়ালা-আনা আবিদুম্ মা-আবাদ্তুম' এর তাক্‌রির বা বয়ান স্বরূপ হইতেছে। وَلِى (ওয়ালিয়া) এবং আমার জন্যে

بالفتح ياء المتكلم ফাতাহ (জবর) বিশিষ্ট 'ইয়া' মুতাকাল্লিম। دين (দ্বীন) بحذف الياء অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে دينى (দ্বীনি) يا (ইয়া) উহ্য রহিয়াছে এবং শব্দটি ছিল

এবং ইহা ওয়ালা আত্তুম, আবিদুনা মা আ'বুদ' এর তাক্বরীর বা বয়ান স্বরূপ। এখন, অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমাদের দ্বীন বা ধর্ম হইতেছে আল্লাহ পাকের সঙ্গে শরীক করা , যাহা অর্জনে তোমাদের মধ্যেই সীমিত। সে-সীমা অতিক্রম করত: আমার পরিসীমায় তাহা আসিতে পারে না। এই হেতু, তোমাদের লোভ ও খাম-খেয়ালিপনা আমার প্রতি সম্পৃক্ত করিবেনা, কেননা আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব। অধিকন্তু আমার দ্বীন বা ধর্ম হইতেছে তাওহীদ। আল্লাহ তায়ালা ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু বলিয়া বিশ্বাস করা।

مسئله মাসআলা

ক্বোরআনুল কারীমের হাক্বায়েক্ব বা প্রকৃত তত্ত্ব কখনো মনসুখ বা স্থগিত হয় না বরং ইহার উপর আমল করা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকিবে।

ফায়দা-উপকারিতা

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলিয়াছেন ক্বোরআনে কারীমের এই সুরাহ শয়তানের প্রতি কঠোরতায় অন্যান্য সুরাহ হইতে সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী এ জন্যে যে, ইহাতে শুধু তাওহীদ এরই প্রসংগ এবং শিরক হইতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। যে কেহ এই সুরাহ্ পাঠ করিবে সে শিরক হইতে অসন্তুষ্ট হইবে এবং দুষ্ট শয়তান সমূহ পলায়ন করিবে। আর ঐ ব্যক্তি পরকালে খুবই শান্তিতে থাকিবে।

সুরায়ে কাফেরুনের ফজিলত

এই সুরাহ্ কোরআনে কারীমের এক চতুর্থাংশের সমান। হাদিস শরীফে ইরশাদ হইয়াছে যে, প্রত্যেকে নিজের ছেলে-মেয়েদের এই সুরাহ পাঠ করিতে আদেশ। মুসলমান (প্রাপ্ত বয়স্কদের) উচিত রাত্রিকালে শুইবার সময় এই সুরাহ্ পাঠ করিয়া শুইবে; তবে তাহা হইবে না এবং কোন দুঃস্বপ্নও হইবে না। দুষমনে দুষমনি করিতে পারিবে না; শান্তি ও সুখে রাত্রি কাটিবে।

মুসাফিরের শান্তি ও নিরাপত্তাঃ-

যে মুসাফির রাত্রিতে শুইবার সময় নিম্নোক্ত ৫ (পাঁচ) টি সুরাহ পাঠ করিয়া শয়ণ করিবে সে শান্তি পূর্ণভাবে আমানের সহিত রাত্রিযাপন করিবে।

সুরাহ ৫টি

(১) সুরায়ে কাফেরুন
(২) সুরায়ে নসর (ইযা জাআ নাসরুল্লাহ্)
(৩)সুরায়ে ইখলাস (কুল্ হুয়াল্লাহু আহাদ)
(৪) সুরায়ে ফালাক (কুল্ আউজু বিরাব্বিল ফালাক)
(৫) সুরায়ে নাস (কুল্ আউজু বিরাব্বিন্ নাস)

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ - مَكِّيَّة

সুরাতুল্ কাওসার

১০৮ নং সুরা, মক্কী, রুকু-১, আয়াত ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

অর্থঃ- পরম করুনাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে। হে মাহবুব! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার (অসংখ্য গুনাবলী ও অগনিত মঙ্গল) দান করিয়াছি। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করুন। নিশ্চয় যে আপনার শত্রু সে-ই সকল কল্যাণ হইতে বঞ্চিত।

শানে নুযুল-নুযুল প্রসংগঃ- যখন হুজুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান হজরত কাসেম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ওফাত হইল, তখন কাফেররা হুজুরে পাককে 'আবতার' অর্থাৎ উত্তরসূরী বিহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিল। এবং একথা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার কোন বংশধর রহিল না, তাহার পরে তাঁহার আলোচনাও থাকিবে না, এই সমস্ত কিছুরই চর্চ্চা শেষ হইয়া যাইবে। ইহার প্রতিবাদে এ সম্বান্বিত সুরাহ কাওসার নাযিল হইল। আল্লাহ তায়ালা এসব কুফ্‌ফারদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যাস্ত করত: তাদের উপযুক্ত জবাব দিলেন। এবং আল্লাহ পাক ত্বদীয় মাহবুব সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনাবানী শ্রবণ করাইলেন। যথা -হে প্রিয় মাহবুব! কিয়ামত অবধি আপনার আওলাদের সিল্‌সিলা জারী থাকিবে। অত;পর কিয়ামত পর্যন্ত আপনার জিকির (স্মরণ) ও শান চর্চ্চা চালু থাকিবে। কেননা وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (ওয়ারাফা'নালাকা জিকরাক) এবং আপনারই জন্যে আপনার জিকির বা স্মরণকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি।

দেখুন, কারবালায় আহ্‌লে বাইতে এজাম শহীদ হইয়াছেন; কেবল একা ইমাম জয়নুল আবেদীন বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার আওলাদ আজও দুনিয়ায় বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন; দ্বীনের আন্দোলন এবং নবীজীর শান-মান ইত্যাদির চর্চ্চা ও আলোচনা যথাযথভাবে চালু রহিয়াছে। আলেমগণ নবীয়েপাকের দ্বীনে ইলমের চর্চ্চায় ওয়ায়েজীনগণ ওয়াজ বা বক্তৃতার মঞ্চে নবীজীর প্রতি ভক্তিভরে দরূদও সালাম সহকারে নবীজীর শানও আজমতের চর্চ্চা ও আলোচনা অব্যাহত রাখিয়াছেন। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র দুনিয়ার

ঈমানদার গণের রুহানী পিতা। এই জন্যে, হুজুরে পাকের সিফাতী নামসমূহের একটি নাম হইতেছে আবুল আর্‌ওয়াহ। ঈমানদার নরনারীগণ সকলেই হুজুরে আনোয়ার সাহেবে কাওছার আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালামের রুহানী সন্তান। কিয়ামত পর্যন্ত হুজুরে পাকের আজীমুশ্বান মিলাদ শরীফের জাকজমক, এবং হুজুরে পাকের সুমহান শান মানের প্রচার ও প্রসার চলিতে থাকিবে। এবং হুজুরে পাকের আশেকান ঈমানদার সুন্নী মুসলমান সর্বপ্রকার দুষমনের উপর জয়যুক্ত হইবে। আর যে কেহ হুজুরে পাকের ধর্মের সাহায্য করিবেন বিপদাপদ দুঃখকষ্ট অভাব অনটন ইত্যাদি হইতে আল্লাহ পাক রক্ষা করিবেন।

আহলে সুন্নাতের উলামাগনের প্রতি ধন্যবাদ।

সাইয়্যেদেনা হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন বর্তমান যমানা হইতে কিয়াতম পর্যন্ত উলামাগন বিদ্যমান থাকিবেন, যদিও জাহেরী অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় গহন করিবেন কিন্তু তাহাদের নিদর্শন সমূহ কিয়ামতপর্যন্ত বিরাজমান থাকিবে, বিনষ্ট হইবে না। ঈমানদারগণের অন্তরে বাদশাহী বিরাজমান থাকিবে। যেমন সুন্নাতুল জামায়াতের আওলিয়ায়ে কেরামের অবস্থা এবং শান ও মান কাহারও অবিদিত নহে। হুজুর গাউসে পাক সরকারে বাগদাদ সাইয়্যেদেনা হজরত মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী এবং সুলতানু হিন্দ খাজা গরীব নেওয়াজ, সাইয়্যেদেনা হজরত মুঈনউদ্দীন হাসান চিশতীস্থ সুলতানুল মাশায়েখ হজরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া এবং হজরত শাহ জালাল মুজারাদে ইয়ামনী, এবং আলা হজরত ফাজেলে বেরলুভী ইমাম আহমদ রেজা প্রমুখ আওলিয়ায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাঈনের দরবার সমূহে সেই সুমহান নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই দরবার শরীফ সমূহের শাহী জাকজমক পূর্ণ নিদর্শনাবলী দ্বীনের খেদমতে ও আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তথা রুহানী ফয়েজ ও বরকতের খ্যাতি সমগ্র দুনিয়াব্যাপী মশহুর রহিয়াছে। এইহেন শান-মান যদি খাদেমগনের হইয়া থাকে, তবে যিনি মহান মুনীব, কুল কায়েনাতের সরকার হুজুরে আনোয়ার সাহেবে কাওসার মাহবুবে খোদা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান শান ও আজমত কতদূর উচ্চতর ও মহীয়ান, তাহা স্বয়ং আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু-ই ভাল জানেন।

حديث شريف হাদিস শরীফ

হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সুরায়ে কাওসার পাঠ করত: ইরশাদ ফরমান 'তোমরা কি জান কাওসার কি? হুজুরে পাক নিজেই উত্তরে বলিলেন, 'কাওসার বেহেশ্‌তের একটি নহর বা ঝর্ণাধারাস্থ। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আমাকে ইহাতে অগণিত কল্যাণের ওয়াদা করিয়াছেন। উহার পানীয়

মুধ হইতে অধিকতর মিষ্টি, দুধ হইতে অধিকতর সাদা, বরফের চেয়ে অধিকতর শীতল এবং মাখনের চেয়েও অধিকতর কোমল। হাউজে কাওসারের উভয় পার্শ্ব জমরুদ পাথরের এবং উহার চান্দির তৈয়ারী যাহা সংখ্যায় আকাশের নক্ষত্রের পরিমান। উহা হইতে যে পান করিবে সে কখনও পিপাসিত হইবে না। সর্বপ্রথম উহা পানকারী হইবে ফোকারায়ে মুহাজিরিন অর্থাৎ দরিদ্র মুহাজিরগন, যাঁহাদের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল মলিন, এলোমেলো কেশ এবং পাগল বেশ ছিল যাঁহাদের। ধনাঢ্য পরিবারের মেয়েরা যাঁহাদের সহিত বিবাহে সম্মত হইত না; এবং ধনীদের দরজা যাহাদের জন্যে খোলা হইত না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি মৃত্যুবরণ করে তবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে ও দ্বীলের মধ্যে খটকা সৃষ্টি হয়। অথচ তাঁহাদের শান (মর্যাদা) এই ছিল যে, যদি তাঁহারা আল্লাহর নিকট কোন ও কছম (দোহাই) করিয়া বসে তবে অবশ্যই আল্লাহ তাহা কবুল করিয়া থাকেন; এবং তৎক্ষনাৎ তাহা পূরণ হইয়া থাকে। তাফসীরে হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সাইয়্যেদেনা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কাওসার অর্থ اَلْخَيْرُ الْكَثِيْرُ (আল্‌খাইরুল কাছীর) অর্থাৎ, বহু কল্যাণ। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'অনেকেই বলেন যে- কাওছার দ্বারা জান্নাতের একটি নহর বা ঝর্ণাধারা বুঝায়। সাইয়্যেদেনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ঐ হাউজে কাওসার নামক জান্নাতী নহর ও খাইরুল কাছর এর মধ্যে শামিল রহিয়াছে।

কাওসারের আওয়াজ আজও প্রতি মুহুর্ত শুনিতে পাওয়া যায়। সাইয়্যেদা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন-

من اراد ان يسمع خرير الكوثر فليدخل اصبعيه اذنيه (روح البيان شريف)

অর্থঃ- যে কেহ হাউজে কাওসারের আওয়াজ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে সে কানের মধ্যে আংগুল প্রবেশ করাইলে ঐ আওয়াজ শুনিতে পাইবে। হজরত আতা বলেন হাউজে কাওসারকে এই জন্যেই কাওসার বলা হয় যে, উহাতে আগমনকারী সংখ্যা অগনিত হইবে।

হাদিস শরীফ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

حوضى ما بين صنعاء الى ايلة

অর্থঃ- আমার হাউজে কাওসার সানা (ইয়ামন) হইতে ইলিয়া বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বিস্তৃত।

চার ইয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহুমের

আশেকে পুরস্কার এবং তাহাদের দুষমনের শোচনীয় পরিণতি

হুজুরে আনোয়ার সাহেবে কাওসার আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম ইরশাদ করেন, হাউজে কাওসারের চার কোনায় আমার ৪(চার) জন প্রিয় সহচর অবস্থান করিবেন। এক পার্শ্বে হজরত আবুবকর, দ্বিতীয় পার্শ্বে হযরত উমর, তৃতীয় পার্শ্বে হযরত উসমান এবং চতুর্থ পার্শ্বে হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম অবস্থান করিবেন। যে কেহ এই চারিজনের কাহার ও সহিত শত্রুতা পোষণ করিবে তাহার ভাগ্যে হাউজে কাওসারের কিছুই মিলিবে না। প্রতিয়মান হইল যে, হুজুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার ইয়ার অর্থাৎ প্রিয়সহচরগনের আশেক যাহারা হইবে নিঃসন্দেহে তাহারা সৌভাগ্যবান বটে।

ফায়দাঃ- হাউজে কাওসার হাশরের ময়দানে হইবে।

কাওসার সম্পর্কে উত্তম ফায়সালাঃ- অতিশয় প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে,

الكوثر (আল্কাওসার) এর মধে আল্লাহ তায়ালার সমস্ত নিয়ামত শামিল রাখিয়াছে জাহেরী ইউক কিংবা বাতেনী। জাহেরী নিয়ামত তো খাইরাতুদ্দুনইয়া ওয়াল্ আখিরা অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখেরাতের অপরিসীম কল্যাণ আর বাতেনী নিয়ামত হইল উলুমে লুদুনিয়া যাহা হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনা মাধ্যমে ফয়েজে ইলাহীর দ্বারা লাভ হইয়াছে।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (ফাসাল্লি লিরাব্বিকাওয়ান্হার) অর্থাৎ এবং আপনার প্রভূর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। যে অনুগ্রহ দান বা উপঢৌকন আল্লাহ পাক ত্বদীয় মাহবুব সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এনায়েত করিয়াছেন তাহা হুজুর পাকের পূর্ববর্তী কাহাকে ও প্রদান করা হয় নাই এবং হুজুরে পাকের পরবতী কাহাকেও প্রদান করেন নাই। এই হেতু, হুজুরে পাকের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে সালাত ও কুরবানী আদায়ের আদেশ করা হইয়াছে।

نكته নুকতা বা সুক্ষকথা

সালাত বা নামাজকে কুরবানী-র অগ্রগামী করা হইয়াছে, প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কেননা, নামাজ ঐ জাতে পাকের উদ্দেশ্যেই যিনি এহেন নিয়ামত রাজি প্রদান করিয়াছেন এবং যাহার নিয়ামতের কোন সাদৃশ্য বা উপমা হইতে পারেনা। আর ঐ নামাজ খালেছ ভাবে (একনিষ্ঠতার সহিত) ঐ জাতে পাক রাব্বুল আলামিনের জন্যেই, যাহাতে ঐ অণুপম নিয়ামতরাজির শোকরিয়া জ্ঞাপন হয়। এইহেতু, নামাজ হইতেছে এমন ইবাদত যাহা সর্বপ্রকার শোকরিয়া জ্ঞাপনের সমষ্টি।

শোকরের প্রকারভেদ

শোকরিয়া জ্ঞাপনের মাধ্যম তিন প্রকার

(১) ক্বাল্‌ব্ বা অন্তঃকরণ দ্বারা, (২) যবান বা মৌখিক বচন দ্বারা, এবং (৩) আজা বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা

(১) ক্বাল্‌ব্ বা অন্তঃকরণ দ্বারা শোকরিয়া জ্ঞাপন এইরূপ যে, বান্দা আন্তরিকভাবে এ কথার স্বীকৃতি দিবে যে, এহেন নিয়ামতরাজি কেবল তাহারই পক্ষ হইতে লাভ হইয়াছে; অপর কাহার ও পক্ষ হইতে নহে।

(২) যবান বা মৌখিক বচন দ্বরা মুন্‌য়িমে হাকীকী রাব্বুল আলামিনের শোকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) জ্ঞাপনার্থে একান্তভাবে তাহার প্রশংসাস্তুতি করা।

(৩) অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা শোকর গোজার কল্লে সুনিয়মে কারীম রাব্বুল আলামিনের বন্দেগী করা এবং তাঁহার সম্মুখে অত্যন্ত আযিযি ইনকেছারী অর্থাৎ, বিনয় নম্রতার সহিত উপস্থিত হওয়া। অতএব, শোকর আদায়ের বর্ণিত সমস্ত প্রকারের সমষ্টিগত ইবাদত হইল সালাত বা নামাজ। যাহার আদেশ স্বয়ং আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু ইরশাদ করিয়াছেন।

ফায়দা উপকারিতা

কুরবানীর হুকুম এই জন্যে যে, উহা আরববাসীগনের উৎকৃষ্টতম আমল সমূহের অন্যতম। অর্থাৎ, উটকুরবানী কর আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

ফায়দা উপকারিতা

সারকথাএই যে, অসহায় দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে সদকা বা দান-খয়রাত করিবে। পক্ষান্তরে, যাহারা ইহার বিপরীত করিবে অর্থাৎ, গরীব দুঃখীদিগকে ধমক দিবে কিংবা গলাধাক্কা দ্বারা তাড়াইয়া দিবে; কিংবা নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দিতে অস্বীকার করিবে তাহারা এই সুরায়ে কওসার এবং সুরায়ে মাউন (আরায়াইতাল্লাজি) এর বিপরীত বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগনিত হইবে।

مسئلہ মাসআলা

অনেক উলামার অভিমত হইল যে, সুরায়ে কাওসারের নামাজের আদেশ দ্বারা ঈদের নামাজ বুঝায়। কেননা, ইহার সহিত কুরবানীর সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাফসীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ সুরায়ে কাওসার মাদানী সুরাহ।

ফায়দাঃ- হজরত আতিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে, এই নামাজের দ্বারা ফজরের নামাজ জামাত সহকারে বুঝায়। আর কুরবানী দ্বারা মিনা-র কুরবানী বুঝায়।

অনায়াসে ৬০ (ষাট) কুরবানীর ছওয়াব

হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি গরীব ও (মুহতাজ) সম্বলহীন, কুরবানী করিতে অসমর্থ অথচ কুরবানীর ছওয়াব পাইতে ইচ্ছুক; সে ব্যক্তি কি করিবে? হুজুরে পাক ইরশাদ ফরমাইলেন, সে ব্যক্তি যদি চার রাকাত নামাজ পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে সুরায়ে ফাতেহার পর সুরায়ে কাওসার ১১ (এগার) বার করিয়া পাঠ করে; তবে তাহার আমল নামায় ৬০ (ষাট) কুরবানীর ছওয়াব লিপিবদ্ধ করা হইবে। কাশফুল্ আসরার নামক কিতাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

নামাজে হাত বাঁধা শিয়াদের প্রতিবাদ

সাইয়্যেদেনা হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন

اَلنَّحْرُ هُنَا وَضَعَ الْيَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ عَلَي النَّحْرِ (روح البيان)

অর্থঃ- এই স্থানে نحر (নহর) এর অর্থ হইতে নামাজের মধ্যে উভয় হাত সিনায় (বক্ষস্থলে) রাখা (রুহুলবয়ান শরীফ)

দোয়ায় হাত উঠানো সম্বন্ধে নজদী ওয়াহাবী দেওবন্দীদের প্রতিবাদঃ-

হজরত সোলায়মান তাইমী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন - ارفع يديك بالدعاء الى نحرك

অর্থঃ- দোয়ার মধ্যে দুই হাত সিনা (বক্ষস্থল) পর্যন্ত উত্তোলন করিবে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, নজদি খারেজী ওয়াহবীদের ন্যায় দেওবন্দী ওয়াহাবীরাও দোয়া মুনাজাতে হাত উঠাইতে নারাজ। অথচ দোয়ার মধ্যে হাত উঠানো সুন্নাত।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (ইন্না শানিয়াকা হুয়াল্ আব্তার)

অর্থঃ- হে প্রিয় মাহবুব! নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আপনার দুষমন সে-ই আবতার বা যাবতীয় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত।

আল্-আবতার অর্থ যাবতীয় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত, লেজকাটা অর্থাৎ, নির্বংশ বা উত্তরাসূরী বিহীন। অতএব, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুজুরে আনোয়ার সাহেবে কাওছার আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালামের যাহারা শত্রু দুষমনে রাসুল বলিয়া যাদের আখ্যায়িত করা হয় তারাই আল্ আবতার রূপে বিবেচিত। উপরিবর্ণিত সমস্ত অর্থই উক্ত দুষমনদের বেলায় অর্থাৎ, স্থান-কাল পাত্র ভেদে সব অর্থই প্রযোজ্য।

আল্লাহ্ পাকের অশেষ ফজল ও রহমতে সুরায়ে কাওসারের তাফসীর সংক্ষেপে সমাপ্ত।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ - مَكِّيَّه

সুরায়ে মাউন

১০৭ নং সুরা, মক্কী, রুকূ ১, আয়াত ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

অর্থঃ- পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে। (১) হে নবী! আপনি দেখিয়াছেন কি, যে কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে? (২) সুতরাং সে-ই তো ঐ ব্যক্তি, যে এতিমকে গলা-ধাক্কা দিয়া তাড়ায়। (৩) এবং অসহায় দরিদ্রদিগকে আহার প্রদানে উৎসাহিত করে না।

(৪) সুতরাং ঐ সমস্ত নামাজীদের জন্যে ধ্বংস রহিয়াছে।

(৫) যাহারা নিজের নামাজের প্রতি অমনযোগী।

(৬) আর যাহারা লোক-দেখানো ইবাদত করে।

(৭) এবং যাহারা প্রতিবেশী দিগকে নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ধার দিতে নিষেধ করে।

تفسير عالمانه আলেমানা তাফসীর

اَرَءَيْتَ আপনি দেখিয়াছেন কি? অর্থাৎ-হে প্রিয়তম, রাসুলে আরাবী! আপনি কি জানেন? الذى يكذب بالدين ঐ ব্যক্তিকে, যে কিয়ামত দিবস অর্থাৎ পাপ-পূর্ণ্যের সুবিচার ও ইহার প্রতিফল-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, কিংবা ধর্মকে অবিশ্বাস করে। যদি অবগত না থাকেন, এবং অবগত হইতে ইচ্ছুক হন, তবে, فذالك الذى يدع اليتيم জানিয়া লউন, সে-ই তো ঐ ব্যক্তি যে এতিমদেরকে প্রতারণা করে, গলা ধাক্কাসহ দূর করিয়া দেয়। ইহা মাহযুফ্ বা উহ্য শর্তের জবাব। এবং ذالك মুরতেদা এবং মাউছুল তার খবর। ইহাতে আবু জাহেলকে বুঝায়। কেননা, সে এতিমের ওয়াছি (দায়িত্ব প্রাপ্ত) ছিল।

আবু জাহেলের প্রতি মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামাল ও অনুগ্রহের প্রকাশ

একবার আবু জাহেলের নিকট ঐ এতিম উলঙ্গাবস্থায় আসিয়া ছওয়াল করিল;

আবু জাহেল তাকে প্রতারণা করিয়া বঞ্চিত করিল। ইহাতে কুরায়েশ সর্দার তাকে বলিল, আবু জাহেলের নিকট হযরত মুহাম্মাদ (মুস্তাফা সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুপারিশ করিতে নিয়া যাও।

তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, কিন্তু নবীয়ে দো-জাঁহা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনও ভিক্ষুককে নিরাস করিতেন না। এইজন্যে হুজুরে পাক ঐ এতিমকে নিয়া সুপারিশের জন্যে আবু জাহেলের নিকট পৌছিলেন। হুজুর সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া অপারগ অবস্থায় তাজিম সহকারে দাঁড়াইয়া গেল; এবং হুজুরে পাকের নির্দেশে আবু জাহেল এতিমকে বহু মাল-সামান দিয়া দিল। এ ঘটনা অবগত হইয়া কোরায়েশ সর্দারগণ আবু জাহেলকে অপবাদ দিতে লাগিল-- কি হে! তুমি না কি সাবী (ধর্ম ত্যাগী) হইয়া গিয়াছ ? আবু জাহেল বলিল, 'খোদার কসম, আমি সাবী (ধর্মত্যাগী) হই নাই; কথা শুধু এই যে, আমি তাঁহার (রাসুলে আকরাম) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পিছনে কেবলই বর্শা আর বর্শা দেখিতে পাইলাম। যদি আমি তাঁহার কথা অমান্য করিতাম তবে বর্শার আক্রমণ হইয়া যাইত।'

وَلَا يَحُضُّ (ওয়ালা-ইয়াহুদ্দু) - এবং উৎসাহ প্রদান করে না; সচেতন করে না। নিজের পরিবার -পরিজনদিগকে কিংবা অন্যান্য প্রতিবেশী দুনিয়াদারদিগকে।

عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (আলা ত্বাআমিল্ মিছকিন) অসহায় মিসকিনদিগকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করে না, খাদ্য-সামগ্রী ব্যয় করা মিসকিন, দরবেশ এবং সহায়-সম্বলহীনদের মধ্যে তাহার (আবু জাহেলের) নিজের পক্ষে তো হিংসা বিদ্বেষ, সম্পদের লিপ্সা ও কৃপণতার কারণে সম্ভবই হয় না; উপরন্ত অন্যান্য লোকদেরকে সে কেমন করিয়া উৎসাহিত করিবে? ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে কোন কাজ নিজে না করা এবং অন্যান্যদের উৎসাহ প্রদান করা হইতে বিরত থাকা মিথ্যাবাদীরই আলামত। فَوَيْلٌ -(ফাওয়াইলুন) অর্থাৎ খারাবী, আফসুস্ ও অনুতাপ। অসহায় এতিম মিসকিনদিগের প্রতি সেবার মনোভাব পোষন না করা, এবং ইহাদের প্রতি বে-পরওয়া হওয়া, কিংবা কোন কিছুর ধার না ধারা ধর্মকে মিথ্যা ধারনা করার শামিল। তৎসঙ্গে, পাপ-পূন্যের সুবিচার দিবসকে ও প্রতিফলকেও অস্বীকার ও মিথ্যা-প্রতিপন্ন করার আলামত। ইহাকেই تَكْذِيْبِ بِالدِّيْنِ অর্থাৎ-দ্বীন বা ধর্মকে মিথ্যা প্রমানের আলামত বলা হয়। ইহার পরিনাম অত্যন্ত শোচনীয়- জাহান্নামের ভয়ংকর আজাব।

لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ

অর্থ- ঐ নামাজীদের জন্যে আক্ষেপ, যাহারা নিজেদের নামাজ ভুলিয়া বসিয়া

আছে - অর্থ্যাৎ নিজের নামাজের প্রতি অমনযোগী এবং ঔদাসিন্য প্রদর্শন কারী যাহারা।

مسئله **মাসআলা**

সহু অর্থ্যাৎ, গাফলত বা অলসতা দ্বারা যে গোনাহ্ হয় উহার নাম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এহেন অর্থে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজে সহু মুরাদ লওয়া ঈমান নাশক কুফুরী। এই জন্যে যে, হুজুরে আকরাম সর্বপ্রকার গাফ্লত্ এবং খাতা সহু হইতে মা'সুম বা পবিত্র। বরং আওলিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত মাহ্ফুজ-অর্থাৎ খাতা (ভুল-ভ্রান্তি) হইতে সুরক্ষিত।

سهو کی اقسام **সাহু বা ভুল-চুক-এর প্রকারভেদ**

প্রথম প্রকার এই ধরনের ভুল-ভ্রান্তি যাহার দ্বারা ঘটিয়া থাকে তাহার কার্য-কারন সম্পর্ক মূলত; সৃষ্টি হয় নাই। এই জন্যে তাহার কৃতকর্মের জন্যে তাহাকে দায়ী কিংবা অভিযুক্ত করা হয় না। তাহাকেই মজনুন বা পাগল আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। আর সেই ব্যাক্তি যাহাকে ইচ্ছা অনর্থক গালি দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার ঐ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি যাহাতে বান্দার ইচ্ছাকৃত কার্য-কলাপ অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় শরাবখোর ব্যক্তি শরাব পান করতঃ নেশাগ্রস্থ অবস্থায় যে কোন অপকর্ম অনায়াসে ঘটাইতে পারে।

প্রথমোক্ত ভ্রান্তি ক্ষমার যোগ্য, আর দ্বিতীয় প্রকার ভ্রান্তির ক্ষমা হয় না। তাহাতে অভিযুক্ত ও গ্রেফতার হওয়া এবং যথার্থ শাস্তিভোগ করা অবধারিত। মোটকথা, আলোচিত ব্যক্তির দোষ ইহাই যাহা বর্ণিত আয়াতে কারিমায় ইরশাদ হইয়াছে। এখন মর্মার্থ এই হইল যে, ঐ ব্যক্তি নামাজ তরক বা বর্জন করিতেছে সাহু বা মারাত্মক ভুলের দ্বারা এবং তাহার ভ্রুক্ষেপ বা মনযোগের স্বল্পতা, কর্মস্পৃহার অভাব জনিত কারণ বশতঃ। আর ইহা মুনাফিক সম্প্রদায় অথবা আহ্লে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত ফাছেকবৃন্দ (পাপাসক্ত জন) -এর কাজ। উদাহরন স্বরূপ, আওয়াম জনসাধারন এবং কিছু কিছু খাছ লোকদিগের নামাজ তরক করার স্বভাব। এই বিষয়টি عن (আন) -এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এইহেতু, হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- আলহামদুলিল্লাহ্ - আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যে, এই স্থানে আল্লাহ পাক فی (ফি) বলেন নাই, عن (আন) বলিয়াছেন। কেননা যদি ফি বলিতেন তবে فی صلوتهم এর মর্ম তো এ-ই হইত যে, তাহাদের ভুল-চুক আকস্মিক বা ঘটনাক্রম অনুসারে ঘটিয়া যাইত।

سهو کس کو **ভুল-ভ্রান্তি কাহার হয়**

সাহু বা ভুল-ভ্রান্তি হয়ত শয়তানী ওয়াস-ওয়াসা (কুমন্ত্রনা) দ্বারা অথবা নফসানী বা প্রবৃত্তির অনুপ্রেরনার ফলে ঘটিয়া থাকে। এই ধরনের কুমন্ত্রনা ও কু-প্ররোচনা

হইতে কোনও মুসলমান রক্ষা পায় না। ইহাতে জান বাঁচান বা দায়িত্ব এড়ানো সহজ নয়।

حديث شريف - হাদিস শরীফ

হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে- হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, 'এই আয়াত তোমাদের জন্যে উত্তম, ইহাতে তোমাদের প্রত্যেকেরই সমগ্র দুনিয়ার তুলনায় নেয়ামত লাভ হয়।'

ওয়াহাবী- দেওবন্দী মোল্লাদের প্রশ্ন

জনৈক দেওবন্দী-ওয়াহাবী মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করা হইল- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ও কি ভুল-চুক প্রকাশ পাইয়াছে? দেওবন্দী মোল্লা উত্তরে বলেন- نعم (না আম)-হাঁ, যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন شغلونا عن صلوة العصر -তিনি আমাকে আসরের নামাজে মশগুল রাখিয়াছেন; অর্থাৎ খন্দকের দিন। আবার ফরমাইয়াছেন- مَلَأَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ نَارًا

অর্থঃ- আল্লাহ তাহাদের দীলসমূহ কে অগ্নিদ্বারা পরিপূর্ন করুন।

এবং হাদিস শরীফে আসিয়াছে যে, লাইলাতুত্ তা'রছে ফজরের নামাজে নবী আলাইহিস্ সালামের সাহু হইয়াছে। অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জহুরের দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া সালাম ফিরাইয়াছেন। হজরত আবুবকর সিদ্দিক: রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! নামাজ তো দুই রাকাত পাঠ করিয়াছেন। অত:পর, হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বাকী দুই রাকাত নামাজ সংযোজন করিলেন।

ইহাতে দেওবন্দী ওয়াহাবী মোল্লা দলীল দিয়া থাকে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহু বা ভুল-চুক হইয়াছে।

ইহার প্রতি উত্তর

তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফের প্রনেতা হজরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ভাষায়, হুজুর সাইয়্যেদে কাওনাঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহু (ভুল-চুক) যাহা হাদিসের ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা ব্যতিক্রম ও অন্যান্য মানুষের সাহু বা ভুল-ভ্রান্তির মতো নহে। হুজুরে আনোয়ারের মতো কেহ আছে কি? আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব আলাইহিস্ সালাতু ওয়াসালামের তুলনায় দুনিয়ায় কেহই নাই। হুজুরে পাক সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের প্রেমে বিভোর থাকিতেন। এইহেতু, হুজুরে পাক বলিতেন- আমার চক্ষু নিদ্রায় গমণ করিলেও আমার দীল জাগ্রত থাকে। (রুহুল বয়ান শরীফ-১০ম খন্ড

৫২৩ পৃষ্ঠা) পরিতাপের বিষয় হইল, দেওবন্দী-ওয়াহাবী মোল্লাদের নীতি-ই হইল, হুজুর সারোয়ারে কায়েনাতের সাহু-কে নিজেদের ভুল ভ্রান্তির উপর কিয়াস করিয়া থাকে। অথচ হুজুরে পাকের হইতেছে সাহু তালিমের সূত্রে এবং মর্জিয়ে ইলাহী অনুসারে।

সুফীয়ানে কেরাম বলিয়েছেন যে, হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহেন সাহুর মধ্যে অপরিসীম ভেদ তত্ত্ব ও রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

ফায়দা-হজরত ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু سَاهُون (সাহু-ন) এর স্থলে لَاهُون (লাহু-ন) পড়িয়াছেন।

সবক ঃ শিক্ষা

জ্ঞানবানদিগের কর্তব্য হইল নামাজকে নষ্ট না করা। কেননা, ইহা (নামাজ) মে'রাজুল মুমিনীন-মুমিন গণের জন্যে নামাজ মে'রাজ স্বরূপ। এইজন্যে, নামাজের মধ্যে এদিক-সেদিক মনযোগ দেওয়া, নামাজে কি পাঠ করা হইতেছে সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আক্ষেপের কথা, কেহ কেহ নামাজ শেষে এই খবরও রাখে না যে, কত রাকাত নামাজ পড়িল বা কি পড়িল।

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ অর্থাৎ যাহারা প্রদর্শনের ইচ্ছায় বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বন্দেগী করে, যেন লোকজন তাহার সম্পর্কে আলোচনা করে। অর্থ্যাৎ, তাহার প্রশংসা করে।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হইয়াছে لا غمت فى فرائض

অর্থঃ- ফরায়েজে ইলাহী (যাহা অপরিহার্য) গোপন করা অনুচিত। কেননা, ফরায়েজসমূহ প্রকৃত পক্ষে ইলানুল ইসলাম বা ইসলামের ঘোষণা এবং শিয়ারে দ্বীন বা ধর্মের নিদর্শন। কাজেই উহা বর্জনকারী তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হইয়া যায়।

مسئله মাসআলা

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা উহাকে বলে লোকদেখানো উদ্দেশ্যে যে সমস্ত নেক কাজ করা হয়। রিয়ার শরয়ী হুকুম শিরক্ এবং শিরকের পরিণাম জাহান্নাম।

ফায়দা-উপকারিতা ঃ রিয়া হইতে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত মুশকিল। কেননা, ইহা কাল রং-এর ছোট্ট পিপিলিকার ন্যায় কাল পাথরের উপর দিয়া অন্ধকার রাত্রিতে চলাচল করিবার উদাহরণ স্বরূপ যাহা অত্যন্ত গোপনীয়, সহজে দৃষ্টিগোচর হয়না।

کلید در دوز خست آں نماز * که در چشم مردم گزارے دراز

অর্থাৎ, জাহান্নামের দরজার চাবি ঐ নামাজ যাহা লোকদেখানো উদ্দেশ্যে লম্বা লম্বা করিয়া আদায় করা হয়। অর্থাৎ, কেরাত, রুকু-সেজদা ইত্যাদিতে দীর্ঘসময়

কাটান হয় রিয়াকার এবং মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুনাফিকের অন্তরে কুফুরী গোপন রাখিয়া ঈমানকে প্রকাশ করিয়া ইবাদত করে, আর রিয়াকার বা প্রদর্শনকারী মুমিন বটে, তবে সে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বন্দেগী করে, যেন লোকজন তাহাকে নেককার-পরহেজগার ধারনা করে। সুফীয়ানে কেরামের অভিমত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি আমল বা কার্য-কলাপ ও আচরণকে নফছে জুলমানিয়া কু-প্রবৃত্তির সহিত সম্পৃক্ত করে সে রিয়াকার বটে।

وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

'এবং প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ধার চাহিলে দিতে অস্বীকার করে।'

(আল্‌মাউন) দ্বারা অল্প জিনিসপত্র বুঝায়, এবং যাকাতকে মাউন' বলা হয়। কারণ, মালের ৪০ (চল্লিশ) ভাগের ১ (এক) ভাগ প্রকৃত মালের তুলনায় অল্পই হইয়া থাকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ ইহাও বুঝায় যে, সে যাকাত প্রদান করে না। এখন মর্মার্থ এই হইয়াছে যে, ঐ ব্যক্তি যাকাত প্রদানে বাঁধাদান করে, ইহার আলোচনা নামাজের পরে আসিয়াছে। এই স্থানে, 'মাউন' দ্বারা যাকাতই হউক আর নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই হউক যাহা একে অপরকে ধার দিয়া থাকে ইহার প্রতিরোধকারীর যে ধরনের অপরাধ ও শাস্তির ঘোষণা হইয়াছে; অনুরূপভাবে, নামাজ তরককারী নামাজে অলসতাকারী এবং নামাজে রিয়াকারী সকলের জন্যে একই হুকুম একই পরিনাম সকলের।

নাম ইসলামের স্তম্ভ বা খুঁটি, নামাজে অলসতা এর রিয়া কুফুরীর অংশ বিশেষ। ইসলামের বহু ঠিকাদার বরং বহু আলেম আজকাল এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই হেতু, আফসুস, শত আফসুস!

ফায়দা-উপকারিতা

কর্জ বা ধার স্বরূপ ঐ দ্রব্য-সামগ্রী বুঝায় যাহা ধার হিসেবে পরিচিত এবং যেসব মা'মুলী দ্রব্যাদি দ্বারা একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করিতে পারে। যেমন- দা, কুড়াল, কোদাল, খুন্তি, শাবল, কাঁচি এবং আগুন, পানি, লবণ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী। এই দ্রব্যাদি সাধারণ একদিন কিংবা আধা দিন অথবা অল্প সময়ের জন্যেই ধার চাহিয়া থাকে।

হাদিস শরীফ

বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মু'মেনীন হজরত সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলিয়াছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঐ সমস্ত জিনিস পত্র কি কি যাহা ধার না দেওয়া জায়েজ নহে? হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করেন-'পানি, অগ্নি, লবণ।' উম্মুল মু'মেনীন বলেন- আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম-এই সমস্ত তো সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস। হুজুরে পাক ইরশাদ করেন " হে হামিরা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) যে ব্যক্তি কোন প্রার্থীকে অগ্নি দিল, সে যেন সমস্ত খাদ্য দ্রব্য সদকা বা দান করিল।

যে ঐ অগ্নি দ্বারা রান্না করিল (তাহার সহিত ঐ অগ্নি প্রস্তুতকারী) দিয়াশলাই ও শামিল রহিল। আর যে কেহ কাহাকে ও কিছু লবণ দিল, সেও যেন সমস্ত খাদ্য দ্রব্য সদকা করিল। আর যে কেহ সামান্য পানি দিল সে যেন একটি জানকে জান উপহার দিল (কাশফুল আসরার)।

মাসআলা

এই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী ধার দিতে বারণ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ যখন ঐ দ্রব্যাদি অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। অবশ্য বিনা প্রয়োজনে ঐ সমস্ত চাওয়া নিন্দনীয় বটে।

আইনুল মাআনী গ্রন্থে আছে যে, এই সমস্ত দ্রব্যাদি প্রদানে বাধা দানকারী যেন হাউজে কাওসার হইতেই বাধা প্রদান করিল। আর যে ব্যক্তি অসহায় এতিম, মিসকিন বা দরিদ্র জনসাধারণকে সাহায্য করিল সে যেন হাউজে কাওসারের হকদার হইল।

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ - مَكِّيَّه

সুরায়ে কোরায়েশ

১০৬ নং সুরা, মক্কীয়া, রুকু ১, আয়াত ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوْا

رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

অর্থঃ- পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামের আরম্ভ করিতেছি।

১। এই জন্যে যে, কোরায়েশদিগের মধ্যে অনুরাগ প্রদান করিয়াছেন।

২। শীত ও গ্রীষ্মকালে উভয় সফরের মধ্যে তাদের অনুরাগ (প্রীতি) প্রদান করিয়াছেন।

৩। সুতরাং তাহাদের উচিত তাহারা যেন এই ঘরের মহা-প্রতিপালকের উপাসনা করে।

৪। যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার দিয়েছেন এবং তাহাদিগকে এক বড় ভয় হইতে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ

কোরায়েশদিগের মধ্যে অনুরাগ বা প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে। ইহা فَلْيَعْبُدُوْا। এর সহিত সম্পর্কযুক্ত। প্রসিদ্ধ নাহ্‌র শাস্ত্রবিদ যাজ্জাজ-এর কথা হইল, কালামে যে শর্তের মর্ম হয় উহার জন্য (ফা) শাতিয়া হয়। কেননা, অর্থ হইতেছে اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اِنْ।অর্থাৎ, যদিও তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার অগনিত নিয়ামত রহিয়াছে; আর যদি তাহারা অপরাপর নিয়ামতের শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে আল্লাহর ইবাদত নাও করে, অন্ততঃ ঐ বড় নিয়ামত সমূহের জন্যে তো ইবাদত করিতে পারে।

حضرت هاشم کا کار نامه

হজরত হাশেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঐতিহাসিক কীর্ত্তি

কোরায়েশ দিগের রীতি ছিল যে, যখন তাহাদের মধ্য হইতে কোন একজনের দরিদ্রতা ও অভাব অনটন প্রকট আকারে দেখা দিত তখন সে তাহার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে লইয়া কোন এক স্থানে তাবু খাটাইয়া তথায়

আমরণ অবস্থান করিত। এবং সেই স্থানেই মৃত্যুবরণ করিত। হজরত হাশেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানা পর্যন্ত কোরায়েশগণের একই অবস্থা ছিল। তাঁহার কওম বা গোত্রের অধিপতী তিনি ছিলেন। তিনি স্বীয় কওমে কোরায়েশকে সমবেত করিয়া ভাষণ দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যে রীতি প্রচলিত রহিয়াছে এবং তাহা তোমরা এখতিয়ার করিয়া লইয়াছ, ইহাতে ঐ সময় বেশী দূরে নহে যখন লবণ যেমনি আটার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, তোমরাও তেমনি ভাবে দুনিয়ায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। অথচ তোমরা আহলে হারামের (কাবাঘরের) উত্তরাধিকারী এবং আদম আলাইহিস সালামের খাদেম বৃন্দের আওলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী। সমস্ত মানুষ তোমাদেরই অধীনে। সমবেত কোরায়েশ জনতা সমস্বরে বলিল 'অদ্য হইতে আমরা সকলেই আপনার অধীনে। কোন অবস্থায় আমরা আপনার বিরোধীতা করিব না।' আপনি প্রত্যেক বড় দলকে ২(দুই)টি সফরের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। শীতকালে মুলকে ইয়ামনে এবং গ্রীষ্মকালে শামদেশে সফরে বা বিদেশ যাত্রায় পাঠাইয়াছেন। এই জন্যে যে, ইয়ামান ভয়ানক গরমের দেশ এবং শামদেশ ভীষণ শীতের এবং উত্তম দেশ। আর উভয় দেশই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বড় উত্তম। যাহার যে ব্যবসা ইচ্ছা তাহা করিতে পারা যায়। লাভবান হওয়া যায় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ গরীব মিসকিনদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। হজরত হাশেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ অবদানে কোরায়েশ জনসাধারণ ধনী ও সমৃদ্ধশালী হইয়াছে। অতঃপর, ইসলাম রবির আবির্ভাব যখন হইয়াছে তখনও কোরায়েশ জাতি ঐ অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কারণে আরব জাহানে কোরায়েশদিগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধনী-মানী ও সম্মানী আর কেহই ছিল না। হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম গুণী-মানী ও সম্মানী ছিলেন, যিনি মুলকে শামে গন্দমের ব্যবসা করিতেন।

কোরায়েশ বংশের পরিচয়

কোরায়েশ নজর বিন কেনানার পুত্র। তাহার সহিত যাহার নিসবত বা সম্পর্ক নাই সে ব্যক্তি কোরায়েশী নহে। قريش - مكيه এর ক্ষুদ্রকরণ উহা একটি বৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণী যাহা নৌকাসমূহের সহিত খেলা করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে নৌকা সমূহ উল্টাইয়া দেয় কিংবা ঠোকর বা ধাক্কামারিয়া নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই সামুদ্রিক প্রাণী হাঙ্গর নামে পরিচিত এবং ইহাকে অগ্নি ব্যতীত ধরা যায় না। কোরায়শ নামক জাতিকে ঐ হাঙ্গর নামক সামুদ্রিক প্রাণীর তুলনা করা হইত। হাঙ্গর যেমন অন্যান্য প্রাণিকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে এবং সে নিজে পরাস্ত হয়না, তেমনি কোরায়েশ জাতি সকল জাতির প্রধান ও বিজয়ী। এ জাতি কখনো পরাজিত হয় নাই, সমস্ত জাতি ইহাদের অধীনস্থ ছিল।

الْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ

অর্থ ঃ- শীত ও গ্রীষ্ম উভয় কালে তাদেরকে বিদেশ ভ্রমনে অনুরাগসহ অভ্যস্ত করা হইয়াছে।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ

অর্থঃ- সুতরাং তাহাদের উচিত ঐ পবিত্র ঘরের মহান প্রতিপালকের উপাসনা করা যিনি তাহাদিগকে আহার সামগ্রী দান করিয়াছেন। অর্থাৎ এ উভয় সফরের কারণে যার উপর তাহার ক্ষমতালাভ করিয়াছে। অতঃপর কেবল এই জন্যেও যে, তাহারা বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতিবেশী অথবা, এই জন্যেও যে, তাহাদের জন্যে হজরত ইবরাহিম খলীলুল্লাহ্ আলাইহিস্ সালাম নিরাপত্তা ও বরকতের (সমৃদ্ধির) দোয়া করিতেন।

مِنْ جُوْعٍ অর্থাৎ, ক্ষুধার্ত অবস্থায়।

অর্থাৎ- এ উভয় সফরের পূর্বে কোরায়শ জাতি প্রচন্ড ক্ষুধার তাড়নায় পতিত ছিল। এমন কি সেই সময় পর্যন্ত এ দুরবস্থা বিরাজমান ছিল যখন আমরুল আলী হজরত হাশেম রাদিয়াল্লাহু আনহু সমগ্র কোরায়েশ জাতিকে একত্র সংঘবদ্ধ করতঃ উক্ত দুইটি সফর বা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রার অনুমোদন দান করেন।

وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ অর্থঃ- এবং তাহাদিগকে এক বড় ভয় হইতে রক্ষা করিয়া শান্তি প্রদান করিয়াছে।

অর্থাৎ- প্রচন্ড ক্ষুধার সময় অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা দ্বারা কোরায়েশ সম্প্রদায়কে এক বড় ধরনের বিপর্যয় হইতে রক্ষা করতঃ আল্লাহপাক তাহাদিগকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করিয়াছেন।

قریش کے فضائل কোরায়েশ বংশের মর্যাদা

বিবি উম্মেহানি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরায়েশ জাতির সাতটি বৈশিষ্ট্য ও মযার্দা বয়ান করিয়াছেন যাহা ইতিপূর্বে আর কাহারও নসীব হয় নাই কিংবা পরবর্তীতে ও অন্য কাহারও ভাগ্যে জুটে নাই। তাহা যথাক্রমে এইঃ- (১) নবুওয়াত, (২) খেলাফত, (৩) বায়তুল্লাহ্ শরীফের হিজাবাত (কাবা শরীফের আওতাভুক্ত), (৪) সাকায়া বা পানির পাত্র (তাদের জিম্মায়), (৫) আসহাবে ফীল বা হস্তী বাহিনীর মোকাবেলায় তাদের উপর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়া, (৬) ৭ বৎসর একাধারে আল্লাহর ইবাদত গোজার হওয়া, কোন বর্ণনায় ১০ বৎসরের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। এইভাবে আর কেহ কোন সময় ইবাদত করে নাই। (৭) তাদেরই সম্পর্কে (কোরায়েশ জাতির) সুরায়ে কোরায়েশ বা 'লেইলাফ' অবতীর্ণ হইয়াছে।

এবং আল্লাহ পাক স্বয়ং এই সুরার নামকরণ করিয়াছেন-'লিইলাফে কুরায়শিন'।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ - مَكِّيَّة

সুরায়ে ফীল

১০৫ নং সুরা, মক্কী, রুকু-১, আয়াত-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۞ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۞ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۞ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۞

পরম করুনাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে।

অর্থঃ- হে মাহবুব! আপনি কি দেখেন নাই, আপনার প্রতিপালক হস্তী-আরোহী-বাহিনীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তাদের চক্রান্তসমূহকে কি ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেন নাই? এবং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে আবাবিল পাখির ঝাঁকসমূহ প্রেরণ করিয়াছেন সেই পাখি -সৈন্য তাদের উপর খণ্ড খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিল। অতঃপর, তাহাদিগকে চর্বিত তৃণ পত্রের ন্যায় করিয়া দেওয়া হইল।

تفسير عالمانه আলেমানা তাফসীর

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ

অর্থাৎ, হে প্রিয়নবী! আপনি কি প্রত্যক্ষ করেন নাই যে, আপনার প্রভু হস্তী-ওয়ালা বাহিনীর সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছেন? অর্থাৎ, তাদের কী দশা ঘটাইয়াছেন। এই খেতাব বা সম্বোধন হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করা হইয়াছে। এই জন্যে যে, হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বৎসরই শুভ জন্মলাভ করিয়াছেন। হুজুরে পাকের শুভ-আবির্ভাবের মাত্র ৫৫ (পঞ্চান্ন) দিন পূর্বের ঘটনা। হস্তী-ওয়ালা'র দ্বারা আবরাহা এর লস্কর বা সৈন্য বাহিনীকে বুঝানো হইয়াছে; এবং فيل (ফীল) দ্বারা বড় হাতী যার নাম ছিল 'মাহমুদ' এবং ইহার উপাধি ছিল আবুল আব্বাস। এই আলোচনা পরে আসিবে। এই সমস্ত ইহারই (বড় হাতীর) সহিত সম্পৃক্ত করা হইয়াছে, কেননা ইহা সকলের অগ্রভাগে ছিল এখন অর্থ এই হইল যে, হে প্রিয় হাবীব! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই সমস্ত বিষয়ে আপনাকে পূর্বেই পরিদর্শনও পর্যবেক্ষণ করান হইয়াছে।

ارهاص کیا ہے ইরহাছ কি ও কেন?

'ইরহাছ' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের দাবীর পূর্বে প্রকাশিত আলৌকিক ব্যাপার; যাহা মু'জেজার সহিত সাদৃশ্য মূলক এবং মু'জেজার সম্পর্কে দৃঢ়তাস্থাপনে ভূমিকা স্বরূপ। যথা-হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত প্রকাশের পূর্বে আকাশের মেঘ আসিয়া হুজুরে আনোয়ারকে ছায়া প্রদান করিত। মাটির ঢিলাসমূহ এবং প্রস্তর খণ্ডসমূহ হুজুরের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছে।

ف ফায়দা

'ফাত্হুর্ রাহমানের' মধ্যে আছে, হস্তী বাহিনীর ঘটনা মহরম মাসের মাঝামাঝি এবং মাওলুদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল। এবং হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়দায়েশ মুবারক রবিউল আউয়ালের ১২ (বার)-ই তারিখ হইয়াছে। হাতীর ঘটনা এবং রাসুলে পাকের শুভাগমনের মধ্যে মাত্র ৫৫ (পঞ্চান্ন) রাত্রির ব্যবধান ছিল। তাওয়ারিখে ইউনানিয়া'র নির্ভরযোগ্য হিসাব অনুযায়ী হজরত আদম আলাইহিস সালামের দুনিয়ায় অবতরন করার পর ৬১৬৩ (ছয় হাজার একশত তেষট্টি) বৎসর অতীত হইয়াছিল। আর ঐতিহাসিকগণের ইহারই উপর দৃঢ় বিশ্বাস হস্তী বাহিনীর ঘটনা এবং নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত মুবারকের মধ্যে ৫৩ (তিপ্পান্ন) বৎসরের ব্যবধান ছিল।

ف ফায়দা

আসহাবে ফীলে কিস্সা বা কাহিনীতে হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দেওয়া আল্লাহপাকের মর্জিয়ে ইলাহী হইতেছে। সুতরাং যে কেহ হুজুরে পাকের সঙ্গে বেয়াদবী গোস্তাখী কিংবা জুলুম করিবে সে যেন তাহারই সঙ্গে করিবে, যেমন-কাবা শরীফের দুষমন কুচক্রীদের দ্বারা করা হইয়াছে। ইহাতে কুচক্রী দুষমনদিগের প্রতি হুশিয়ারী ও শাঁসানী রহিয়াছে।

জুনাওয়াস ইহুদীর কাহিনী

মালিক হামির অর্থাৎ ইহুদী রাজা জুনাওয়াস যখন ঈমানদার মুসলমানদিগকে অগ্নিতে জ্বালাইয়া শাস্তি প্রদান করিতেছিল; যাহার বর্ণনা আসহাবুল উখদুদ 'সুরায়ে বুরুজে' রহিয়াছে, তখন তারই অধীনস্থ এক যুবক পলায়ন করতঃ হাবশার দিকে চলিয়া যায় হাবশা দেশের বাদশাহ ছিলেন আস্হামা বিন বাহরুন নাজ্জাসী। তিনি খুবই ভাগ্যবান বাদশাহ ছিলেন এবং রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনালীযুগে পবিত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ মুসলমান হইয়াছিলেন। সে তাহাকে ঐ বিষয়ের খবর অবগত

করিল। অতঃপর ঐ যুবক আসহামাকে আবুন্নাওয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে উত্তেজিত করিল। আসহামা ৭০ (সত্তর) হাজার সৈন্য হাবশা হইতে ইয়ামনের দিকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন এবং তাদের সহিত আখিয়াতকে সৈন্যদলের আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন। তাহার সৈন্যদলে আবরাহা বিন সাবাও ছিল।

হাব্‌শী ভাষায় 'আবরাহা' অর্থ সাদা চেহারা বিশিষ্টলোক। আশরামের' অর্থ পরে আসিবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা। উক্ত হাবশী সৈন্যদল সামুদ্রিক সফর সমাপ্ত করিয়া ইয়ামনের উপকূলে ছাউনী ফেলিয়া বিশ্রাম করিল। আরিয়াত নামক সেনাপতি জুনাওয়াসকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া হত্যা করিল। অথবা জুনাওয়াস সমুদ্রে জাহাজ চলা কালে নিজেই আত্মহত্যা করিল। অথবা ইয়ামনের শাসন -ভার আরিয়াতের হস্তে ন্যস্থ করিল এবং দীর্ঘদিন নির্বিঘ্নে বাদশাহী করিল। সেই পর্যন্ত যখন আবরাহার 'ইখতেলাফ' বা মত-পার্থক্য শুরু হইল।

ইয়ামনে আবরাহার বাদশাহীর সূচনা

আবরাহার সৈন্যদলে এক আমীর যাহার মতভেদের কারণে সৈন্যদলের মধ্যে দুই দল হইয়া গেল। একদল আরিয়াতের সহিত আরেক দল আবরাহার সহিত। এমন কি, উভয়দলের মধ্যে যুদ্ধের ঘোষনা হইয়া গেল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিল। যখন উভয় দল পরস্পর মুখামুখি হইয়া পড়িল, তখন আবরাহা আরিয়াতকে পরামর্শ দিল যে, 'যুদ্ধে' অযথা সৈন্য হত্যা করিয়া কী লাভ ; বরং তুমি এবং আমি উভয়ে দ্বন্দ্ব -যুদ্ধ করি। যে বিজয়ী হইবে সে-ই বাদশাহী করিবে আরিয়াত সে প্রস্তাব মানিয়া নিল।

আরিয়াত ও আবরাহার পরিচয়

আবরাহার কুনিয়াত বা উপনাম ছিল আবু ইয়াক্-সুন্। সে আকারে ছিল খাটো এবং মোটা দেহ-বিশিষ্ট, সে নাসারা বা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিল। আরিয়াত ছিল বিরাট লম্বা দেহ-বিশিষ্ট ব্যক্তি তার হাতে নেজা বা বল্লম ছিল। সে বল্লম দ্বারা, আবরাহাকে আঘাত করিলে তাহার মাথা স্পর্শ করিয়া চোখের ভ্রু, নাক এবং চক্ষু ও দুইটি ঠোঁট কাটিয়া যায়। এই কারণে, আবরাহাকে আল্ আশ্‌রাম্ বলা হইত।

কাবা শরীফকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র

আবরাহা দেখিল কাবা শরীফ তওয়াফ করিতে মানুষ বহু দূর হইতে আসিয়া মক্কা শরীফে সমবেত হয়। ইহাতে তার অন্তরে হিংসার অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, সুতরাং সে সানা -তে একটি ইবাদত -খানা (গীর্জা) নির্মাণ করিল। আবরাহার ইচ্ছা ছিল যে, লোকজন কাবা শরীফের পরিবর্তে এই জায়গায় তার গীর্জায় ভীর জমাইবে। হজ্জ করিতে আর মক্কা শরীফ যাইবে না।

কাবা শরীফের পরিবর্তে গীর্জা নির্মাণ

আবরাহা বাদশাহ কর্তৃক নির্মিত কানিসা বা গীর্জা রং- বেরং - এর মরমর পাথরের তৈরী। কতিপয় তফসীর গ্রন্থে আছে আবরাহার গীর্জার প্রত্যেকটি দেওয়াল মরমর পাথরের নির্মিত ছিল। 'ইন্সানুল উইয়ুনের' মধ্যে আছে ঐ গীর্জার নকশা নমুনা খুবই সুন্দর এবং কারু-কার্য ও সুন্দর সুন্দর মর্মর পাথর দ্বারা তৈরী ছিল। অধিকাংশ পাথর হজরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালামের বেগম সাহেবা বিলকিসের প্রাসাদ হইতে সংগৃহিত ছিল। ইহার মিম্বার সমূহও স্বর্ণ রুপার নির্মিত ছিল।

'মাহ্মুদ' নামক হাতীর আদবঃ- হজরত আবদুল মুতালিব কোরায়েশদিগকে অবস্থা ও পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন এবং তাহাদিগকে পরামর্শ দিলেন যে, তাহারা যেন পাহাড়ের ঘাঁটিতে ও চূড়ায় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহন করে, কোরায়েশগণ তাহাই করিল। অত:পর, হজরত আবদুল মোতালিব কাবা শরীফের হেফাজতের জন্যে দোয়া (প্রার্থনা) করিলেন। প্রার্থনা শেষে তিনি নিজের কওমের দিকে চলিয়া গেলেন। আবরাহা প্রাত:কালে তাহার সৈন্য-সামন্তদিগকে প্রস্তুত হইতে হুকুম করিল এবং হাতি গুলোকেও প্রস্তুত করিতে লাগিল। কিন্তু, 'মাহ্মুদ' নামের হাতিটি উঠিলনা এবং কাবা মুআজ্জামার দিকেও চলিল না ; বরং অন্যদিকে চালাইলে সে চলিতে চায়। যখনই কাবা শরীফের দিকে তাকে ফিরানো হয় তখন সে বসিয়া পড়ে।

'মাওয়াহিব' গ্রন্থে আছে, হজরত আবদুল মোতালিব বলেন যখন হাতি আমাকে দেখিল তখন 'মাহমুদ' হাতিটি সেজদায় অবনত হইল এবং উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করিল- اَلسَّلَامُ عَلَى النُّوْرِ الَّذِىْ فِىْ ظَهْرِكَ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِب

অর্থাৎ, "হে আব্দুল মুত্তালিব! আপনার পেশানীতে যে নূর মুবারক চমকিতেছে সেই নূর মুবারকের প্রতি আমি সালাম আরজ করিতেছি।"

সোব্হানাল্লাহ! 'ইয়ামনী মাহ্মুদ' নূরে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়া সেজদা করে এবং 'আস্সালাম' বলিয়া থাকে; কিন্তু 'দেওবন্দী মাহ্মুদ' নামের ব্যক্তি (ওয়াহাবী) নূরে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে তসলিম তো করেই না এবং 'আস্সালাম' বলিবার পক্ষপাতীও নহে।

ওয়াহাবীদের প্রশ্ন

হজরত আব্দুল মোত্তালেবের পেশানীতে নূরে মোস্তফা কোথায়, কেননা ঐ সময়তো হুজুর আক্বদাস মাতৃগর্ভে হজরত আমেনা খাতুন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার) শিকিম্ মুবারকে অবস্থান করিতে ছিলেন?

উত্তর ঃ- হজরত আব্দুল মুত্তালেব রাদিয়ল্লাহু আনহুর পেশানী মুবারকে নূরে আকদাস কয়েক বৎসর যাবৎ অবস্থান করিতে ছিলেন। যদিও জাতে পাকে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তবুও অবশিষ্ট নিদর্শন বিরাজ মান ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, সূর্য অস্তমিত হইলেও উহার আলোক রশ্মির প্রভাব দীর্ঘসময় যাবৎ বলবৎ থাকে। তাহলে, নবুওয়ত গগনের অতুলনীয় সূর্য সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যোতিঃ কি আকাশের সূর্যের চেয়ে কম? মাআজাল্লাহ্ কখনও নহে। এইহেতু, হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াস সালামের সম্মানিত পিতাসহ হজরত আব্দুল মোতালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেশানী মুবারকে স্বভারতঃই নূরে মুস্তাফা জালোয়াগার (বিরাজমান) ছিলেন।

আবরাহা কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে হজরত আব্দুল মোত্তালিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

আবরাহা বাদশাহ্ তখতের উপর সমাসীন ছিল; কোরায়েশদিগের সরদার হজরত আব্দুল মোত্তলেবকে তার পার্শ্বে বসাইতে ইচ্ছুক ছিল না। কেননা, হাবশী সৈনিকদের কাছে তার সম্মানের হানি প্রকাশ পায়। কিন্তু, হজরত আব্দুল মোত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখামাত্রই আবরাহা সিংহাসন হইতে নামিয়া পড়িল; এবং হজরত আব্দুল মোত্তালিব অত্যন্ত তাজিম সহকারে তখতে বসাইয়া নিজে তাহার বাম পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তাহার কথাবার্তা বাদশাহকে খুবই প্রভাবিত করিল। আবরাহার ধারনা ছিল তিনি তাকে কা'বা শরীফ হেফাজতের সুপারিশ করিবেন; এবং আবরাহা বাদশাহ্ তাহার সুপারিশ হয়ত বিবেচনা করিবেন। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা ইহার বিপরীত। আবরাহা বলিল, "আমি কা'বা ঘরকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছি যাহা তোমাদের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ কিন্তু সে বিষয়ে দেখছি তো কোনই ভাবনা নাই, বরং উটের ভাবনায় ব্যস্ত হইয়াছ।"

হজরত আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্তরে পূর্ণ ইয়াকীন ও ভরসা পোষণ করতঃ গাম্ভীর্যের সহিত উত্তর দিলেন-

اَنَا رَبُّ الْاِبِلِ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْفِظُهُ

অর্থঃ "এই উটসমূহের মালিকতো আমি, (তাই উটের জন্যে ব্যস্ত) এবং বাইতুল্লাহ শরীফের একজন মালিক রহিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সে ঘরকে রক্ষা করিবেন।"

খোদার দুষমন আবরাহা হজরত আব্দুল মোত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথোপোকথনে অসন্তোষ প্রকাশ করিল এবং ক্রদ্ধ হইয়া তার সঙ্গীদিগকে হুকুম

দিলেন যেন আটককৃত উটগুলো তাহার হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হয়। আর দর্পভরে একথা বলিল-

لِتَنْظُرَ مَنْ يَحْفَظُ الْبَيْتَ مِنِّىْ

অর্থাৎ, "যেন সে দেখিতে পায় যে, কা'বা ঘর আমার হাত হইতে কে রক্ষা করে।" (তফসীরে কবীর) অতঃপর, হজরত আব্দুল মোত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরিয়া আসিয়া কা'বা শরীফের জিঞ্জির ধারনপূর্বক ইলাহীর দরবারে নিম্নলিখিত ফরিয়াদ করেন

يَا رَبِّ لَا اَرْجُوْ لَهُمْ سِوَاكَا * يَا رَبِّ فَامْنَعْ عَنْهُمْ حُمَاكَ

অর্থাৎঃ হে প্রভূ! আজ তুমি ব্যতীত আর কেহই নাই যে, এ সমস্ত জালেমদের প্রতারণা ও চক্রান্ত হইতে প্রতিহত করতঃ তোমার পবিত্র ঘরকে রক্ষা করিবারমত। হে প্রভু! তুমিই একমাত্র রক্ষাকারী।

اِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ عَدُوٌّ لَكَ ـ اِمْنَعْهُمْ اَنْ يُخَرِّبُوْا فِنَاكَا

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার ঘর বাইতুল্লাহ্ শরীফের দুষমন তোমারই দুষমন; জালেম দুষমনদিগকে এতদূর সুযোগ দিওনা, যাহাতে কা'বা ঘরকে ধ্বংস করতে পারে। হে পরওয়ারদিগার! তুমিই দুষমনদের জুলুম-অত্যাচারকে প্রতিহত কর। (তফসীরে কবীর ও রুহুল বয়ান শরীফ)

হুজুর সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মাহ্বুবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পিতৃ-পুরুষগণের ঈমানের উপর যারা অমূলক বাহাসকারী (বাদানুবাদকারী) তাদের প্রতি জিজ্ঞাসা এই যে, "ওহে ওয়াহাবী খারেজী মোল্লা, শোন- হজরত আব্দুল মোত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাব্বুল ইজ্জাত জাল্লা জালালুহুর দরবারে যে ফরিয়াদ ও মুনাজাত পেশ করিয়াছে তাহা কি কোনও কাফের ও মুশরিকের মুনাজাত হইতে পারে? (নাউজুবিল্লাহ্) কখনো নহে।

হজরত আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় দ্বীন ও ঈমানের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে গিয়া এক কুখ্যাত জালেম বাদশাহর সম্মুখে বাহাদুর সূলভ রীতিতে এলান করিয়া দিলেন, কা'বা শরীফের মালিক 'আরেক জন' আছেন। তিনি-ই উহার রক্ষাকারী।

আল্লাহ্ তায়ালার মালিকানাও ক্ষমতার এহেন তসলীম (মানিয়া লওয়া) দ্বারা তদীয় তাওহীদের স্বীকৃতি এবং তদীয় রবুবিয়াতের প্রকাশ দ্বারা তদীয় উলুহিয়াতের তসলীম বা স্বীকৃতি (মানিয়া লওয়া) ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে কি?

অতঃপর ফরিয়াদ ও মুনাজাতান্তে হজরত আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু দোওয়ায় মশগুল হইলেন। পরক্ষণেই আজব কান্ড ঘটিয়া গেল-। আকাশ ছাইয়া

গেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁকে। আল্লাহ তায়ালা হস্তী আরোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁকি প্রেরন করিলেন। উহারা সাগরের দিক হইতে আসিতেছিল প্রত্যেকের ঠোঁটে একটি এবং দুই পায়ে দুইটি করিয়া মোট তিনটি কংকর ছিল। মজার ব্যাপার এই ছিল যে, প্রত্যোকটি ক্ষুদ্র পাথরের কনা মোহরযুক্ত ছিল; অর্থাৎ প্রত্যেকটি কংকরের মধ্যে ঐ কাফেরের নাম অংকিত ছিল যার উপরে উহা নিক্ষিপ্ত হইবে। (রুহুল বয়ান শরীফ, তফসীরে কবীর)

আর ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের মধ্যে এতদূর ক্ষমতা নিহিত ছিল যে, প্রত্যেকটি আদমী (সৈনিকের)-এর মাথার উপর পড়িত এবং মাথার খুলী ভেদ করিয়া শরীরের ভিতর দিয়া অতিক্রম করতঃ পৃষ্ঠদেশ হইয়া বাহির হইত এবং মাটিতে পড়িত।

যে বৎসর এ ঘটনা ঘটিয়াছিল ঐ সনকে 'আমুল ফীল' (হাতী সাল) বলা হইত। ঐ সনেই হুজুর সাইয়্যেদে কাওনাঈন সরকারে দো-জাহাঁ মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৫ (পঞ্চান্ন) দিন পরে এ ধূলির ধরনীতে মরু-দুলাল রূপে তশরীফ আনয়ন করেন।

এ বিষয়ে বহু লম্বা ও নাতিদীর্ঘ ঘটনাবলী রহিয়াছে; কিন্তু কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় খুব সংক্ষেপে সমাপ্ত করিলাম।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-